

চা-কুলীর

আত্ম-কাহিনী।

[সত্যঘটনা-মূলক]

সূচনা।

আমি অনেক দিনের পর আমার মাতুলালয় বাঘাণ্ডাগ্রামে আসিয়াছি। বাঘাণ্ডা হুগলী জেলার অন্তর্গত একখানি গণ্ড-গ্রাম। গ্রামবাসীদিগের মধ্যে অধিকাংশই সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ ব্যতীত সৎ-গোপ, তেলী, গয়লা প্রভৃতি বহু সংখ্যক অন্যান্য জাতির বাস আছে। পূর্ব্বে এ অঞ্চলের মধ্যে এই গ্রাম বড়ই সমৃদ্ধিশালী ছিল; কিন্তু এখন এক ম্যালেরিয়া জ্বরে

গ্রামখানিকে একবারে শ্রীহীন করিয়া ফেলিয়াছে। গ্রামের উপার্জ্জনক্ষম শিক্ষিত লোক মাত্রেই এখন গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা এবং অন্যান্য স্থানে গিয়া বসবাস করিতেছেন। বর্ত্তমান গ্রামবাসীদিগের প্রায় সকলেই কৃষিজীবি; সুতরাং, তাহাদের আর স্থানান্তরে যাইবার উপায় নাই। বাঙ্গালার অধিকাংশ গ্রামের অবস্থাই এখন এইরূপ শোচনীয়।

গ্রামে পৌছিয়াই শুনিলাম, আমার বাল্যবন্ধু শরৎবাবু আজ বার বৎসরের পর সপরিবারে গতকল্য স্বগ্রামে আসিয়া পৌছিয়াছেন। এ সংবাদে হঠাৎ একটা আনন্দের তরঙ্গ আমার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল, সঙ্গে সঙ্গে আমার বাল্যস্মৃতিও জাগিয়া উঠিল। শরচ্চন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমি অধীর হইয়া পড়িলাম। কিন্তু তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যার পর গ্রামের এক পাড়া হইতে অপর পাড়ায় যাওয়া বড় সুবিধাজনক নহে; সুতরাং অতি কষ্টে আমি রাত্রি যাপন করিলাম।

পরদিন অতি প্রত্যুষে আমি পশ্চিম পাড়ায় শরৎবাবুর বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলাম। তখনও শরচ্চন্দ্র গাত্রোত্থান করেন নাই। আমি তাঁহার বৈঠকখানায় গিয়া বসিলাম। বৈঠকখানায় একজন চাকর শয়ন করিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আমায় মহা সমাদর করিতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ এক ছিলিম তামাক সাজিয়া দিয়া আমার অভ্যর্থনা করিল। আমি সেই চাকরের দ্বারা বাড়ীর মধ্যে তাহার বাবুর নিকট আমার আগমন সংবাদ পাঠাইয়া দিলাম। সংবাদ পাইয়া শরৎবাবু তাড়াতাড়ি বৈঠকখানায় দৌড়িয়া

আসিয়া আমায় আলিঙ্গন করিলেন্। আমার হৃদয় আনন্দোচ্ছ্বাসে একবারে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

অন্যান্য কথা বার্ত্তার পর আমি বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ভাই শরৎ, তুমি এ চাকরটি কোথায় পেলে? এর কথাবার্ত্তায় বুঝ্‌ছি,—এত আমাদের এ অঞ্চলের লোক নয়।"

বন্ধু উত্তর করিল—"না ভাই, এ আমাদের এ দেশীয় লোক নয়। কানপুরে একে পেয়েছি। এ চাকরটি খুব ভাল।"

আমি। তা আমি এর ব্যবহার দেখেই বুঝ্‌তে পেরেছি।

শরৎ। আর এর জীবনীও বড়ই বিস্ময়জনক ঘটনাপূর্ণ। একখানি প্রকৃত Romance বললেও বলা যেতে পারে। তুমি একজন ঔপন্যাসিক, এর জীবনী তোমার অনেক কাজে আস্‌তে পারে।

আমি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি রকম?"

শরৎ। এ ব্যক্তি অর্থ লোভে এক সময় আসামের চা-বাগানের কুলী সংগ্রহ করতে গিয়া আপনার ফাঁদে আপনি পড়ে যায়। শেষে সেই কুলীর সঙ্গে নিজেও কুলী হয়ে আসামে চালান যায়। সেখানে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে শেষে সেই চা-বাগান থেকে পালায়। রাস্তায় অনেক রকম adventure এর অদৃষ্টে ঘটে। সে সকল ঘটনা বড়ই বিস্ময়জনক। তখন সে সকল বিস্ময়জনক ঘটনার প্রতি আমার লক্ষ্য ছিল না, আমার লক্ষ্য অন্য দিকে; সুতরাং, আমি আগ্রহের সহিত সেই চাকরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি আসামের চা-বাগানের কুলী হয়ে সেখানে গিয়েছিলে? তুমি সেখানকার কুলীদের অবস্থা তবেত সব জান?"

ভৃত্য বিনীতভাবে উত্তর করিল,—"আজ্ঞে হাঁ মহাশয়, আমি সব জানি।"

আমার কৌতূহল বড়ই বৃদ্ধি হইল। আমি বিশেষ আগ্রহের সহিত বলিলাম—"তোমার জীবনের সে সকল ঘটনা তবে আমায় বলতে হবে।"

ভৃত্য একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল,—"সে সকল কথা মনে হলে এখনও আমার প্রাণ শিহরিয়ে উঠে। আমি যেমন কর্ম্ম কর্‌তে গিয়েছিলাম, তেম্নি ফলভোগ করেছি। পরের মন্দ চেষ্টা কর্‌তে গেলে যে নিজের মন্দ আগে হয়, সে শিক্ষা আমি খুব পেয়েছি।"

এই সময় আমি বলিয়া উঠিলাম—"তবে তোমার জীবনী ত শিক্ষাপ্রদ হবে।"

এমন সময় বন্ধুবর বলিয়া উঠিলেন,—"বিশেষ শিক্ষাপ্রদ।"

তখন আমি বলিলাম,—"তবে কেবল বলিয়া গেলে চলিবে না। তুমি যে সকল কথা বলিবে, সমস্তই আমি লিখিয়া লইব।"

ভৃত্য এবারও এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল—"আজ প্রায় সাত বৎসর হইল, আমি আসামের চা-বাগান থেকে পালিয়ে এসেছি। এখন সকল কথা আমার মনেও নাই। তবে যতদূর মনে হবে, আমি সমস্তই সত্য বলছি—আপনি লিখে নিন।"

আমি আহ্লাদের সহিত লেখনী ধারণ করিলাম। এ আত্ম-কাহিনীর সমস্ত ঘটনা সত্য বলিয়াই আমার বিশ্বাস। আমি নিম্নলিখিতরূপে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম।



প্রথম পরিচ্ছেদ।

পরিচয়ে।

আমার নাম গিরীশচন্দ্র দত্ত। নিবাস বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত অম্বিকানগর গ্রামে। আমাদের গ্রাম উক্ত জেলার খাতড়া থানার এলাকাধীন। অম্বিকানগর এ অঞ্চলের মধ্যে একখানি প্রসিদ্ধ গ্রাম। এখানে পোষ্ট-আফিস, হাট, বাজার, প্রভৃতি সকলই আছে। গ্রামের বার আনা লোকের উপজীবিকা কৃষিকার্য্য, আর চারি আনা লোকে ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। কৃষিজীবিদিগের অবস্থা বড় ভাল নয়। অনেক কষ্টে, কোন রকমে তাহাদের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হয়। কিন্তু ব্যবসায়ীদিগের অবস্থা বেশ উন্নত, তাহারা প্রায়ই সুখে কালাতিপাত করিয়া থাকে।

আমরা দুই সহোদর, তাহার মধ্যে আমিই কনিষ্ঠ। আমার জ্যেষ্ঠের নাম প্রসন্নকুমার দত্ত। আমাদের একটি কনিষ্ঠা ভগিনীও আছে। তাহার নাম—গঙ্গা। আমার যখন আট বৎসর বয়স, তখন আমার পিতার মৃত্যু হয়। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বয়ঃক্রম তখন আঠার বৎসর, আর আমার ছোট ভগিনীটির বয়স তখন সবে চারি বৎসর মাত্র। আমার পিতা নিকটস্থ কোন জমীদারের সরকারে তহশীলদারী কর্ম্ম করিতেন। দাদাও সেই সেরেস্তার একজন শিক্ষানবীশ ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। সুতরাং পিতৃবিয়োগে আমাদের বিশেষ কোনরূপ অবস্থা পরিবর্ত্তন আর ঘটিল না। আমাদের সংসারে আমার ভ্রাতৃজায়া আর এক বিধবা মাতা ভিন্ন অন্য কেহ ছিল না।

আমি আমার জননীর বড় আদরের পুত্র ছিলাম। পিতার মৃত্যুর পর সে আদরের মাত্রা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। গ্রামস্থ পাঠশালায় রামনিধি গুরুমহাশয়ের নিকট প্রথমে আমার বিদ্যা শিক্ষা হয়। শেষে কোন মধ্য-বাঙ্গালা বিদ্যালয়েও প্রবেশ লাভ করি। সেখান হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। গ্রামে কিম্বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে কোন ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল না; সুতরাং, এই খানেই আমার লেখা পড়া শেষ হয়।

লেখা পড়া শেষ হইল বটে, কিন্তু তাহার পর কোন কাজকর্ম্মে আর প্রবৃত্ত হওয়া হইল না। এরূপ অবস্থায় সচরাচর যেরূপ ঘটিয়া থাকে, আমার অদৃষ্টে তাহাই ঘটিল। আমি কুসংসর্গে মিশিলাম। গ্রামে আমার অনেকগুলি ইয়ার-বন্ধু জুটিল। তাহাদের সংসর্গে পড়িয়া আমি অনেক রকম

নেশা করিতে শিখিলাম। তামাক খাইতে ত গুরুমহাশয়ের পাঠশালাতেই শিখিয়াছিলাম। গুরুমহাশয় তামাক সাজিতে দিলেই অগ্রে নিজে বেশ করিয়া টানিয়া প্রসাদী করিয়া দিতাম। তাহার পর ক্রমে ক্রমে চরস ও গাঁজা প্রভৃতিও খাইতে শিখিলাম। গ্রীষ্ম কালে সমস্ত দিন কেবল তালের রস খাইয়া থাকিতাম। অন্য সময় তাড়ীও চলিত। আর যে দিন মদ খাইতে পাইতাম, সে দিন আর আনন্দের সীমা থাকিত না। শেষে যখন নেশায় পরিপক্ক হইলাম, তখন আফিম ও গুলি আরম্ভ করিয়া দিলাম।

কেবল নেশা নহে। বয়সের দোষে অন্যান্য দুষ্ক্রিয়ায়ও প্রবৃত্ত হইতে লাগিলাম। দিবা রাত্র গ্রামের কুচরিত্রা স্ত্রীলোকের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতাম, এবং তাহাদের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিলে, আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতাম। এইরূপে গ্রামের সাত আটটি কুচরিত্রা স্ত্রীলোকও আমার হস্তগত হইল।

এই সকল নেশা ও কুকার্য্যে আমার অর্থের বড়ই আবশ্যক হইয়া পড়িল। এক পয়সা উপার্জ্জন করিবার ক্ষমতা ছিল না, এদিকে এত ব্যয় কুলান করি কোথা হইতে? প্রথম প্রথম সঙ্গিগণের দ্বারাই এই সকল ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। কিন্তু পরের স্কন্ধে বার মাস কখনই চলিতে পারে না। সুতরাং আমার অর্থের বড়ই অনাটন হইয়া পড়িল।

এদিকে আমার চরিত্র সম্বন্ধে দাদার নিকট কোন কথা গোপন রহিল না। জননী অনেক কষ্টে অনেক দিন পর্য্যন্ত সে সকল কথা গোপন রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আর

পাপকার্য্য চিরকাল কথনই গোপন থাকিতে পারে না। দাদা যে দিন হইতে আমার চরিত্রের কথা শুনিলেন, সেই দিন হইতেই আমি যেন তাঁহার চক্ষুশূল হইলাম। সাক্ষাৎ হইলেই নানারূপ ভৎ'সনা করিতেন; বিশেষতঃ আহারের সময় আমায় যেরূপ মর্ম্মভেদী গালি দিতেন, তাহাতে আমার বড়ই কষ্ট-বোধ হইত। আমার জননী বাল্যকাল হইতেই আমায় প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন। যৌবনে পদার্পণ করিলেও তাঁহার সে ভালবাসার হ্রাস হয় নাই। কিন্তু তাঁহার সেই ভালবাসাই শেষে আমার কাল হইয়া দাঁড়াইল। তিনি সাবধান করিলে, আমার চরিত্র-দোষ কথনই ঘটিত না। দাদাত সর্ব্বদাই বাড়ীতে থাকিতেন না; সুতরাং, আমার চরিত্র সম্বন্ধে কোন সংবাদ তিনি প্রথমে জানিতে পারেন নাই। শেষে আমার সে সকল দোষ যথন শাসনের অতীত হইল, তথন তিনি জানিতে পারেন। সুতরাং তিনি আর আমায় শাসন করিবেন কি? কিন্তু আমার জননী আমার অধঃপতনের আগাগোড়া বরং সাহায্যই করিয়া আসিয়াছেন। প্রথমতঃ আমার দাদার নিকট আমার চরিত্র সম্বন্ধে সকল কথা গোপন করিতেন; দ্বিতীয়তঃ আমার অর্থের আবশ্যক হইলে, সংসার থরচ হইতে গোপনে গোপনে আমায় যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিতেন। তিনি স্নেহাধিক্যপ্রযুক্ত এ সকল কার্য্য করিলেও, আমার অধঃপতনের তিনিই মূল বলিতে হইবে। শেষে জননীর সেই অগাধ স্নেহেরও হ্রাস হইতে আরম্ভ করিল। আমি অর্থের জন্য তাঁহাকে কোনরূপ পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেই, তিনিও আমায় গালি দিতে আরম্ভ করিতেন। সুতরাং এথন

উপার্জ্জন না করিলে আর আমার একদিনও চলিতে পারে না। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য আমার কোন ভাবনা ছিল না বটে, কিন্তু আমার নেশা প্রভৃতির ব্যয় কিরূপে সঙ্কুলান করি?

আমার ভগিনীপতির নাম—উমেশচন্দ্র পাল। আমাদের গ্রাম হইতে দুই ক্রোশ দূরে রুসুলপুরে তাহাদের নিবাস। ভগিনীপতির অবস্থা খুব ভাল। তাহার বড় ভাই সচীন্দ্র নাথ পাল—পুরুলীয়ার বিনোদবিহারী দত্তের কুলী ডিপোর একজন লাইসেন্স প্রাপ্ত আড়কাটী। উমেশও ভ্রাতার সঙ্গে কুলী সংগ্রহের কার্য্য করিয়া থাকে। আমাদের আত্মীয় স্বজ-নের মধ্যে এরূপ সঙ্গতিশালী আর কেহ ছিল না। আমার ভগিনী-পতিকে ধরিলে আমার কোনরূপ একটি চাকুরী হইতে পারে, এই সময় হঠাৎ আমার মনে এই আশার সঞ্চার হইল। তখন মনে মনে এই সঙ্কল্পই স্থির করিয়া রাখিলাম।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রলোভনে।

একদিন আমি দেখিলাম—আমার সেই ভগিনী-পতি আমাদের বাড়ী আসিয়াছে। তাহাকে দেখিয়াই আমার মনে মনে বড় আনন্দ হইল। আহারাদির পর আমি তাহাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া অনুনয় বিনয় করিয়া কহিলাম,—"ভাই, আমার একটি চাকুরী করে দেবে?"

পাল মহাশয় ঈষৎ হাসিয়া কহিল,—"কেন হে তোমার আবার এমন কুবুদ্ধি হলো কেন? দাদার মাথায় হাত বুলিয়ে বেশ ত গায়ে ফুঁদিয়ে বেড়াচ্ছ।"

আমি। না ভাই, আমার আর চলে না, পয়সার বড় দরকার হয়েছে। আমি একটা চাকুরী পেলে বিদেশে যেতেও রাজী আছি।

উমেশ। বিদেশে যেতে হবে কেন? মনে কর্‌লে এই ঘরে বসেই অনেক পয়সা রোজগার করা যেতে পারে।

আমি। ঘরে বসে আর কি করে রোজগার হবে? এক ব্যবসা-বাণিজ্যে হতে পারে বটে। কিন্তু সেওত টাকার খেলা—সে টাকা পাবো কোথায়?

উমেশ। একটু চালাকী কর্‌লে সে টাকারও যোগাড় করা যায়।

আমি। কি রকম চালাকী?

আমার ভগিনী-পতি তখন একটু চিন্তা করিয়া কহিল—"তুমি মনে কর্‌লে অনায়াসেই পার্‌বে। তুমি কুলী যোগাড় কর্‌তে পার? পাঁচ জন কুলী যোগাড় কর্‌তে পার্‌লে, তোমায় ৫০০৲ টাকা দিবো। সেই পাঁচশো টাকায়—তুমি অনায়াসে একটা ব্যবসা করে, সুখে সচ্ছন্দে কাটাতে পার্‌বে।"

আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলাম—"এ কাজ আমার দ্বারা হবে না। আর আমি চেষ্টা কর্‌লেও কেউ যেতে রাজী হবে না।"

উমেশ। সহজে কি রাজী হবে? ভুলিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

আমি। এমন বোকা আমাদের গ্রামেত কই দেখ্‌তে পাই না।

উমেশ। দেখ, পুরুষকে সহজে ভুলাতে পারা যায় না; কিন্তু মেয়ে মানুষকে সহজেই ভোলাতে পারা যায়। তোমার হাতে এমন মেয়েমানুষ নাই কি?

এ সময় আমার মনে হঠাৎ একটা কথার উদয় হইল। আমি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলাম—"আচ্ছা, পাঁচজন কুলী-যোগাড় করতে পার্‌লে ৫০০৲ টাকা পাওয়া যাবেত?" পাল মহাশয় একটু আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—"সে কি! আমি তোমার কাছে মিথ্যে কথা বল্‌ছি! পাঁচজন কুলী যোগাড় করিয়া চালান দিতে পার্‌লেই আমি তোমায় ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা দিবো।"

ভয়ঙ্কর প্রলোভন! সেই প্রলোভনের হাত আমি আর এড়াইতে পারিলাম না। কি অশুভক্ষণে যে আমার এমন মতি হইল, তাহা বলিতে পারি না। উমেশ বাবু আমার আপনার ভগিনীপতি; সুতরাং, তাহার কথায় কখনই অবিশ্বাস হইতে পারে না। সুতরাং পাঁচজন কুলী সংগ্রহ করিতে পারিলে যে নিশ্চয়ই ৫০০৲ টাকা পাইব, সে বিশ্বাস তখন আমার মনে একবারে দৃঢ় হইয়া গেল। টাকার লোভে আমি হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া কহিলাম,—"মেয়ে কুলীর এক রকম যোগাড় করা যেতে পারে। এ গ্রামের ৪।৫ জন মেয়ে মানুষ বেরিয়ে যেতে পারে; কিন্তু সে আমার একলার কর্ম্ম নয়। সারদা ময়রা ছোঁড়াকেও সঙ্গে নিতে হবে; কারণ সে সকল মেয়ে মানুষ তারই হাতে আছে,—তার কথাতেই তারা বিশ্বাস করবে।"

উমেশ আমার এই কথা শুনিয়া বিশেষ অহ্লাদিত হইয়া বলিল,—"তা বেশ—কিন্তু তাকে কোন কথা ভাঙ্গতে পার্‌বে না। তাকে শুদ্ধ কুলী করে আসাম চালান দিতে হবে। তোমার টাকার ভাগ আমি কারুকেও দিতে দেবো না।"

আমি। তা কি করে হবে? সে কুলী হয়ে আসাম যেতে স্বীকার হবে কেন?

উমেশ। আমার সঙ্গে একবার দেখা হলে আমি তাকে ঠিক করে নেবো; কিন্তু তুমিও তাদের সঙ্গে আসামে যাবে, —এ কথা তার কাছে স্বীকার করতে হবে।

আমি মনে মনে এই বিষয় চিন্তা করিতেছি, এমন সময় দেখি—আমার সেই বন্ধু সারদাচরণ মোদক সশরীরে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি আমার ভগিনীপতিকে সারদার আগমন সংবাদ দিলাম। সে কথা শুনিয়া আমার ভগিনীপতি আমায় কি ইঙ্গিত করিল। আমি কিন্তু সে ইঙ্গিতের কোন অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। সারদা আমাদের নিকট আসিয়া বসিল। তখন আমার ভগিনীপতি সারদাকে শুনাইয়া আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল—"তবে তোমার চাকরী করাই স্থির হলো? আপাতক পোনের টাকা বেতন পাবে, কিন্তু সাহেবকে সন্তুষ্ট করতে পারলে শীঘ্রই বেতন বৃদ্ধি হবে। আর কেবল এই পোনের টাকার উপর নির্ভর নয়, এ কাজে উপরিও বিলক্ষণ আছে; যেমন করে হ'ক মাসে ৫০৲ টাকা রোজকার হবে।"

আমি এ কথায় আর কোন উত্তর করিতে পারিলাম না, আমার কেমন গলা আট্‌কাইয়া গেল। কিন্তু উমেশের উপরোক্ত কথা শুনিয়া সারদা কহিল,—"কোথায় এ চাক্‌রী হচ্ছে?"

উমেশ উত্তর করিল,—"বিদেশে। বিদেশে না গেলে কি আর টাকা রোজকার হয়?"

সারদা। কত দূর?

উমেশ। দূর আর কোথায়? এখন কোম্পানির রেল হয়ে কি আর দূর আছে? এই আসাম অঞ্চলে।

সারদা। কি কাজ কর্‌তে হবে?

উমেশচন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল—"কাজত ভারি—কেবল কুলীদের হাজিরে লেখা। এই হাজিরে লেখা-তেই ত উপরি রোজকার—বুঝ্‌তে পাচ্ছ না?"

সারদার মুখ দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম যে তাহার মনে মনে বড়ই হিংসা হইয়াছে। তাহার কণ্ঠস্বরেও আমি সে ভাব বুঝিতে পারিলাম। সারদা কহিল—"ওরে গিরে, তোর অদেষ্টত খুব ভাল। কবে যেতে হবে?"

আমি এ প্রশ্নের ত কোন উত্তর দিতে পারিলাম না; কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তরে আমার ভগিনীপতি কহিল,—"দেরী বেশী নাই। তবে এই রকম আর একজন সরকারের আবশ্যক। সেই লোক ঠিক হলেই রওনা করে দেবো।"

সারদা তখন আগ্রহের সহিত কহিল—"পাল মহাশয়, অনুগ্রহ করে আমায় সে চাকরী করে দিতে পারেন না?"

পাল মহাশয় একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল—"তা পারি, কিন্তু—"

আমি এই সময় বলিয়া উঠিলাম—"সারদা না গেলে, কিন্তু আমি যাব না। সারদা গেলে আমিও যাবো।"

তখন আমার ভগিনীপতি কহিল,—"তা আমি জানি, তোমাদের দুজনের মধ্যে খুব ভাব। দুজনে গেলে তোমরা খুব সুখেও থাক্‌বে। তবে কি জান অন্যকে এ চাক্‌রী দিলে

আমার কিছু লাভ হতো। তা তুমি আত্মীয় লোক, তোমার যখন বন্ধু, তখন না হয়, আমার কিছু লোকসানই হলো।"

আমি এই সময় সারদাকে একটু দূরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া কহিলাম,—"৪।৫ জন মেয়ে মানুষকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। তা নইলে মজা হবে না। আমি জানি—সুন্দরী ও শান্তি ত নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে যেতে রাজী হবে; আর তুই একটা কা'কে নিয়ে যাওয়া যায় বল দেখি।"

সারদা অল্পক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল,—"গোপী আর দুঃখীকেও নিয়ে যেতে পারা যায়।"

আমি কহিলাম—"এস, আজই তবে কাজ ঠিক করে ফেলা যাক।"

সারদা মহা আহ্লাদের সহিত কহিল—"সে বিষয়ে কোন চিন্তা নাই, আজই সব ঠিক করে ফেল্‌তে পার্‌বো। তোরা ভাত খাবি—না হাত ধুয়ে বসে আছি।"

তাহার পর আমরা উভয়ে পুনরায় উমেশের নিকট আসিলাম। আসিয়া আমি কহিলাম—"পাল মশাই, আমাদের সঙ্গে আর চার জন মেয়ে মানুষ যাবে কিন্তু।"

পাল মহাশয় একটু মুচকি হাসিয়া কহিল,—"চার জন ছেড়ে তোমরা ১০ জন নিতে পার; কারণ, তাদেরত আর তোমাদের খাওয়াতে পরাতে হবে না। তারাও সেখানে রোজকার কর্‌বে। ২।৩ বৎসর থাক্‌লেই দেখ্‌বে, একগা গহনা নিয়ে দেশে ফিরে আসবে। তা হলে, আর দেরী কর্‌বার আবশ্যক করে না। যত শিগ্‌গীর পার, তোম্‌রা প্রস্তুত হও।"

সারদা। আমাদের রাহা খরচের টাকা যোগাড় কর্‌তে হবে না কি?

উমেশচন্দ্র তখন উচ্চ হাস্য করিয়া কহিল,—"তোম্‌রা সাহেবের চাক্‌রীতে যখন যাচ্ছ, তখন তোমাদের আবার রাহা খরচ কি? তুমি পাগোল আর কি? এ সে রকম চাকুরী নয়—তোমাদের রাহা খরচ ও খাই খরচ কিছুই লাগ্‌বে না।"

সারদা। আচ্ছা, মেয়ে মানুষদের?

উমেশ। এক পয়সাও নয়।

সারদা। কেন?

উমেশ। তারাও যে সেখানে চাক্‌রী কর্‌বে।

সারদা। তারা সেখানে কি চাক্‌রী কর্‌বে?

উমেশ ঈষৎ হাসিয়া কহিল,—"মেয়েদের চাক্‌রী আবার বড় মজার। খাটুনীর নাম মাত্র নাই—কেবল আরাম। খাটুনীর মধ্যে সকালে আর বৈকালে চাট্টি চাট্টি চা'র পাতা তোলা। এদেরও আবার উপরি রোজকার বিলক্ষণ আছে, এমন কি রাতারাতি বড় মানুষ হয়ে যেতেও পারে। কিন্তু যারা একটু দেখ্‌তে ভাল, আর বয়েসে কম, তাদেরই সে রোজকার হয়।"

তখন সারদা আহ্লাদের সহিত কহিল,—"তবে আর দেরী কর্‌বার আবশ্যক নাই; আজকের ভোরেই আমরা রওনা হতে পার্‌বো।"

এই সময় আমি কহিলাম,—"কিন্তু এ কথা কারু কাছে প্রকাশ করা হবে না। মা শুন্‌তে পেলে আমায় যেতে দিবেন না। আর এ কথা প্রকাশ হলে মেয়ে মানুষদের গ্রাম থেকে নিয়ে যাবার পক্ষে বড় গোলযোগ ঘট্‌বে।"

তখন আমার ভগিনীপতি আমার কথায় সম্মত হইয়া কহিল,—"আচ্ছা তাই হবে; তবে তোমার মা-ঠাক্রুণ প্রথমে আমার উপর রাগ কর্বেন বটে, কিন্তু তুমি যখন মাসে মাসে মুটো মুটো টাকা পাঠিয়ে দেবে, তখন আর তাঁর সে রাগ থাক্বে না।"

এই সকল কথাবার্ত্তার পর সারদা ও আমি বাহির হইয়া গেলাম এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সমস্ত ঠিক করিয়া গৃহে ফিরিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পলায়নে।

সেই দিনই শেষ রাত্রে আমরা চুপি চুপি গ্রাম হইতে বাহির হইলাম। সারদা, সুন্দরী, শান্তি, গোপী এবং দুঃখী এই পাঁচজনই আমার প্রলোভনে পড়িয়াছিল। এই পাঁচজনকে পুরুলিয়ার বিপিনবিহারী দত্তের কুলী—ডিপোতে পৌঁছিয়া দিলেই আমি এককালীন পাঁচ শত টাকা পাইব। সুতরাং আজ আর আমার আনন্দের সীমা ছিল না। আমি এ জীবনে কখন একত্রে পাঁচ টাকা উপার্জ্জন করি নাই; সুতরাং এককালীন ৫০০৲ টাকা উপার্জ্জন ত আমার স্বপ্নাতীত। আমার ভগিনীপতি উমেশচন্দ্রও আমাদের সঙ্গে চলিয়া ছিল। আমি আনন্দে অধীর হইয়া মধ্যে মধ্যে গোপনে তাহাকে সেই

টাকার কথাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। আমার কথার উত্তরে উমেশচন্দ্র প্রতিবারই আমায় বলিয়াছিল যে পুরুলিয়ায় পৌঁছিলেই সে আমায় প্রতিশ্রুত পাঁচ শত টাকা দিবে; সুতরাং, আমি আনন্দে অধীর হইয়া দ্রুতপদে চলিতে লাগিলাম।

কেবল আমি যে আনন্দে অধীর ছিলাম, তাহা নহে। আমাদের দলের সকলেই আজ আনন্দে অধীর। সাহেবের চাকুরী পাইবার আশায় সারদা এখন আহ্লাদে আটখানা; তাহার উপর তাহার সঙ্গে ৩।৪ জন স্ত্রীলোক চলিয়াছে; সুতরাং, তাহার আনন্দ আর ধরে না। আর স্ত্রীলোক চারি জন একেত কুচরিত্রা, তাহার উপর সংসারে নানাপ্রকার দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া বড়ই জ্বালাতন হইয়াছিল; সুতরাং সংসারে তাহাদের কোন মায়া ছিল না। এখন স্বগ্রাম ত্যাগ করিয়াই তাহারা সুখস্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আমার ভগিনীপতি উমেশের মুখও আজ প্রফুল্লিত দেখিলাম; কিন্তু সে প্রফুল্লতার কারণ তখন আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই।

রাস্তায় এক বাটীতে আমরা স্নানাহার করিয়া কিছু সুস্থ হইলাম, এবং বৈকালে পুরুলিয়ায় পৌঁছিলাম। সেখানে বিপিন-বিহারী দত্ত মহাশয়ের কুলী-ডিপোতে গিয়া যখন পৌঁছিলাম, তখন বেলা প্রায় পাঁচটা। সেখানে পৌঁছিবামাত্র তাঁহার কর্ম্মচারীরা আমাদিগকে বিশেষ আদর অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আদর ও যত্ন দেখিয়া আমি ত অবাক্ হইয়া গেলাম। প্রথমেই আমাদের জলযোগের বন্দোবস্ত করা হইল। তাহার পর আমরা সেই ডিপোর অন্যান্য কুলীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। দেখিলাম, বিস্তর কুলী

সংগৃহীত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ সাঁওতাল ও অন্যান্য অসভ্য জাতিও আছে। আমাদের দেশীয় কুলীর সংখ্যাও অল্প নহে। আমরা সে সকল কুলীর সহিত কিন্তু মিশিলাম না, একটু স্বতন্ত্রভাবে রহিলাম। উমেশ আমাদিগকে সেই ভাবেই রাখিল।

এখানে অন্যান্য প্রয়োজনের সহিত আবগারী বিভাগের আয়োজনেরও কোন ত্রুটী দেখিলাম না। গাঁজা, আফিম, চরস, মদ প্রভৃতি আবশ্যক মত দিবারও বন্দোবস্ত ছিল। অন্ততঃ সে রাত্রে আমরাত যখন যাহা চাহিয়াছিলাম, তৎক্ষণাৎ তাহা পাইয়াছিলাম। রাত্রে ঝুমুর-নাচেরও বন্দোবস্ত হইল; সুতরাং, আমাদের আনন্দের আর সীমা রহিল না। আমি আনন্দে এত দূর বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম যে উমেশের নিকট টাকা চাহিতেও আমি ভুলিয়া গেলাম। মহা আনন্দে সে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। প্রভাতে আমি আমার ভগিনীপতিকে কহিলাম,—"ভাই, আমার টাকা দাও, আমি এইবার বাড়ী পালাই।"

উমেশচন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—"এখানে থাক্‌তে তোমার কষ্ট হচ্ছে নাকি? তোমার কি কোন অযত্ন হয়েছে।"

আমি কহিলাম,—"কষ্ট কিছুই নাই, বরং পরম সুখেই আছি। কিন্তু আমার কাজ যখন শেষ হয়েছে, তখন আর কেন? আমার টাকটা দে ভাই, আমি ঘরে যাই।"

উমেশ। এখানে টাকা থাক্‌লে কি আর তোমায় চাইতে হতো? ভোরের সময়ই তোমায় টাকা দিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিতাম। এখানকার তহবিলে টাকা নাই, তাই তোমায় রাণীগঞ্জ যেতে হ'বে। সেখানে গেলেই তুমি টাকা পাবে।

আমি। তবে চল এখনই রাণীগঞ্জ যাই। তুমি জানত আমি কাউকে কোন কথা না বলে এসেছি—মা এতক্ষণ কত ভাব্‌ছেন।

উমেশচন্দ্র হাসিয়া বলিল,—"একটা পাঁচশো টাকার তোড়া নিয়ে গিয়ে ফেল্‌লে তখন সকলের সব ভাব্‌না দূর হয়ে যাবে।"

তাহার এই কথা শুনিয়া আমিও ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিলাম। আনন্দে অধীর হইয়া বলিলাম,—"চল—এখনই রাণীগঞ্জে যাই।"

উমেশ উত্তর করিল,—"আজ আহারাদির পর সব কুলী নিয়ে আমাকেই রাণীগঞ্জে যেতে হবে, তুমিও সেই সঙ্গে যাবে।"

সেই দিন আহারাদির পর আমরা সকলে রাণীগঞ্জের কুলী-ডিপোতে আসিয়া পৌঁছিলাম। সেখানে আসিয়া শচী পালের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। শচী আমার ভগিনী-পতির বড় ভাই। সে একজন লাইসেন্স-প্রাপ্ত কুলী-আড়কাটী। আমায় দেখিয়া শচী বিশেষ আদর অভ্যর্থনা করিল। উমেশ একটু দূরে গিয়া তাহার সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়া গোপনে কি পরামর্শ করিল। তাহার পর শচী আমার নিকট আসিয়া বলিল,—"ওহে গিরীশ, এবার তোমার অদৃষ্টে কলিকাতার কালীঘাটের কালিদর্শন আছে দেখ্‌ছি। এখানে চোরের বড় দৌরাত্ম হয়েছে বলে আম্‌রা বেশী টাকা আর এখানে রাখি না। কালও ৩।৪ হাজার টাকা ছিল হে; আজ সকালের গাড়ীতে সব টাকা কল্‌কেতায় পাঠিয়ে দিলাম। এই সব কুলী নিয়ে আমায় কল্‌কেতায় যেতে হবে। চল—তুমিও সঙ্গে চল। তোমার ত সে সহর দেখা হয় নাই—তোমার

অদৃষ্ট খুব ভাল দেখছি; তাই এসুযোগও হঠাৎ হয়ে গেল। তোমারত আর কোন খরচপত্র লাগ্‌বে না। পরের পয়সায় মজা করে সহর দেখে আস্‌বে।”

আমি শচীর কথায় সব ভুলিয়া গেলাম। কলিকাতা দেখিবার জন্যও আমার প্রাণ তখন ব্যাকুল হইয়া পড়িল। আমি আগ্রহের সহিত বলিলাম—,“কবে যাওয়া হবে?”

শচী। আজই—এখনই।

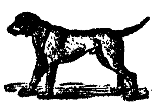
এক ঘণ্টা পরেই দেখিলাম—সমস্ত কুলী কলিকাতা রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। এ ডিপোতেও অনেক কুলী সংগৃহিত ছিল। এখন প্রায় শতাধিক কুলী যে যাহার গাঁটরী মাথায় করিয়া ষ্টেশনাভিমুখে চলিয়াছিল। আমি, সারদা, সুন্দরী, শান্তি, গোপী এবং দুঃখীও সেই সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। সর্ব্বাগ্রে আমার ভগিনীপতি উমেশ এবং ডিপোর জনৈক কর্ম্মচারী চলিয়াছিল, আর সর্ব্ব পশ্চাতে শচী এবং ডিপোর দুইজন দরোয়ান ছিল। ষ্টেশনের সন্নিকট এক মাঠের মধ্যে আমাদিগকে রাখা হইল। এত লোক ষ্টেশন গৃহে বসিতে স্থান হইবে কেন? তখনও গাড়ী আসিবার বিলম্ব ছিল। আমরা এখনও মহা আনন্দে সেই মাঠে বসিয়া গাঁজার কলিকা ফুঁকিতেছিলাম। দুই ঘণ্টা পরে ঘণ্টা বাজিল, দেখিতে দেখিতে গাড়ী আসিয়াও পৌঁছিল। উমেশ, শচী ও দুইজন হিন্দুস্থানী দরোয়ানে আমাদিগকে তাড়াতাড়ি গাড়ীতে তুলিয়া দিল। সে গাড়ীতে কুলী ভিন্ন অন্য যাত্রী ছিল না। আমি গাড়ীতে উঠিয়া উমেশচন্দ্রকে আর দেখিতে পাইলাম না। তখন শচীকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—“উমেশ কোথায়? তাকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না যে।”

শচী উত্তর করিল,—"সে পুরুলিয়ায় যাইবে—কল্‌কেতায় তার আস্‌বার দরকার কি?"

আমি তৎক্ষণাৎ বলিলাম,—"আমার টাকা।"

শচী এবার ঈষৎ হাসিয়া কহিল,—"টাকা তুমি আমার নিকট থেকেই পাবে। কেন, আমায় কি অবিশ্বাস হয় না কি?"

আমি এই কথার উত্তরে মুখে কিছু বলিতে পারিলাম না বটে; কিন্তু, আমার মনে এ সময় কেমন একটা খট্‌কা লাগিয়া গেল। কারণ তাহার সে হাসি আমার আদৌ ভাল লাগে নাই।





চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চক্ষুস্থিরে।

আমার আহ্লাদসাগরে এইবার বিষাদের তরঙ্গ উঠিয়াছে; কারণ, টাকা পাইবার পক্ষে আমার বড়ই সন্দেহ উপস্থিত। তখনও কিন্তু এক একবার মনে হইতেছিল, উমেশ আমার ভগিনীপতি, আর শচী আমার সেই ভগিনীপতির জ্যেষ্ঠ সহোদর; সুতরাং, বিশেষ আত্মীয়। ইহারা কি আমার সহিত কোনরূপ প্রবঞ্চনা করিতে পারিবে? পাঁচশত না দিয়া কিছু কম দিলেও দিতে পারে। না হয়—যাহা দিবে, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া দেশে চলিয়া যাইব। কিন্তু দেশে গিয়া মুখ দেখাইব কিরূপে? এ কথা কখনই গোপন থাকিবে না। সারদা আমার প্রাণের বন্ধু—সারদার পিতা যখন আমায় সারদার কথা জিজ্ঞাসা করিবে,

তখন আমি কি উত্তর দিব? আর সুন্দরীকেও আমি প্রাণের সহিত ভালবাসি,—তাহার ভ্রাতা তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিলেই বা আমি কি উত্তর দিব? আমি পাঁচশত টাকার প্রলোভনে পড়িয়া কি ভয়ঙ্কর দুষ্কর্ম্মই করিয়াছি। হয়ত সে টাকাও আমি পাইব না—কেবল কলঙ্কের ভাগী হইব মাত্র। আমি গাড়ীতে বসিয়া বিষণ্ণমনে এই সকল কথা মনে মনে চিন্তা করিতেছি —এমন সময় গাড়ী আসিয়া হুগলি ষ্টেশনে থামিল। একজন লোক "হু-গ-লী—হু-গ-লী" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। আমি জানিতাম—হুগলী কলিকাতার অতি নিকট; সুতরাং বড় আশায় বুক বাঁধিয়া বসিয়া রহিলাম। কিন্তু এখানে অধিকক্ষণ আমাদিগকে বসিয়া থাকিতে হইল না। শচী ও সেই দুইজন হিন্দুস্থানী দরোয়ান সকল কুলীকে গাড়ী হইতে নামাইতে আরম্ভ করিল। আমিও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে নামিলাম, মনে করিলাম—এইবার বুঝি আমরা কলিকাতায় গিয়া পৌঁছিব। অদূরে আর এক লাইনে অন্য এক গাড়ী প্রস্তুত রহিয়াছে দেখিলাম। মনে করিলাম, কলিকাতায় যাইতে হইলে বুঝি এইখানে গাড়ী বদল করিতে হয়।

সকল কুলীকে সেই গাড়ীতে তুলিয়া দেওয়া হইল। তাহার পর শচী পাল ও আমি এক গাড়ীতে উঠিলাম। দেখিলাম—সে গাড়ীতে সারদা, সুন্দরী প্রভৃতি আর কেহ নাই। আমাকে এইরূপে পৃথক্ করায়, আমার মনে বড়ই সন্দেহ হইল। এদিকে গাড়ী ছাড়িয়া দিল, আমরা পোলের উপর দিয়া গঙ্গার অপর পারে আসিলাম। অপর পারে আর এক ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী একটু থামিল, তাহার পর গাড়ী বরাবর উত্তর মুখে চলিল, তখন

আমার মনে আর কোন সন্দেহ রহিল না, আমি নিশ্চয় বুঝিলাম —আমরা কলিকাতায় না গিয়া অন্যস্থানে চলিয়াছি। আতঙ্কে আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। বুকের ভিতর ধড়াস্ ধড়াস্ শব্দ হইতে লাগিল। ভয়ে বিহ্বল হইয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া রহিলাম। তাহার পর আমি ধীরে ধীরে শচীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"হাঁ পাল মহাশয়, আম্‌রা কোথায় যাচ্ছি?"

শচী। কেন কল্‌কেতায় যাচ্ছি।

আমি। না—কখনই না। আমি এখন সব বুঝতে পেরেছি।

শচী। বুঝতে পেরে থাক, ভালই।

আমি। তবে আমার টাকা দেবে না?

শচী এইবার ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল—"টাকা ত সেই পুরুলিয়াতেই দেওয়া হয়েছে।"

আমি এবার একটু রাগান্বিত হইয়া কহিলাম—"মিথ্যা কথা—আমি এখনও এক পয়সাও পাই নাই।"

শচী। তুমি না পেয়ে থাক, যে পাবার সে পেয়েছে।

আমি। আমাকেই ত পাঁচ-শো টাকা দেবার কথা—তবে টাকা পেলে কে?

শচী। টাকা পেয়েছে—তোমার ভগিনীপতি উমেশ।

আমি। সে টাকা পেলে কেন?

শচী। সেই ত তোমাদের ছ'জন কুলীকে যোগাড় করে এনেছে—তবে সে টাকা পাবে না ত আবার পাবে কে?

আমি যেন একবারে স্বর্গ হইতে নরকে আছাড় খাইয়া পড়িলাম। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আমিও কি একজন কুলী না কি?"

শচী। কুলী নয় ত কি—তোমাকেও ত তোমার ভগিনী-পতি কুলী বলে রেখে গেছে।

তখন আমার একবারেই চক্ষুস্থির! কোথায় এককালীন প্যাঁচ শত টাকা লইয়া গৃহে যাইব—না, এখন কি না চা-বাগানের কুলী হইয়া আমি আসাম চলিয়াছি। কি ভয়ঙ্কর বিপদ! এখন কিরূপে এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইব—সেই চিন্তাতেই আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম। কি উপায় যে অবলম্বন করিব—প্রথমে কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। অনেকক্ষণের পর আমি শচীকে কহিলাম—"দেখ ভাই, তোম্‌রা আমার বিশেষ আত্মীয়, সেইজন্য তোমাদের কথায় বিশ্বাস করে, আমি এই কাজ করেছি। তা তোমাদের কি এখন বিশ্বাসঘাতকতা করা উচিত?"

শচী। আম্‌রা বিশ্বাসঘাতক নই—বিশ্বাসঘাতকের কাজ বরং তুমিই ক'রেছ।

আমি। কিসে?

শচী। সারদা তোমার বন্ধু, আর মেয়ে কুলীদের মধ্যেও তোমার ভালবাসার লোক আছে, তুমি তাদের সম্বন্ধে কি কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকের কাজ কর নাই?

আমার মুখে আর কথা নাই। এ কথার আর কি উত্তর দিব? তত্রাচ একটু চিন্তা করিয়া কহিলাম—"সেও তোমাদের কথায় বিশ্বাস করে করেছি—তোম্‌রা সে বিশ্বাস এখন রাখলে কোথায়? এই কি আত্মীয়ের কাজ?"

শচী। আমরা আত্মীয়ের কাজই করেছি। তুমি ঘরে বসে বদমাইসী করে খারাপ হয়ে যাচ্ছিলে, তোমাকে শোধরাবার জন্যই আসামে পাঠাচ্ছি—এ কি আত্মীয়তা নয়?

আমি। তবে মিথ্যে প্রলোভন দেখালে কেন?

শচী। তা না হলে তুমি যেতে রাজী হবে কেন?

আমি আর কি উত্তর দিব? কিছুক্ষণ নীরবে রহিলাম। তাহার পর কাঁদিতে কাঁদিতে শচীর পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া কহিলাম—"আমায় রক্ষা কর। আমি যেমন কর্ম্ম করেছি—তার উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে—এখন আমি টাকা চাই না—আমায় ছেড়ে দাও, আমি দেশে ফিরে যাই—সেখানে গিয়ে আর কোন বদমাইসী করবো না। আমায় এ যাত্রা ক্ষমা কর।"

শচী অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল,—"আচ্ছা, তোমায় ছেড়ে দেবো—কিন্তু সে এখন নয়, আগে ঐ পাঁচ জন কুলী রেজেষ্টারী হয়ে যাক্, তার পর ছেড়ে দেবো।"

আমি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম—"কবে—কোথায় রেজেষ্টারী হবে?"

শচী। কাল বৈকালে ধুবড়ীতে রেজেষ্টারী ও এগ্রিমেণ্ট হবে।

আমি। সেখান থেকে আমি বাড়ী ফিরে আসবো কি করে?

শচী। এই সব কুলীর রেজেষ্টারী আর এগ্রিমেণ্ট হয়ে গেলে, আমিও ফিরে আসবো—তুমি আমার সঙ্গেই ফিরে আসবে।

অগত্যা আমি সেই আশায় বুক বাঁধিয়া রহিলাম।





পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রেজেষ্টারী ও এগ্রিমেণ্টে।

এখন রাত্রি হইয়া গিয়াছে। সেই অন্ধকার রাত্রি ভেদ করিয়া আমাদিগের গাড়ী দ্রুতবেগে সশব্দে চলিয়াছে। রাত্রিতে আর আমার নিদ্রা হইল না। আমি সমস্ত রাত্রি বসিয়া বসিয়া নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলাম। অনুতাপানলে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল। প্রাতে পদ্মানদীর তীরে আসিয়া আমাদিগের গাড়ী পৌঁছিল। ষ্টীমারে করিয়া আমরা পদ্মা পার হইলাম। ষ্টীমারেও সারদা প্রভৃতির সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল না। তাহারা অন্যান্য কুলীর সহিত নীচে ছিল, আর শচী আমায় উপরে লইয়া গিয়া বসাইল। পদ্মার এই স্থানকে দামুকদিয়ার ঘাট কহে। অপর পারের নাম সারা। প্রায় দেড় ঘণ্টায় আমরা পদ্মানদী পার হইয়া সারা ঘাটে আসিয়া পৌঁছিলাম। এখানেও

আমাদের জন্য রেলের গাড়ী প্রস্তুত ছিল। সেই গাড়ীতে আমাদিগকে তুলিয়া দেওয়া হইল। গাড়ী পুনরায় দ্রুতবেগে চলিল। বলা বাহুল্য—সারদা প্রভৃতির সঙ্গে এ গাড়ীতেও আমার সাক্ষাৎ হইল না।

বেলা দুই প্রহরের সময় আমরা ধুবড়ীতে আসিয়া পৌঁছিলাম। এখানে আমাদের জন্য আহারাদি প্রস্তুত ছিল। সকলেই ক্ষুধায় অস্থির, সুতরাং সকলেই আগ্রহের সহিত আহারে বসিল। আমিও বসিলাম বটে, কিন্তু আজ আর আমার আহার হইল না।

বৈকালে একজন সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শুনিলাম—ইনিই কুলী রেজেষ্টারী করিবেন—আর ইহারই সম্মুখে এগ্রিমেণ্ট স্বাক্ষর করা হইবে। তখন একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সকল কুলীকে সারিবন্দী করিয়া দাঁড় করান হইল। শচী আসিয়া আমাকে সেই সারিতে দাঁড়াইতে বলিল। আমি কোন মতে রাজী হইলাম না। শচী তখন আমার উপর বড়ই বিরক্ত হইল, এবং আমাকে নানা প্রকার ভয় দেখাইতে লাগিল। কিন্তু আমি কিছুতেই রাজী হইলাম না। কারণ আমি জানিতাম, যে, একবার রেজেষ্টারী হইয়া গেলে, আর আমার মুক্তির উপায় থাকিবে না। তখন শচীর মুখে যাহা আসিল, অতি অকথ্য ভাষায় আমায় গালি দিতে লাগিল। আমি নীরবে সে গালি সহ্য করিলাম।

সমস্ত কুলী সারি সারি দাঁড় করান হইবার পর, সাহেবের সহিত হিন্দী ভাষায় কুলীদিগের নিম্নলিখিতরূপ প্রশ্নোত্তর হইতে লাগিল।

প্রশ্ন। তোমরা কোথায় যাইতেছ ?

উত্তর। আসামে—চা-বাগিচায়।

প্র। কি করিতে যাইতেছ ?

উ। কোঁড় মারিতে।

প্র। মেয়ে কুলীতে কি করিবে ?

উ। চার পাতা তুলিবে।

প্র। নিজের ইচ্ছায় যাইতেছ কি না ?

উ। হাঁ—নিজের ইচ্ছায় যাইতেছি।

প্র। কেন যাইতেছ ?

উ। দেশে অন্ন হয় না—দেশে কাজ পাই না—সেই জন্য আসাম যাইতেছি।

একশত একুশ জন কুলীকে এইরূপ দাঁড় করান হইয়াছিল, তাহার মধ্যে সম্মুখের ১০।১৫ জন কুলী মাত্র এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিল। অবশিষ্ট কুলী সাহেব দেখিয়াই ভয়ে কাঁপিতেছিল, সুতরাং তাহারা আর উত্তর দিবে কি? আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, যে রেজেষ্টারী করিতে গিয়া কুলী-কণ্ট্রাক্টারের কৌশলে সাহেবও প্রতারিত হইলেন। তাহার পর এগ্রিমেণ্টে স্বাক্ষর করা হইয়া গেল। সাহেবও সদল বলে চলিয়া গেলেন। সব ফুরাইল—কুলী-জীবনের সকল সুখ —সকল আশা ফুরাইল।

এইবার চাপরাসী ও আড়কাটীগণ নিজ মূর্ত্তি ধরিল। তাহাদের প্রত্যেকের হস্তেই এক একগাছি লম্বা লম্বা বেত। সেই বেতের দ্বারা পশুবৎ প্রহারিত হইতে হইতে কুলীগণ নদীতীরস্থিত ষ্টীমারে উঠিতে লাগিল। আমি রেজেষ্টারী হই

নাই, কিন্তু এই সময় আমাকেও রীতিমত টানাটানি আরম্ভ হইল। আমি শচী পালকে খুঁজিতে লাগিলাম, কিন্তু শচী পালের আর সাক্ষাৎ পাইলাম না।

আমাকে ধরিতে আসায় একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল। এমন সময় দেখি—সারদা, সুন্দরী প্রভৃতি আসিয়া একবারে আমায় জড়াইয়া ধরিল। আমাকে ছাড়িয়া তাহারা কিছুতেই ষ্টীমারে উঠিতে স্বীকৃত হইল না। তখন আমি বড়ই বিপদে পড়িলাম। এদিকে সঙ্গে এক কপর্দ্দকও নাই—রাস্তা ঘাট কিছুই জানি না। দেশ হইতে কতদূরে যে আসিয়া পড়িয়াছি—তাহাও জ্ঞাত নহি। আর ইহাদের তাৎকালিক ক্রন্দনে আমার প্রাণও বড়ই ব্যথিত হইল। আমিই ত সকলের এই সর্ব্বনাশের মূল। এখন মনে মনে একটা ধিক্কারও জন্মিল। যাহা থাকে অদৃষ্টে মনে মনে এই স্থির করিয়া আমি তাহাদের সঙ্গে ষ্টীমারে উঠিলাম। হুস্ হুস্ শব্দে জাহাজ ছাড়িয়া দিল, এই সময় আমাদের প্রাণের মধ্যেও কেমন একটা হু হু শব্দ হইতে লাগিল। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে ফাঁসিকাষ্ঠে লইয়া যাইবার সময় তাহার মনের অবস্থা যেরূপ হয়, আমাদেরও মনের অবস্থা তখন সেইরূপ। হায়! ইহারই মধ্যে সে আনন্দ—সে উৎসাহ কোথায় গেল?



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

চা-বাগানে।

ষ্টীমার ডিব্রুগড় অভিমুখে ছুটিল; পথে ষ্টীমারের ডাক্তার বাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় হইল। ডাক্তার বাবু অতি ভদ্র লোক; তিনি আমার মুখে সমস্ত ঘটনার কথা শুনিয়া কহিলেন—"তুমি যখন রেজেষ্টারী হও নাই এবং কোন এগ্রিমেণ্টও দাও নাই, তখন তোমায় আটক করে রাখ্‌বার কাহার সাধ্য নাই। ডিব্রুগড়ে ষ্টীমার পৌঁছিলে, আমি তোমায় খালাস দিতে পারিব।"

আমি তাঁহার কথায় স্বর্গ হাতে পাইলাম। কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চরণ ধরিয়া বলিলাম,—"মহাশয়, কেবল আমার খালাস দিলে হবে না, অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গী পাঁচজনকেও খালাস দিতে হবে।"

তিনি আমার ক্রন্দনে বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া কহিলেন—"তারা যখন রেজেষ্টারী হয়ে এগ্রিমেণ্ট দিয়েছে, তখন তাদের খালাস দেবার ক্ষমতা কারো নাই।"

আমি। এদের মুক্তির আর কোন কি উপায় নাই—ডাক্তার বাবু?

ডাক্তার। এক যম ইচ্ছা করলে এদের মুক্তির উপায় করতে পারেন। সেই যম ব্যতীত এখন আর কেউ মুক্তি করতে পারে না।

তখন আমার সঙ্গীদিগের দুঃখে আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কুক্ষণে উমেশের নিকট আমি চাকুরীর প্রার্থনা করিয়াছিলাম—কুক্ষণে তাহার প্রলোভনে আমি ভুলিয়া গেলাম। আমিই ত তাহাদের এই সর্ব্বনাশ করিয়াছি। আমার কথায় বিশ্বাস করিয়াই ত তাহারা এই ঘোর বিপদে পড়িয়াছে। ডাক্তার বাবুর সহিত আমার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, সারদা তাহা গোপনে শুনিয়াছিল, সারদা সেই কথা সুন্দরী, গোপী প্রভৃতির নিকট প্রকাশ করিয়া দেয়। পাছে আমি তাহাদিগকে ফেলিয়া দেশে চলিয়া যাই, এই ভয়ে তাহারা সকলে একত্রে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া আমায় নানাপ্রকার অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল। আমি তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলাম—"আমার জন্যই যখন তোম্‌রা এ বিপদে পড়েছ, তখন তোমাদের ফেলে আমি কখনই যাব না।"

আমার কথায় তাহারা আশ্বস্ত হইল। এদিকে আমাদের ষ্টীমারও নিয়মিত সময়ে ডিব্রুগড়ে আসিয়া পৌঁছিল। প্রতিজ্ঞানুযায়ী ডাক্তার বাবু আমাকে মুক্তি দিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু

এখন আর আমি তাঁহার সে প্রস্তাবে সম্মত হইলাম না। ডিব্রুগড়ে পুনরায় রেল গাড়ীতে চড়িতে হইল। তখন হিল্‌কা পর্য্যন্ত রেল হয় নাই, আমরা রেলগাড়ী করিয়া বড় হাবজান ষ্টীমারে আসিয়া পৌছিলাম। সেখান হইতে পদব্রজে হুকাল-গুঁড়ীর চা-বাগিচায় যাই। আমরা যখন বাগিচায় পৌঁছিলাম, তখন বেলা প্রায় তিনটা। প্রথমেই আমাদের ফটোগ্রাফ লওয়া হইল। কিন্তু আমরা সংখ্যায় ১২১ জন ছিলাম; সুতরাং সে দিন সকলের ফটোগ্রাফ লওয়া হইল না। পর দিন সে কার্য্য সম্পন্ন হইল।

বাগিচার মধ্যস্থলে কুলী থাকিবার ঘর। প্রত্যেক ঘর লম্বায় ২২॥ সাড়ে বাইশ ফুট, আর প্রস্থে প্রায় ১২ বারো ফুট। প্রত্যেক ঘরে চারিটি করিয়া কামরায় বিভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক কামরায় দুই জন করিয়া কুলী থাকে। তাহাদের মধ্যে প্রায়ই একজন স্ত্রীলোক ও আর অপর জন পুরুষ। কামরার মধ্যে বাঁশের মাচায় শয়ন করিতে হয়, কারণ তাহার মেজে বড় ভিজে। তাহার উপর আবার ভয়ঙ্কর জোঁকের ভয়। এই সকল ঘর সারিবন্দী হইয়া চলিয়াছিল। শুনিলাম, এই বাগিচায় না কি ১২০০ শত কুলী কাজ করিয়া থাকে।

প্রথম সাত দিন আমাদিগকে কোন কাজকর্ম্ম করিতে দিল না। কেবল দিনান্তে একবার করিয়া হাঁসপাতালে গিয়া হাজিরা দিয়া আসিতে হইত। বাগিচার কর্ম্মচারিগণ আমাদিগকে এই কয়েক দিন বিশেষ যত্নও করিতে লাগিলেন। তবে সেখানে যেরূপ আহারের বন্দোবস্ত দেখিলাম, সেরূপ আহারে আমরা অভ্যস্ত না থাকায়, আমাদের কিছু কষ্ট

হইতে লাগিল। সে আহারের বন্দোবস্ত এইরূপ হইল। আমরা প্রত্যেকেই এক একটি হাঁড়ি পাইলাম। জ্বালানি কাষ্ঠ জঙ্গল হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইত। সে জঙ্গলের অভাব ছিল না, আমাদের বাগিচার চারিদিকেই জঙ্গল। এখানে সপ্তাহে সপ্তাহে প্রত্যেক কুলীকে আহারীয় দ্রব্যাদি প্রদান করা হইয়া থাকে। প্রত্যেককে এক সপ্তাহের জন্য /৩৷৹ সাড়ে তিন সের চাউল, /৸৹ তিন পোয়া দাউল, /।৹ এক পোয়া লবণ, /৵৹ অর্দ্ধ পোয়া তৈল, মসলাদি /৹ এক ছটাক দেওয়া হইয়া থাকে। চাহিলে একটু তেঁতুলও পাওয়া যায়। এই সকল দ্রব্যের একটা বাঁধাবাঁধি দরও আছে। এগ্রিমেণ্টের লেখাপড়ায় সকল দ্রব্যাদির দরের বিষয়ও উল্লেখ থাকে। চাউলের দর ৩৲ তিন টাকা মণ, অন্যান্য দ্রব্যের দরও এই রূপ একবারে বাঁধা। কিন্তু সকল দ্রব্যের দরের বিষয় এখন আর আমার স্মরণ নাই। সে চাউল ভয়ঙ্কর মোটা, সহজে হজম হয় না। সেই কারণ উদরের পীড়া হয়। কিন্তু এদিকে এক চাউলেই প্রত্যেক কুলীর মাসে প্রায় ২৷৹ আড়াই টাকা খরচ লাগে, ইহা ব্যতীত অন্যান্য খরচও আছে। এখানে প্রত্যেক পুরুষ কুলীর মাসিক বেতন ৫৲ পাঁচ টাকা, আর মেয়ে কুলীর বেতন ৪৲ চারি টাকা। বেতনের টাকায় কোন প্রকারে এক রকম খোরাকী চলিতে পারে।

এইরূপে পাঁচ দিন আমরা একত্রে সুখেদুঃখে কাটাইলাম। ষষ্ঠ দিনের ঘটনা বলি শুনুন। একজন সর্দ্দার সন্ধ্যার সময় সুন্দরী ও গোপীকে বড় সাহেবের বাঙ্গলায় লইয়া যাইতে আসিল। তাহারা আমাদিগকে ছাড়িয়া কোন মতেই

যাইতে সম্মত হইল না। তখন সেই সর্দ্দার ও অন্যান্য পুরাতন কুলীরা নানা প্রকার ভয় দেখাইতে লাগিল। শেষে কাজেই তাহারা বাধ্য হইয়া সেই সর্দ্দারের সঙ্গে গেল। অনুসন্ধানে জানিলাম—তাহারা সাহেবের নজরে পড়িয়াছে। বলা বাহুল্য—আমাদের সঙ্গের চারি জন মেয়ে কুলীর মধ্যে সুন্দরী ও গোপী অল্পবয়স্কা এবং দেখিতেও মন্দ ছিল না। এই ঘটনায় সারদার ও আমার বড়ই ক্রোধ হইল, কিন্তু কি করিব—প্রতীকারের কোন উপায় ছিল না। সেই দিন হইতে সুন্দরী ও গোপীর সহিত আমাদের আর বড় সাক্ষাৎ হইত না। তাহারা সাহেবের বাঙ্গলার সন্নিকটে অপেক্ষাকৃত ভাল গৃহে বাস করিতে লাগিল। দুঃখী ও শান্তির অনেক বয়স হইয়াছিল, এবং তাহারা দেখিতেও ভাল ছিল না, সেই জন্য তাহারা আমাদের উভয়ের কামরায় এক একজন রহিল। দেশ হইতে আমরা ছয়জন একত্রে আসিয়াছিলাম, এখন চারি জন হইলাম।

সারদা অনেক কাঁদিল, আমি তাহাকে নানারূপ উপদেশ দিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলাম। সুন্দরী ও গোপী এই ঘটনায় দুঃখিত কি আহ্লাদিত হইয়াছিল, তাহা আমাদের জানিবার কোন উপায় ছিল না। কারণ, তাহার পর তাহাদের সঙ্গে আর কোন কথাবার্ত্তা কহিবার আমাদের সুযোগ ঘটে নাই। তবে অন্যান্য কুলীর অপেক্ষা তাহাদের অবস্থা যে বিশেষ উন্নত হইল, এ কথা আমরা অনুমানেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কার্য্যে।

এইরূপে আমাদের প্রথম সাত দিন কাটিয়া গেল। অষ্টম দিন হইতে আমাদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইল। বাগানের অন্যান্য কুলীর সহিত সেই দিন প্রত্যূষে পাঁচটার সময় আমরা শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলাম। অন্যান্য কুলীর সহিত সেই দিন আমাদেরও হাজিরা হইয়া গেল। বেলা সাতটার সময় আমরা কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম। আমাদিগের প্রত্যেককে এক একখানি কোদালী ও দাউলী (ছুরি বিশেষ) দেওয়া হইল। কোদালীতে মাটী কোপাইতে, আর দাউলীতে চা-গাছের পাতা ছাঁটিতে হয়। প্রত্যেক পুরুষ কুলীকে প্রতিদিন ৩০ নল লম্বা, আর ২ নল প্রস্থ ভূমি কোপাইতে হয়। আট হাতে এক নল হয়; সুতরাং ২৪০ হাত লম্বা, আর ১৬ হাত

প্রস্থ ভূমি কোপাইলে তবে এক রোজ পূরা সই হইয়া থাকে। কার্য্যের কমবেশীতে রোজেরও তারতম্য হইয়া থাকে। সমস্ত দিন প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াও উপরোক্ত পরিমাণ ভূমি কোপাইতে না পারিলে অর্দ্ধ রোজ বা সিকি রোজ মাত্র হাজিরা বহিতে উঠিবে। ২০ নল লম্বা, আর ২ নল প্রস্থ ভূমি কোপাইলে স্ত্রীলোকগণের কিন্তু রোজ-সই হইয়া যায়। প্রাতঃকাল সাতটা হইতে বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত আমরা এইরূপ গুরুতর পরিশ্রমের কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম। বারটা বাজিয়া গেলে পর, আমাদের ছুটি হইল। এই সময় একটী ঘণ্টার শব্দ হয়। ঘণ্টার শব্দ না হইলে কেহই কার্য্য পরিত্যাগ করিতে পারে না। বারটা হইতে বেলা দুইটা পর্য্যন্ত অবকাশ দেওয়া হইয়া থাকে। এই অবকাশের মধ্যে স্নানাহার শেষ করিতে হয়। বৈকালে দুইটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত পুনরায় আমরা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলাম।

আমি কায়স্থের সন্তান, কখনও কোদালী ধরি নাই এবং এরূপ মাটী-কোপান কার্য্যেতে অভ্যস্তও নই, সুতরাং প্রথম দিন আমার সিকি রোজও সই হইল না। সর্দ্দার আমার উপর বড়ই অসন্তুষ্ট হইল। অকথ্যভাষায় আমায় নানারূপ ভর্ৎসনাও করিল। আমি নীরবে সে সকল সহ্য করিলাম। সারদাও ময়রার ছেলে—কখন মাটী কোপায় নাই। তাহারও আমার মতন দশা হইল। এইরূপ সেদিন যাহাদের রোজ-সই হয় নাই, সর্দ্দার তাহাদিগকে বড় সাহেবের নিকট আনিয়া হাজির করিল। সাহেব বিচার করিয়া এই সকল অপরাধীর মধ্যে ৭।৮ জনের বেত্রাঘাতের আদেশ করিলেন। সে বেত্রাঘাত

আমাদের সম্মুখেই হইল। সে বেত্রাঘাত সামান্য আঘাত নহে, কাহার কাহার গাত্রের চর্ম্ম ফাটিয়া গিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল। সে দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিয়া আমার প্রাণ ত উড়িয়া গেল। আমি বলিদানের ছাগ-শিশুর ন্যায় ভয়ে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিলাম। এইবার আমাদের পালা। সাহেব আমার দিকে রোষকষায়িত-নেত্রে চাহিয়া কহিলেন,—"তুমি কিছুই কাজ কর নাই কেন?"

সাহেবের সেই কর্কশ স্বর শুনিয়াই ত ভয়ে আমার প্লীহা চম্‌কাইয়া গেল। তত্রাচ সাহসে ভর করিয়া আমি যোড়হস্তে বিনীতভাবে কহিলাম,—"হুজুর, আজ প্রথম দিন এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছি, কখন কোদাল ধরি নাই, ২।৪ রোজ কাজ করে অভ্যাস হয়ে গেলে, নিশ্চয়ই পূরা কাজ দিতে পার্‌বো।"

সাহেব। তুমি কি জাত আছ?

আমি। আজ্ঞে, আমি জাতিতে কায়স্থ।

সাহেব। তোদের কত বামুন এখানে কুলীর কাজ কর্‌ছে। তোম্ শালা, বড় বদমায়েস্।

আমি। হুজুর, প্রথম সপ্তাহে আমায় ক্ষমা কর্‌তে হবে, এক সপ্তাহ পরে আমি পূরা কাজ দিতে পার্‌বো। দোহাই হুজুর—এক সপ্তাহের জন্য আমায় ক্ষমা করুন।

কি জানি কেন—আমার কথাবার্ত্তায় সাহেবেরও কেমন দয়া হইল। তিনি তখন সর্দ্দারকে ডাকিয়া কহিলেন—"এক সপ্তাহ এ কুলীকে আর কিছু বলিবে না, সপ্তাহ পরে যদি পূরা কাজ না দেয়, তবে আমার কাছে লইয়া আসিবে, তখন শালাকে বেতের চোটে সোজা করে দেবো।"

৫

সারদা আমার মতন সাহেবকে গুছাইয়া বলিতে পারিল না, সুতরাং সে আর বেত্রাঘাতের হস্ত হইতে রক্ষা পাইল না। দুই চারি ঘা বেত্রাঘাতেই চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

প্রথম দিন এইরূপে কাটিয়া গেল। রাত্রিতে আর আমার নিদ্রা হইল না। একে এরূপ বাঁশের মাচার উপর শয়ন করা আমার কখনই অভ্যাস ছিল না, তাহার উপর নানা চিন্তায় আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম। আমি ত কখনই এত মাটী কোপাইতে পারিব না, এক সপ্তাহ পরে কি উপায় অবলম্বন করিব—এখন এই চিন্তাই আমার প্রধান চিন্তা হইয়া দাঁড়াইল। যাহা হউক, অনেক কষ্টে সে রাত্রিও প্রভাত হইয়া গেল। প্রাতে পুনরায় পূর্ব্বদিনের ন্যায় হাজিরা, হাজিরার পর সেই কোদালী লইয়া মাটী-কোপান। এইরূপে ২।৩ দিন কাটিয়া গেল, আমি ত কোন উপায়ই স্থির করিতে পারিলাম না। তখন সর্দ্দারের সহিত একটু একটু করিয়া প্রণয় করিতে আরম্ভ করিলাম এবং শেষে ছোট ডাক্তার বাবু ও একজন সর্দ্দারের অনুগ্রহে আমার উপায় হইল। সে বিবরণ পরে প্রকাশ করিব।

আসল কথা—পয়সা হইলেই সকল ব্যবস্থা হয়; কিন্তু এখানে আমি পয়সা কোথায় পাইব? আমি ত কপর্দ্দকশূন্য। অনেক চিন্তার পর শেষে পয়সা উপার্জ্জনের এক ফন্দী বাহির হইল—তাহার সবিশেষ বিবরণও পরে বলিব। মূল কথা—আমি ভালরূপ লেখাপড়া জানি, এই কথা কুলী-মহলে প্রচার হইয়া গিয়াছিল। কুলীদিগের মধ্যে অনেকেই কিছু

কিছু লেখাপড়া শিখিতে ইচ্ছুক, এ কথাও আমি অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম। তখন সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া আমি রাত্রে এক পাঠশালা খুলিয়া বসিলাম। এই পাঠশালায় আমার কিছু কিছু উপার্জ্জন হইতে লাগিল। সেই উপার্জ্জিত অর্থ আমি সর্দ্দারের হস্তে দিয়া বেত্রাঘাতের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইতে লাগিলাম। আর আমার কুলী ছাত্রদিগের মধ্যেও গুরুভক্তির অভাব ছিল না। তাহারা আপনাপন কার্য্য শেষ করিয়া অনেক সময় আমায় সাহায্য করিত। আর বিশেষতঃ পয়সায় কি না হয়, আমার নিকট কিছু কিছু পাইয়া সর্দ্দার আমায় আর মাটী কোপাইতে দিল না। তখন আমার কলম দেওয়া কার্য্য হইল। এ কাজ অপেক্ষাকৃত অল্প পরিশ্রমে শেষ করা যায়।

আর এক কাজ আছে—পাতা তোলা। পুরুষ কুলীকে সমস্ত দিবসে বার সের, আর মেয়ে কুলীকে আট সের করিয়া পাতা তুলিতে হয়। মাটী কাটা অপেক্ষা এ কাজও অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু সকল সময় আর এ কাজ পাওয়া যায় না, চা-বাগানে অন্য এক কাজের নাম—হাবিহোলা বা ঘাসতোলা। কিন্তু এ সকল কার্য্য অপেক্ষা মাটী কাটাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর পরিশ্রমের কার্য্য। আর অন্যান্য কার্য্য সময়সাপেক্ষ্য। কেবল এই মাটীকাটা কার্য্যই সকল সময় পাওয়া যায়।



অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কর্ম্মচারী পরিচয়ে।

এইবার আমি এই বাগানের কর্ম্মচারিদিগের কিছু কিছু পরিচয় দিব। বড় সাহেবের নাম গুডম্যান, ইনিই বাগিচার সর্ব্বময় কর্ত্তা। অন্যান্য সমস্ত কর্ম্মচারীই ইহাঁরই অধীন। এ অঞ্চলের পুলিস ও বড় বড় গভর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারী সকলই ইহাঁর হস্তগত। সুতরাং ইনি বাগিচার হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নবাবী আমলের নবাবদিগের প্রভুত্বের কথা শুনিয়াছি, কিন্তু আমার বিবেচনায় ইহাঁর প্রভুত্ব তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। অথচ ইনি এই বাগিচার মালিক নহেন—একজন বেতনভোগী কর্ম্মচারী মাত্র। দয়া, ধর্ম্ম, মনুষ্যত্ব কাহাকে বলে—তাহা ইহাঁর কোষ্ঠীতে কখন লেখে নাই,

আর কুলীদিগকে ত ইনি পশু অপেক্ষায়ও হীন মনে করিয়া থাকেন। গুডম্যান সাহেবের বয়ঃক্রম প্রায় ৩৫ বৎসর হইবে। সুতরাং ইনি যুবা পুরুষ, এবং দেখিতেও সুন্দর বটে। শ্বেতাঙ্গ হইলেই যে সুন্দর হইয়া থাকে, এ সে সুন্দর নহে। তবে বড় সাহেব আজও বিবাহ করেন নাই, কারণ বিবাহ করিবার তাঁহার কোন আবশ্যকও ছিল না। বিধাতার কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি! এরূপ বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের ভিতর যে এরূপ ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা লুক্কায়িত থাকিতে পারে, তাহা আমি কখন স্বপ্নেও কল্পনা করি নাই।

ছোট সাহেবের নাম উইলসন্। ইনি নামে মাত্র ছোট সাহেব, কিন্তু কার্য্যে বড় সাহেবের পিতামহ বলিলেও বলা যাইতে পারে। উইলসন্ সাহেবের বয়ঃক্রম প্রায় পঁচিশ বৎসর হইবে। কিন্তু আজও কোন গোঁপদাড়ির রেখা তাঁহার মুখমণ্ডলে শোভা পায় নাই। আমি বড় সাহেবকে সুন্দর বলিয়াছি, কিন্তু ছোট সাহেবকে সে বিশেষণে অলঙ্কৃত করিতে পারিলাম না। ছোট সাহেব শ্বেতাঙ্গ হইলেও সুন্দর নহেন, তাঁহার মুখ দেখিলেই কেমন ভয়ের উদ্রেক হয়। আর তাঁহার বর্ণও ঠিক শ্বেত নহে, বরং রক্তাভ বলিলেও বলা যাইতে পারে। ছোট সাহেবও অবিবাহিত, কারণ অধিকাংশস্থলে চা-বাগিচার সাহেব হইলে আর বিবাহ করার আবশ্যক থাকে না।

দুইজন সাহেবের পরেই ডাক্তার বাবুদ্বয় উল্লেখযোগ্য। বড় ডাক্তার বাবু ঢাকা জেলার লোক। ইনি বয়সে প্রবীণ; প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল চা-বাগানের ডাক্তারীকার্য্যে নিযুক্ত।

দেশীয়দিগের মধ্যে ইঁহার ক্ষমতা সর্ব্বপ্রধান। বড় ডাক্তার বাবুর নাম নটবর, এবং কার্য্যেও তিনি নটবরই বটেন। কায়স্থকুলে এমন কুলাঙ্গার যে জন্মগ্রহণ করিতে পারে, তাহা আমি মনেও কখন ধারণা করিতে পারি নাই। ইনি জাতিতে দেশীয় হইলেও, কার্য্যে কিন্তু চা-বাগানের সাহেবের উপর টেক্কা মারিতে পারেন। সেই জন্যই ইনি বড় সাহেব ও ছোট সাহেবের বড়ই প্রিয়পাত্র।

ছোট ডাক্তার বাবুর নাম অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইনি যেন দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ। এমন ধার্ম্মিক, এমন দয়ালু, এমন সচ্চরিত্র লোক চা-বাগিচার কথা দূরে থাকুক, পৃথিবীতে আর কোথাও দেখিয়াছি কি না, স্মরণ হয় না। নরকে দেবাধিষ্ঠান কল্পনা করা যায় না, সুতরাং তাঁহার প্রকৃত চরিত্র আমি আপনাদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইতে সক্ষম হইব না। ইনি আমার যে কি উপকার করিয়াছেন, আমি এ জীবনে তাহা কখনই বিস্মৃত হইতে পারিব না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পূরা কাজ দিবার জন্য আমি বড় সাহেবের নিকট এক সপ্তাহ মাত্র সময় লইয়াছিলাম। দেখিতে দেখিতে সে এক সপ্তাহ যখন অতীত হইয়া গেল, তখনও আমি পূরা কাজ দিতে সক্ষম হইলাম না। তখন বেত্রাঘাতের ভয়ে আমার প্রাণ একবারে উড়িয়া গেল। মনে মনে চিন্তা করিয়া শেষে এক মতলব স্থির করিলাম। আমি পীড়ার ভাণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে শুইয়া পড়িলাম। যেন আমার ভয়ঙ্কর কম্পজ্বর হইয়াছে—বাহ্যিক আকারে এই ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলাম। সুতরাং পূরা কাজ না হওয়ার দরুণ

সেদিন আমায় সাহেবের কাছে আর লইয়া যাওয়া হইল না। আমি হাঁসপাতালে প্রেরিত হইলাম। আমার সৌভাগ্যক্রমে তখন এই ছোট ডাক্তার বাবু হাঁসপাতালে ছিলেন। তিনি আসিয়াই প্রথমে আমার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। আমার মনে তখন বড়ই ভয় হইল। আমি সুস্থ শরীরে পীড়ার ভাণ করিয়া যে বড়ই অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, তখন আমার সে কথা মনে হইল। এদিকে ধরা পড়িলে—যে বেত্রাঘাতের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমি এই ভাণ করিয়াছি, সেই বেত্রাঘাতের মাত্রা যে দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইবে—সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। ভয়ে আমার প্রাণ একবারেই উড়িয়া গেল। এই সময় ডাক্তার বাবু আমার নাড়ী পরীক্ষা শেষ করিয়া চুপি চুপি কহিলেন,—"তোমার ত কোন জ্বর দেখি না।"

আমি তাঁহার এ কথার আর কি উত্তর দিব? কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চরণে লুটিয়া পড়িলাম এবং আমার অবস্থার বিষয় কোন কথা গোপন না করিয়া সমস্তই প্রকাশ করিয়া বলিলাম। ডাক্তার বাবু আমায় সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন,—"তুমি এরূপ ভাবে আমার সহিত কথা কহিও না। খুব সাবধানে কথা কহিবে। কেহ জান্‌তে পার্‌লে তোমার বড় বিপদ হবে। আমার দ্বারা তোমার কোন অনিষ্ট হবে না। কিন্তু খুব সাবধান!"

আমি যেন স্বর্গ হাতে পাইলাম। ডাক্তার বাবুর কথায় আমার যেন মৃতদেহে জীবন সঞ্চার হইল। মনে মনে তাঁহাকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিয়া কহিলাম,—"আপনি অনুগ্রহ করে,

কিছুদিন আমায় হাঁসপাতালে রেখে দিন, এ ভিন্ন আমার জীবনরক্ষার আর কোন উপায় দেখি না।"

ডাক্তার বাবু কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন,—"আমি না হয়, ৩।৪ দিন তোমায় কোন রকমে হাঁসপাতালে রেখে দিলাম। কিন্তু তোমার যখন কোন অসুখ নাই, তখন অধিক-দিন ত আর রাখ্‌তে পার্‌বো না। তার পর তোমার উপায় কি হবে ?"

আমি এ কথার আর কি উত্তর দিব ? নীরবে শুইয়া পড়িয়া রহিলাম। ডাক্তার বাবু কহিলেন,—"আর এখানে থাকাও বড় কষ্টকর। ঔষধের মধ্যে এক কুইনাইন, আর পথ্যের মধ্যে কেবল সাগুর ব্যবস্থা আছে। তুমি সুস্থ শরীরে কেবল সাগু খাইয়া কয় দিন বাঁচিবে ?"

আমি। আপনি আমার একটা উপায় করুন, না হয়, হাঁস-পাতালে বিষ থাকে দিন, আমি বিষ খেয়ে মর্‌বো।

ডাক্তার। পয়সা খরচ কর্‌লে এর উপায় হয়। কিন্তু তুমি সে পয়সা পাবে কোথায় ?

আমি। পয়সা খরচ কর্‌লে কি রকম উপায় হয় ?

ডাক্তার। সর্দ্দারকে ঘুস দিলে, সর্দ্দার আধা কাজে পুরা কাজ রিপোর্ট কর্‌তে পারে। আবার এমন কুলী আছে যে পয়সা পেলে, তাদের রোজ-সই কাজ করে, তোমার কাজও করে দিতে পারে।

আমি। সে পয়সা পাবো কোথা ? তবে আমি কায়স্থের ছেলে, বাঙ্গালা লেখা পড়া এক রকম মন্দ জানি না। ছাত্র-বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। জমিদারী সেরেস্তার কাজও

অল্প অল্প জানি। এখানে কোন লেখা-পড়া জানা কাজে আমায় নিযুক্ত করে দিতে পারেন না কি ?

ডাক্তার। সে ক্ষমতা আমার নাই। তবে সর্দ্দারকে বলে কয়ে মাটী কাটা কাজ থেকে, কলম দেওয়া কাজে তোমায় নিযুক্ত করে দিতে পারি। তাতে পরিশ্রম অপেক্ষাকৃত অনেক কম হবে।

আমি নিরাশ সমুদ্রে এতক্ষণ হাবুডুবু খাইতেছিলাম। এই বার আমার হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। আমি সেই অনুগ্রহের জন্য তাঁহার নিকট কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা করিলাম। ডাক্তার বাবু সাধ্যমতে চেষ্টা পাইবেন স্বীকৃত হইয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

আমি তাঁহারই অনুগ্রহে ৩।৪ দিন হাঁসপাতালে রহিলাম। তিনি নিজের আহার হইতে গোপনে আমার আহারেরও বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। বিদায়ের দিন তিনি একজন সর্দ্দারকে ডাকিয়া আনিয়া কহিলেন,—"এই কুলী এখনও বড় দুর্ব্বল, একে এখন কিছুদিন মাটী কাটিতে দিও না, কলম দেওয়া কাজ দিও।"

সর্দ্দার ডাক্তার বাবুর প্রস্তাবে সম্মত হইল। আমি মনে মনে ডাক্তার বাবুকে ধন্যবাদ দিয়া হাঁসপাতাল হইতে চলিয়া আসিতেছি, এমন সময় দেখি—ডাক্তার বাবু পুনরায় আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। আসিয়াই তিনি আমার হস্তে দুইটী টাকা দিয়া কহিলেন,—"কলম দেওয়া কাজও প্রথম প্রথম তোমার পক্ষে সুবিধাজনক হবে না। কারণ সেও ২০ নল লম্বা, আর ২ নল চওড়া জমী কলম দিতে হবে। এই দুইটি

টাকা রেখে দাও, এর দ্বারা তোমার বিশেষ উপকার হবে। সে কথা ত পূর্ব্বেই তোমায় বলে দিয়েছি।”

আমিত একবারে অবাক্! ডাক্তার বাবু মানুষ না দেবতা? নিশ্চয়ই কোন শাপভ্রষ্ট দেবতাই হইবেন। এই চা-বাগিচার অসংখ্য কুলীর মধ্যে আমি একজন সামান্য কুলী মাত্র, তিনি দেবতা না হইলে আমার প্রতি তাঁহার এত দয়া কেন হইবে? ডাক্তার বাবুর নিবাস নাকি কলিকাতায়। কলিকাতার মানুষ কি সকলই এইরূপ?

এইবার আমি এই বাগিচার কেরাণী বাবুর কিছু পরিচয় দিব। কেরাণী বাবুর নাম নাগেশ্বর দাস। জাতিতে পরা-মাণিক। পরামাণিক হইলেই স্বভাবত কিছু ধূর্ত্ত হইয়া থাকে, এই পরামাণিকের-পোর ধূর্ত্ততা কিন্তু সমগ্র পরামাণিক কুলকেও সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়াছিল। প্রভুর মন যোগাইয়া কিরূপে প্রভুকে সন্তুষ্ট করিতে হয়, সে সম্বন্ধে নাগেশ্বরের ন্যায় দ্বিতীয় ব্যক্তি এ জগতে দুর্লভ। আর অর্থ উপার্জ্জনেও নাগেশ্বর একজন অদ্বিতীয়। দয়া, ধর্ম্ম, মনুষ্যত্ত প্রভৃতি সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়া অর্থ উপার্জ্জন করাই এই কেরাণীকুলোজ্জলকারীর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। শুনিলাম—এদিকে সেই অর্থ ভোগ করিবার জন্য কেহ তাঁহার বংশে নাই—নাগেশ্বর বাবু নিঃসন্তান। তবে শুনিয়াছি, তাঁহার সম্বন্ধীপুত্রকে তিনি নাকি দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

এই কেরাণী বাবুর নিম্নেই সর্দ্দার-কুলীগণ। তাহারা সংখ্যায় অনেকগুলি, সুতরাং তাহাদের আর কি পরিচয় দিব? তবে তাহারা এক এক জন এক একটী যমদূত তুল্য।



নবম পরিচ্ছেদ।

উপার্জ্জনে।

ছোট ডাক্তার বাবুর সেই দুইটি টাকার কি মোহিনীশক্তি বলিতে পারি না, কিন্তু আমি দেখিলাম—তাহা হইতে কিছু কিছু দিলেই—কাজ যাহাই করিনা কেন—আমার রোজ সই কাজ অমনি রিপোর্ট হইয়া যাইত। তবে সে দুইটি টাকায় আর কতদিন চলিতে পারে? ১০।১২ দিনের মধ্যেই সে টাকা দুইটি ফুরাইয়া গেল। এ দিকে আমার নিকট পয়সাকড়ি আছে, মনে করিয়া, সর্দ্দার প্রতিদিনই কিছু পাইবার আশায় আমায় পীড়ন আরম্ভ করিয়া দিল। তখন আমি সর্দ্দারকে স্পষ্ট কহিলাম—"ভাই, আমার কাছে আর। কিছুই

নাই। উপার্জ্জন কর্‌তেই ঘর বাড়ী ছেড়ে এত দূরদেশে এসেছি ; এখানে ত টাকা কড়ি আনি নাই।”

সর্দ্দার উত্তর করিল—“বেশ ত, কাজ কর্‌লে, তবে ত উপার্জ্জন হবে। সকল কুলী যেমন কাজ করে, তুমিও সেইরূপ কাজ কর, তা’ হ’লে তোমার পয়সা খরচ ক’রে রোজসই কর্‌তে হবে কেন ?”

আমি। দেখ ভাই, আমি কায়স্থের ছেলে, কখন এ সকল কাজ করি নাই। তাই আমার রোজসই কাজ হ’য়ে উঠে না।

সর্দ্দার। তবু ছোট ডাক্তার বাবুর খাতিরে তোমায় কোড় মার’তে না দিয়ে, কলম দেওয়া কাজে দিয়েছি।

আমি। হাঁ ভাই, সেটাও যথেষ্ট অনুগ্রহ হ’য়েছে, কিন্তু এ কাজও ত আমি কখন করি নাই। কোন রকম লেখা-পড়ার কাজ হ’লে, আমি দিবারাত্র পরিশ্রম কর্‌তে পারি।

এই সময় সর্দ্দার কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া আমায় কহিল—“তুমি এক কাজ কর্‌তে পার ?”

আমি আগ্রহের সহিত কহিলাম—“কি কাজ ?”

সর্দ্দার। তুমি রেতের বেলা এক পাঠশালা খুলে দাও। অনেক কুলীর লেখাপড়া শেখ্‌বার ইচ্ছা আছে। তারা তোমার পাঠশালায় লেখাপড়া শিখ্‌বে। আমি বরং তোমায় সে যোগাড় করে দেবো।

আমি যেন হঠাৎ স্বর্গ হাতে পাইলাম। পূর্ব্বে যে পাঠশালার কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহার সূত্রপাত এইরূপে হইয়াছিল। সর্দ্দারকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া কহিলাম—পাঠশালা থেকে যা উপার্জ্জন হবে, তার দশ আনা তোমার, ছয় আনা আমার।”

সর্দ্দার তাহাতেই সম্মত হইল। সেইদিন সন্ধ্যার পর আমি এক পাঠশালা খুলিয়া বসিলাম। দেখিলাম—কুলীদিগের মধ্যেও লেখাপড়া শিখিবার ইচ্ছা বড়ই বলবতী। প্রথম দিনেই আমার ১০।১২ জন ছাত্র জুটিল। প্রত্যেক ছাত্র মাসে দুই আনা বেতন দিবে ধার্য্য হইল। দেখিতে দেখিতে আমার পাঠ-শালার ছাত্র-সংখ্যা প্রায় ৪০ জন পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। সর্দ্দারই তাহাদের বেতন আদায় করিত, এবং আমায় মাসে মাসে যৎকিঞ্চিৎ দিত। যাহা হউক, এইরূপ উপায়ে আমি বেতের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলাম। আর পূর্ব্বেও সে কথা বলিয়াছি যে, আমার যখন এত গুলি ছাত্র জুটিয়াছিল, তখন আমায় বাগিচার কার্য্যে বড় অধিক পরিশ্রম করিতে হইত না। আমার ছাত্র কুলীরাই গুরুভক্তির নিদর্শন স্বরূপ আমার অনেক কাজ করিয়া দিত। ইহা ব্যতীত আমার জ্বালানি কাষ্ঠ সংগ্রহ করা ও হাটবাজার করা প্রভৃতি—যখন যে কার্য্য উপস্থিত হইত, আমার কুলীছাত্রেরা সে কাজ তৎক্ষণাৎ আহ্লাদের সহিত সম্পন্ন করিত।

একটী কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। আমি পাঠশালা করিবার পূর্ব্বে আমার দাদাকে টাকার জন্য এক পত্র পাঠাইবার চেষ্টা করি। কিন্তু এখান হইতে পত্র পাঠাইবার কোন উপায় দেখিলাম না। দুইখানা পত্র লিখিলাম, কিন্তু সে দুই খানা পত্রই কেরাণীবাবু পাঠ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। একখানা পত্রও ডাকে দেওয়া হইল না। আমাদের বাগি-চার নিকট একজন পুরাতন কুলী এক মদের দোকান করিয়াছিল। সে প্রতি সপ্তাহে বড় হাফলংএ মদ খরিদ করিতে যাইত।

অবশেষে তাহাকে চারি আনা পুরস্কার দিয়া আমার দাদা উমেশ দত্তের নামীয় একখানি পত্র আমার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলাম। পত্র পাঠাইবার প্রায় এক মাস পরে আমি শুনিলাম যে, আমার নামে ১৮৲ টাকার এক মণি-অর্ডার আসিয়াছে। কিন্তু সে টাকা আর আমার হস্তগত হইল না। শুনিলাম —বড় সাহেবের নিকট সে টাকা জমা হইয়াছে।—আমি ইহাতে বড়ই আশ্চর্য্য হইলাম। আর এই ঘটনায় দেখিলাম—চা-বাগানের কুলীরা জেলের কয়েদী অপেক্ষাও অধম। একখানি চিঠি পাইবার অধিকার নাই—মণি-অর্ডারে টাকা আসিলে তাহাও গ্রহণ করিবার ক্ষমতা নাই। কয়েদীদিগের জেলে যে আহারের বন্দোবস্ত আছে, এখানকার বন্দোবস্ত তাহা অপেক্ষাও অতি কদর্য্য। কয়েদীদিগের পীড়া হইলে চিকিৎসা হয়, কিন্তু চা-বাগানে কুলীদিগের চিকিৎসার ব্যবস্থা কেবল নাম মাত্র। জেলখানা যে স্থানে স্থাপিত হয়, সে স্থানের জলবায়ু সচরাচর ভাল ; কিন্তু আসাম অঞ্চলের জলবায়ুর ন্যায় এমন অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু বোধ হয়, পৃথিবীর আর কোন স্থানে নাই। সেই জন্যই বলিতেছিলাম—চা-বাগানের কুলী অপেক্ষা জেলের কয়েদীদিগের অবস্থা অনেক অংশে উন্নত। অথচ এই সকল কুলীরা কিছুই অপরাধ করে নাই—অপরাধের মধ্যে তাহারা অতি দরিদ্র—উদরান্নের জন্য লালায়িত। ধনীর অত্যাচার নীরবে সহ্য করিবার জন্যই কি তবে দরিদ্রের জন্ম ?

এই ঘটনায় আমার মনে বড়ই কষ্ট হইল। আমি সাহস করিয়া বড় সাহেবের নিকট গিয়া বলিলাম,—"হুজুর, আমার বাড়ী থেকে মণি-অর্ডারে টাকা এসেছে, সে টাকা আমায় দিতে অনুমতি করুন।"

বড় সাহেব রোষকষায়িতলোচনে আমার প্রতি চাহিয়া কহিলেন—"তুমি শালা বড় বদ্‌মায়েস আছে। তোমার কোন টাকা এখানে দরকার হইতে পারে না।"

আমি পুনরায় বিনীতভাবে কহিলাম—"হুজুর, টাকার দরকার সকলেরই আছে। টাকার দরকার না থাক্‌লে আর হুজুরের বাগিচায় কুলীগিরি কাজ কর্‌তে আস্‌বো কেন?"

আমার এই কথায় সাহেব একবারে ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া বেত্রহস্তে আমাকে মারিতে আসিলেন। আমি তখন বেগতিক দেখিয়া প্রাণভয়ে দৌড় দিলাম। এইরূপে আরো ১০।১২ দিন কাটিয়া গেল। আমি অনেকের নিকট কাঁদিয়া কাটিয়া বেড়াইলাম। কিন্তু কেহই সাহস করিয়া বড় সাহেবের নিকট আমায় টাকা দিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পারিল না। ছোট ডাক্তার বাবু আমার জন্য বড়ই দুঃখিত হইলেন। তিনি বড় সাহেবের প্রিয়পাত্র ছিলেন, সুতরাং তাঁহার কথায় কোন কাজ হইবে না। তবে তিনি একদিন আমায় ডাকিয়া কহিলেন,—"দেখ গিরীশ, বড় সাহেব যখন টিফিনের পর আফিসে এসে বস্‌বেন, সেই সময় তুমি আর একবার গিয়ে ধর, আর বাসায় তোমার থালাঘটীবাসন কিছুই নাই, সেই সকল কেন্‌বার জন্যই বাড়ী থেকে এই টাকা আনিয়েছ বলো। এ কথা শুন্‌লে সাহেব তোমায় টাকা দিতে পারেন।"

টাকার জন্য আমার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিল, আমি আর কাল বিলম্ব না করিয়া সেই দিনই পুনরায় সাহেবের নিকট গিয়া গললগ্নবাসে ও কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলাম,—"হুজুর, আমার থালা লোটা কিছুই নাই, মাটিতে ভাত খাই॥ সেই

সব কিন্‌বো বলে, বাড়ী থেকে টাকা আনিয়েছি। হুজুর, মা বাপ—মার্‌লেও মার্‌তে পারেন, কাট্‌লেও কাট্‌তে পারেন। দোহাই হুজুর, আমার টাকা কয়টী দিতে হুকুম করুন।”

কি জানি কেন—এবার আমার প্রতি বড় সাহেবের একটু অনুগ্রহ হইল। তিনি ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—“তুমি সত্য বলিতেছিস্?”

আমি। আজ্ঞে, হুজুরের কাছে কি কখন মিথ্যে কথা বল্‌তে পারি?

সাহেব তখন কেরাণী নাগেশ্বর বাবুকে ডাকিতে পাঠাইলেন। নাগেশ্বর বাবু উপস্থিত হইলে সাহেব তাঁহাকে কহিলেন,—“এই কুলীর মণি-অর্ডারের টাকা তোমার নিকট জমা আছে।”

কেরাণী বাবু তৎক্ষণাৎ যোড়হস্তে উত্তর করিলেন—“হাঁ হুজুর, আছে।”

সাহেব। সে টাকা ইহাকে দাও।

কেরাণী বাবুকে এই কথা বলিয়া সাহেব আমার দিকে ফিরিয়া কহিলেন,—“তুমি নাম সহি দিতে জান?”

আমি বিনীতভাবে উত্তর করিলাম—“আজ্ঞে, আমি নিজে নাম সহি কর্‌তে জানি।”

এই সময় নাগেশ্বর বাবু কহিলেন—“হুজুর, এ কুলী যে বেশ লেখা পড়া জানে। এখানে যে Night-School ক’রে, সব কুলীদের লেখা পড়া শেখাতে আরম্ভ করছে।”

এই কথায় সাহেবের সে প্রফুল্ল মূর্ত্তির পরিবর্ত্তন ঘটিল। দেখিতে দেখিতে সেই শ্বেত মুখমণ্ডল জবাকুসুমের ন্যায় রক্তবর্ণে পরিণত হইল! সে মূর্ত্তি দেখিয়া আমার একবারে হরিষে বিষাদ

হইল—ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গেল। সাহেব ক্রোধব্যঞ্জকস্বরে কহিলেন—"কি! কুলীদিগের লেখা-পড়া শিক্ষা দেওয়া হইতেছে! কি সর্ব্বনাশ! আমার সব কুলী খারাপ করিতেছে! You son of a bitch, তুমি শালা এতদিন আমায় একথা বল নাই কেন?"

এবার সাহেবের রাগ নাগেশ্বর বাবুর উপরই পড়িল। কেরাণী বাবু ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ক্ষমাপ্রার্থনা করিল। সাহেবের ক্রোধের একটু উপশম হইলে আমিও কাতরকণ্ঠে কহিলাম—"হুজুর, আমি না জেনে অপরাধ করেছি, আমায় কেউ এ কথা নিষেধ কর্‌লে আমি কখনই এমন কাজ কর্‌তাম না। এই আমি এই নাকেকানে খৎ দিচ্ছি, আজ থেকে কোন কুলীকে আর লেখা পড়া শেখাব না। যা শিখিয়েছি, তা বরং যাতে একবারে ভুলে যায়, তাই কর্‌বো।"

কি জানি কেন আমার এই কথাতে সাহেব একবারে জল হইয়া গেলেন এবং অপেক্ষাকৃত একটু নরমস্বরে কহিলেন—"আচ্ছা, তাহাই কর—জলদি কর।"

কেরাণী বাবু ও আমি তখন দুই হস্তে ছেলাম করিতে করিতে সে স্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম।





দশম পরিচ্ছেদ।

পলায়ন-পরামর্শে।

কুলীতে কুলীতে বিবাদ হইলে বড় সাহেব বা ছোট সাহেব তাহার বিচার করিয়া থাকেন। বিচার করিয়া দণ্ড বিধানও করেন। অন্য দণ্ড বড় হয় না—কেবল বেত্রাঘাত। সচরাচর স্ত্রীলোক লইয়াই বিবাদ হয়। সারদা, সুন্দরীকে হারাইয়া অন্য কোন সুন্দরীর অন্বেষণে সর্ব্বদাই ফিরিত, এবং এ সম্বন্ধে সারদা এক প্রকার সিদ্ধহস্ত ছিল। কারণ কুচরিত্রা-স্ত্রীলোকমহলে সারদার ন্যায় একজন যুবা সুপুরুষের প্রতিপত্তিই বা না হইবে কেন? এ সম্বন্ধে একটি ঘটনার বিষয় বলি, শুনুন। রেবতী নাম্নী জনৈক কুলী-স্ত্রীলোক কোন সর্দ্দারের আশ্রিতা ছিল। ক্রমে ক্রমে সারদা তাহাকে হস্তগত করিল।

এরূপ গুপ্তপ্রণয় কখনই গোপন থাকে না—সুতরাং সে কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। রেবতী একজন সর্দ্দারের আশ্রিতা, সুতরাং সারদার অপরাধ বড়ই গুরুতর দাঁড়াইল। বড় সাহেবের নিকট নালিশ হইল। বড় সাহেব স্বয়ং এই মোকর্দ্দমার বিচারভার গ্রহণ করিলেন। অনেক সাক্ষীর এজাহার হইল। সারদা ও আমি একত্র এক ঘরে থাকি, সুতরাং আমাকেও সাক্ষ্য দিতে হইল। কিন্তু আমি কি সারদার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারি? আমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম—কিন্তু সে মিথ্যা কথা প্রকাশ হইয়া গেল। কারণ রেবতী তাহার এজাহারে সকল সত্য কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিল। তখন বড় সাহেবের ক্রোধের আর সীমা রহিল না। তৎক্ষণাৎ লাহুর কাঠে বাঁধিয়া সারদাকে বেত্রাঘাতের আদেশ হইল। সে বেত্রাঘাতের প্রক্রিয়া বড়ই ভয়ঙ্কর। একটা প্রোথিত সরল কাষ্ঠদণ্ডে হাত ও পা বাঁধা হইল। সে বন্ধনে নড়িবার চড়িবার আর যো রহিল না। তাহার পর সাহেব সেই ফরিয়াদি সর্দ্দারকে স্বহস্তে আসামীর উপর বেত্রাঘাতের আদেশ দিলেন। সুতরাং সে বেত্রাঘাত যে বিশেষ সজোরে হইল, তাহা আমায় আর প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে না। এদিকে যেমন সপাসপ্ অসংখ্য বেত্রাঘাত হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে অমনি সারদার গাত্রচর্ম্ম ফাটিয়া ভয়ঙ্কর রক্তস্রাব আরম্ভ হইল। সারদা যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে লাগিল। দর্শকমণ্ডলীর হাস্যধ্বনিও সে চীৎকারের সহিত মিশিতেছিল। আমিও সেই দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে ছিলাম। সারদার যন্ত্রণা দেখিয়া দুঃখে আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইবার উপক্রম করিল। বেত্রাঘাতের

পর সারদার বন্ধন খুলিয়া দেওয়া হইল। সারদা কিন্তু তখন একবারে উত্থানশক্তি রহিত,—ভূমিতে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

এই ঘটনার পর, বড় সাহেব কোপদৃষ্টিতে আমার প্রতি চাহিলেন। ভয়ে আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। আমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছিলাম বলিয়া, আমার প্রতি বড় সাহেবের এই কোপদৃষ্টি। এই অপরাধের জন্য আমিও অব্যাহতি পাইলাম না। তবে সারদার অপরাধ অপেক্ষা আমার অপরাধ লঘু, সুতরাং আমার প্রতি অপেক্ষাকৃত লঘুদণ্ডেরই বিধান হইল। সারদার ন্যায় আমায় লাহুর কাষ্ঠে বাঁধা হইল না,—কেবল দশ ঘা বেত্রাঘাত হইল মাত্র। এ বেত্রাঘাতের ভার সৌভাগ্য-ক্রমে আমার সেই হিতৈষী সর্দ্দারের উপর অর্পিত হইল। বেত্রাঘাত গুরুতর না হইলেও আমি অসহ্য যন্ত্রণার ভান করিয়া চীৎকারে চারিদিক কম্পিত করিতে লাগিলাম। এইরূপে সেইদিন বৈকালে আমাদের অপরাধের বিচার ও দণ্ড-বিধান শেষ হইয়া গেল। পরদিন আমরা আর কার্য্যে গেলাম না, সারদার ত যথার্থই উঠিবার ক্ষমতা ছিল না। আমিও উত্থানশক্তিহীন ভান করিয়া শয্যায় পড়িয়া রহিলাম। সেই দিন দুই জনে নির্জ্জনে শুইয়া শুইয়া একটা পরামর্শ করিলাম। সে পরামর্শ এইরূপ চলিতে লাগিল।

সারদা কহিল—"ভাই গিরীশ, আর ত সহ্য হয় না। যা থাকে অদেষ্টে, এখান থেকে পালাই চল্।"

আমি উত্তর করিলাম—"পালাব কি ক'রে? এ বাগিচার তিন দিক ত জঙ্গল আর ডিহিং নদীতে ঘেরা, অন্য দিকেও

জঙ্গলময় পাহাড়। ডিব্রুগড় যাবার একটিমাত্র রাস্তা আছে, তা সে রাস্তায় গেলে ত নিশ্চয়ই ধরা পড়তে হবে। বিধু সে রাস্তায় পালাতে চেষ্টা করে কি শাস্তি পেলে শোননি? শেষে হাঁসপাতালে মরেই গেল।”

সারদা। তবে জঙ্গল দিয়ে পালাই চল্।

আমি। জঙ্গলের রাস্তাঘাট কিছুই জানি না, শেষে কি বাঘের হাতে প্রাণটা দেবো।

সারদা। এ প্রাণ থাকার চেয়ে মরণই ভাল। আর বাঘের হাতেই যে মরবো—তা কেউ বল্‌তে পারে না। যদি পেরমাই থাকে, তবে নিশ্চয় জঙ্গল পার হ'তে পার্‌বো।

আমি। কিন্তু জঙ্গল পার হ'লেও নদী পার হবো কেমন ক'রে? সেখানে পাস না দেখাতে পার্‌লে ত আর ঘাট-মাঝি পার কর্‌বে না।

সারদা। তোর কাছে ত এখন টাকা আছে, আম্‌রা টাকা দিয়ে ঘাট-মাঝিকে বশ কর্‌বো।

আমি। ঘাট-মাঝিকে সে টাকা দিলে রাহা খরচ কোথা থেকে কর্‌বো?

সারদা। তোর কাছে কত টাকা আছে?

আমি। সেই মণিঅর্ডারের ১৮৲ টাকা, আর পাঠশালা করেও আমি ৮।৯৲ টাকা সঞ্চয় করেছি। সর্ব্বশুদ্ধ এখন আমার কাছে ২৬৲ টাকা আছে।

সারদা। এই টাকাতেই যথেষ্ট হবে। একবার কোন রকমে নদী পার হ'তে পার্‌লে, তখন নয় ভিক্ষে কর্‌তে কর্‌তে দেশে চলে যাবো।

অবশেষে সারদার প্রস্তাবে আমি সম্মত হইলাম। তখন যে কোন উপায়েই হউক—পলায়নের পরামর্শই আমাদের স্থির হইয়া গেল। কিন্তু আমি এই সময় সারদাকে কহিলাম —"এত ব্যস্ত হলে চল্‌বে না। আগে জঙ্গলের রাস্তাঘাটের কথা জেনে নিতে হবে, তারপর এখান থেকে পালাবো।"

সারদা। কে তোমায় সে রাস্তা ঘাটের কথা বলে দেবে?

আমি। ঠাকুরা জঙ্গলের রাস্তা ঘাট সব জানে। সে আমায় সে কথা বলে দিতে পারে।

ঠাকুরা সাঁওতাল, এই বাগিচার একজন পুরাতন কুলী। আমি যখন পাঠশালা খুলিয়াছিলাম, তখন সে আমার নিকট লেখাপড়া শিখিত। এখনও গোপনে গোপনে সে আমার নিকট লেখাপড়া শিখিয়া থাকে, এবং গুরুর ন্যায় ভক্তিও করে। আমি নির্ভয়ে অকপটচিত্তে ঠাকুরাকে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিলাম। ঠাকুরা কিন্তু বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য করিল। আমার সে সকল কথা গোপন রাখিল না। খোদ বড় সাহেবের নিকট সমস্তই প্রকাশ করিয়া দিল। বড় সাহেব তখন আমার এই অপরাধের বিচার করিতে বসিলেন। বিচারের নাম শুনিয়াই ত আমার গায়ের রক্ত শুকাইয়া গেল। অগত্যা এই নরক-তুল্য স্থানে একজন বিশ্বাসঘাতকের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমি মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। যোড়হস্তে বড় সাহেবকে কহিলাম—"হুজুর, ঠাকুরা মিথ্যা কথা বল্‌ছে।"

হুজুর তৎক্ষণাৎ কহিলেন—"কেন তোমার বিপক্ষে এই মিথ্যা কথা কহিল?"

আমি উত্তর করিলাম—"হুজুর, ঠাকুরা আমার পাঠশালায় লেখাপড়া শিখ্‌তো। আপনার হুকুমে আমি সে পাঠশালা তুলে দিয়েছি। এখন সে গোপনে আমায় লেখাপড়া শেখাতে বলে। আমি তাতে রাজী হই নাই বলে, আমার নামে এই মিথ্যা কথা রটাইতেছে।"

ঠাকুরার অন্য কোন সাক্ষী ছিল না, সুতরাং এ মোকদ্দমায় আমারই জয় হইল। ঠাকুরা সাহেবের গালি খাইয়া বিষণ্ণ মনে চলিয়া গেল। এ মোকদ্দমায় আমার শাস্তি হইলে কি হইত বলিতে পারি না। কিন্তু শাস্তি যখন হইল না, তখন আমি পলায়নের চেষ্টা পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। জঙ্গলের রাস্তা জানিবার জন্য প্রাণপণে অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। পরন্তু উপরোক্ত ঘটনায় আমার কোন শাস্তি হইল না বটে, কিন্তু ইহার পর হইতে আমি এক প্রকার নজরবন্দী হইয়া রহিলাম, সমস্ত দিন আমি কাহার না কাহার নজরবন্দী থাকিতাম। রাত্রিতে আর নজরবন্দী থাকিতাম না, কারণ রাত্রিতে এই জঙ্গল ও পাহাড়-বেষ্টিত বাগিচা হইতে পলায়নের কোন উপায়ই ছিল না। সুতরাং এ সম্বন্ধে আমার যাহা কিছু চেষ্টা, তাহা রাত্রিতেই করিতাম।

মাখম নামক আর একজন পুরাতন কুলীর সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব হইয়াছিল। মাখম এখন আর বাগিচার এগ্রিমেণ্ট-ভুক্ত কুলী নহে। ৭।৮ বৎসর গত হইল, মাখমের সে এগ্রিমেণ্টের সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সে এখন এই বাগিচার এক কুলী-রমণীর প্রণয়ে পড়িয়া দেশে ফিরিয়া যায় নাই। এই খানেই এক স্বাধীন ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। সে এখানে এক দেশী-মদের দোকান খুলিয়াছিল। সে দোকানে

মুড়ি, ফুলরী প্রভৃতিও পাওয়া যাইত। এই মাখমলালের দ্বারাই আমি আমার দাদার নিকট গোপনে পত্র পাঠাই। সে এক সময়ে বিশ্বাসের কার্য্য করিয়াছে বলিয়া, আমি এ বিষয়েও তাহাকেই বিশ্বাস করিব, মনে মনে স্থিরসঙ্কল্প করিলাম। এক দিন রাত্রিতে মাখমলালকে আমি আমার গৃহে ডাকিয়া আনিলাম, এবং এ কথা সে কথার পর, আমার আসল কথা বলিলাম। মাখমলাল আমার কথা শুনিয়া কহিল—"আমি তোমায় পথ বলিয়া দিতে পারি, কিন্তু তুমি যে পালাতে পার্‌বে, তা আমার ভরসা নাই। অনেক কুলী পালাতে চেষ্টা করেচে, কিন্তু কেউ এ পর্য্যন্ত সক্ষম হয় নাই।"

আমি তাহাকে বিনীতভাবে কহিলাম—"তুমি ভাই, দয়া করে আমায় সে জঙ্গলের রাস্তা বলে দাও, তার পর আমার অদৃষ্টে যা থাকে, তাই হবে।"

আমার অনুনয়বিনয়ে আমার প্রতি মাখমের অনুগ্রহ হইল। সে রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত আমায় জঙ্গলের পথের কথা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিল। পাছে ভুলিয়া যাই, সেই জন্য সে সকল কথা আমি একখানি কাগজে সমস্ত লিখিয়া লইলাম। মাখম তাহার পর গৃহে চলিয়া গেল। অবশিষ্ট রাত্রি আমার আর নিদ্রা হইল না। শেষ রাত্রিতে একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। সেই তন্দ্রার মধ্যে আমি এক সুখ-স্বপ্ন দেখিলাম। দেখিলাম—যেন আমি গৃহে গিয়া মাতা ও দাদার চরণে প্রণাম করিতেছি। সে ঘটনা স্বপ্নে হইলেও নিদ্রাভঙ্গের পর আমার হৃদয় আনন্দে উথলিয়া উঠিল।



একাদশ পরিচ্ছেদ।

কৃতকার্য্যে।

পর দিন রবিবার। রবিবারই এখানকার হাটবার। হাট বসে হিঙ্কায়। হিঙ্কা এই বাগিচা হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে। প্রত্যেক কুলীকে রবিবারে হিঙ্কায় গিয়া সপ্তাহের জন্য হাট করিয়া আনিতে হয়। সুতরাং আমি এই দিনই পলায়নের উপযুক্ত দিন স্থির করিলাম। শয্যা ত্যাগ করিয়াই গোপনে সারদাকে ডাকিয়া বলিলাম—"সারদা, আজ হাট বার। আজ পালাবার বিশেষ সুবিধা হবে, তুমি তার জন্য প্রস্তুত হও।"

সারদা ও আমি এখন আর এক ঘরে শয়ন করি না, সুতরাং গত রাত্রিতে মাখমলালের সহিত আমার যে গোপনে

পরামর্শ হইয়াছিল, সে তাহা জানিত না; সুতরাং সে উত্তর করিল—"তোর কথায় আমার আর বিশ্বাস হয় না—তোর কথায় একবার বিশ্বাস করে আজ আমার এই দশা—তোর কুহকে পড়েই ত আজ আমি চা-বাগানের কুলী হয়েছি।"

আমি কহিলাম—"সারদা, সে কথা তুলে আমায় আর লজ্জা দিও না।—আমারও সে পাপের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেছে।"

সারদা। তোর প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে, তাতে আমার কি?—আমি ত আজও সেই চা-বাগানে কষ্ট পাচ্ছি।

আমি। আজ আমি তোমায় সে কষ্টের হাত থেকে উদ্ধার করবার চেষ্টা পাবো। ভগবানের মনে কি আছে জানি না, কিন্তু আজ নিশ্চয়ই তোমায় সঙ্গে নিয়ে আমি এই বাগিচা থেকে পালাবো। তুমি তার জন্য প্রস্তুত হও। এই দেখ—কাল রাত্রিতে মাখমলালের কাছ থেকে জঙ্গলের কথা সব লিখে নিয়েছি।

এই কথা বলিয়া আমি সারদাকে সেই কাগজখানি দেখাইলাম। তখন আমার কথায় সারদার বিশ্বাস হইল। আর তাহার মুখ দেখিয়াও বুঝিতে পারিলাম যে, সে মনে মনে আহ্লাদিত হইয়াছে। আমি কহিলাম—"দেখ, আজ রবিবার হাটের দিন—আমরা কুলীদের সঙ্গে হাটে যাবো; সুতরাং কেউ আমাদের উপর কোন সন্দেহও করতে পারবে না। যখন আমরা জঙ্গলের কাছে পৌঁছিব, তখন তুমি বলবে—'এস কিছু জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে রেখে যাই, ফিরতি বেলায় সে কাঠ নিয়ে যাবো।' এই বলে আমরা দু'জনে জঙ্গলের ভিতর যাবো,

তারপর ভগবানের মনে যা থাকে, তাই হবে। এখন তুমি প্রস্তুত হও।”

সারদা কহিল—“প্রস্তুত কিরূপ হবো—আমায় খুলে বল।”

আমি। আমরা দু'জনে কাঠ কাটবার অস্ত্র দুইখানি সঙ্গে নেবো, জঙ্গলের মধ্যে সঙ্গে অস্ত্র থাকা ভাল। তার পর তুমি কিছু চাউল সঙ্গে নিও, আমি যতদূর পারি, কিছু চিঁড়া সঙ্গে নোবো; কারণ সঙ্গে কিছু খাবার জিনিষ থাকা চাই। আমার কাছে যে ২৬।১০ ছাব্বিশ টাকা সাড়ে চারি আনা আছে, তা ত আমি সঙ্গে নেবোই। কিন্তু অতি সাবধানে একাজ করতে হবে। আমরা যে চাউল ও চিঁড়া সঙ্গে নিয়ে হাটে যাচ্ছি, এ কথা যেন কেউ না জান্‌তে পারে।

সারদা আমার প্রস্তাব আহ্লাদের সহিত অনুমোদন করিল, এবং আমার বুদ্ধিরও অনেক প্রশংসা করিতে লাগিল। এদিকে বেলা সাতটা বাজিবামাত্র কুলীরা হাটে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। যখন কুলীর দল হাটে যাইবার জন্য সারি সারি চলিল, সারদা আর আমিও তাহাদের দলে গিয়া মিশিলাম। এইরূপে কতক দূর গিয়া যখন আমরা জঙ্গলের নিকটবর্ত্তী হইলাম, তখন সারদাই প্রথমে আমার শিক্ষামত কাষ্ঠ আহ-রণের প্রস্তাব আমার নিকট উপস্থিত করিল। আমিও সে প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। তখন আমরা উভয়ে দল ছাড়িয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিলাম। জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াই সারদা আমায় কহিল—“এস, এইবার আম্‌রা প্রাণপণে দৌড়াই।”

আমি চুপি চুপি কহিলাম—“তা করা হবে না। যদি কেউ সন্দেহ করে, গোপনে পিছু নিয়ে থাকে, আমাদের

দৌড়িতে দেখ্‌লে সে নিশ্চয়ই একটা গোলমাল করবে। তখন আমাদের পালান হবে না, ধরা পড়ে মারা যাব।"

সারদা। তবে আস্তে আস্তেই চল।

আমি। আস্তে আস্তে চলাও হবে না।

সারদা। তবে কি এই জঙ্গলের মধ্যে চুপ মেরে দাঁড়িয়ে থাকবো—তা'হলে ত নিশ্চয়ই ধরা পড়বো। আর কেউ কি কাঠ কাটতে আসবে না—তুমি মনে কর?

আমি। চুপ মেরে দাঁড়িয়ে থাকবো কেন? আমরা যা করতে এসেছি, প্রথমে তাই ক'রবো।

সারদা। আমরা ত পালিয়ে যেতে এসেছি।

আমি। সে কথা ত আমাদের মনে আছে। কিন্তু সকলের কাছে আম্‌রা ব'লে এসেছি যে, কাট কাট্‌তে জঙ্গলে যাচ্ছি। তাই প্রথমে আমরা যে কাঠ সংগ্রহ করতে এসেছি, তা কতক কার্য্যেও দেখাতে হবে। আমরা কাঠ সংগ্রহ করতে করতে যতদূর পারি—জঙ্গলের মধ্যে চ'লে যাবো। তারপর যখন দেখ্‌বো—আমাদের পিছুতে কেউ নাই, বুঝবো—আমাদের প্রতি কেউ সন্দেহ করে নাই, তখন কাঠ ফেলে ছুটে পালাতে আরম্ভ ক'রবো।

এবারও সারদা আমার বুদ্ধির অনেক প্রশংসা করিল। তখন আমরা প্রথমে কাষ্ঠ সংগ্রহেই ব্যস্ত হইলাম। দুই বোঝা কাষ্ঠও বাঁধা হইল। তাহার পর এদিক ওদিক ভয়ে ভয়ে চাহিয়া আমরা যখন কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না, তখন সেই দুই বোঝা কাষ্ঠ ফেলিয়া আমরা জঙ্গলের মধ্যে দৌড় দিলাম। সারদা পশ্চিম মুখে দৌড়িয়া যাইতেছিল,

আমি তাহাকে সে দিকে যাইতে নিষেধ করিয়া কহিলাম— "ওদিকে ডিব্রুগড়ের পথ; সুতরাং ও দিকে যাওয়া হবে না, পূর্ব্ব মুখে চল।"

তখন আমরা উভয়ে পূর্ব্বমুখে চলিতে আরম্ভ করিলাম। চলিতেছি বা বলি কেন—সে চলা নহে, এক প্রকার দৌড়ান। সে দৌড়ানও সামান্য দৌড়ান নহে—শিকারী-পশ্চাদ্ধাবিত কুরঙ্গিণীর ন্যায় প্রাণভয়ে দৌড়ান। আমি কিন্তু দৌড়াইতেছি— আর উপরে আকাশপানে চাহিতেছি। তাহা দেখিয়া সারদা আমায় জিজ্ঞাসা করিল—"দৌড়িতে দৌড়িতে ঘন ঘন এত আকাশের দিকে চাও কেন? এতে যে পড়ে যাবার সম্ভাবনা।"

আমি হাঁপাইতে হাঁপাইতে উত্তর করিলাম—"আকাশেই আমাদের পথের নিদর্শন আছে। সে নিদর্শন না পেলে কিছুতেই আমরা এ জঙ্গল পার হতে পার্‌ব না।"

এই সময় আমরা অনেক দূর আসিয়াছি। আমি সারদাকে আর দৌড়াইতে নিষেধ করিলাম। তখন উভয়ে আমরা এক স্থানে বসিলাম। বসিয়াই সারদা আমায় কহিল— "আকাশে আবার পথের নিদর্শন কি আছে? স্বয়ং ভগবান্ তোমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন না কি?"

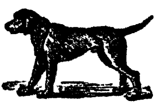
আমি উত্তর করিলাম—"ঠাট্টা ক'র না সারদা। আজ এ বিপদে ভগবান্ ভিন্ন উদ্ধার হবার আর অন্য উপায় নাই। এত দিন সেই ভগবান্‌কে মেনে চলি নাই বলেই, আজ আমাদের এই দুর্দ্দশা। এখন এই বিপদের সময় সেই বিপদহারী ভগবানের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনিই আমাদিগের আজ এই ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে উদ্ধার কর্‌বেন।"

আমার কথা শুনিয়া সারদার মুখ গম্ভীরভাব ধারণ করিল। তখন তাহার মনে কি হইতেছিল জানি না, কিন্তু এই সময় সারদা মস্তক অবনত করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরেই দেখি—সারদা কাঁদিতেছে—ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। আমি তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলাম। সারদা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—"আমি মহাপাপী, আমার প্রতি কি ভগবানের দয়া হবে?"

আমি কহিলাম—"সারদা, তুমি ভেবো না। আমরা যেমন পাপী, তিনি আবার তেম্নি দয়ালু। তিনি অসাধারণ দয়ালু না হলে, আমাদের মতন পাপীর প্রতিদিন আহার যোগাইবেন কেন? এখন কেন আমি ঘন ঘন আকাশ পানে চাই, বলি শুন। মাখম লালের মুখে শুনেছি, এই জঙ্গল দিয়া টেলিগ্রাফের তার গিয়াছে। সে তার অবশ্যই আমাদের মাথার উপর দিয়াই গেছে। তাই আমি যেতে যেতে কেবল আকাশ পানে চাই। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে কেবল ভগবান্‌কেই ডাকি। তাঁর দয়া হলেই, আমরা সেই তার দেখ্‌তে পাবো, আর সেই তার দেখতে পে'লেই, আমরা নিশ্চয়ই এই জঙ্গল পার হয়ে যেতে পার্‌বো। এস, দুজনে এখন এই জঙ্গলের মধ্যে আগে সেই তারের অনুসন্ধান করি।"

তখন আমরা উভয়ে সেই টেলিগ্রাফের তারের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। বৃথা চেষ্টায় দুই ঘণ্টা কাটিয়া গেল। ঘুরিতে ঘুরিতে আমি সম্মুখে একটা আকাশভেদী প্রকাণ্ড শালগাছ দেখিতে পাইলাম। এই সময় হঠাৎ আমার মনে একটা কথার উদয় হইল। আর কালবিলম্ব না করিয়া সেই

বৃক্ষে আরোহণ করিলাম। অনেক কষ্টে বৃক্ষশিরে উঠিয়া আমি একবার চারিদিকে চাহিলাম। আমার প্রতি এইবার ভগবানের দয়া হইল। আমি ভক্তিভরে ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিতে দিতে বৃক্ষ হইতে নামিলাম। নামিয়াই আহ্লাদে সারদাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলাম--"সারদা, আমাদের প্রতি ভগবানের দয়া হ'য়েছে, আমি টেলিগ্রাফের তার দেখ্‌তে পেয়েছি।"





দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

দিবারাত্রি জঙ্গলে।

এইবার আমরা রীতিমত জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। জঙ্গল কথার অর্থ আপনারা কি বুঝেন, বলিতে পারি না; কিন্তু এ জঙ্গল কেবল নানাজাতীয় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিপূর্ণ। এ জঙ্গলে শাল, সেগুন, শিশু প্রভৃতি অসংখ্য প্রকাণ্ড বৃক্ষশ্রেণী আকাশ ভেদ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহারা যে কত-কালের বৃক্ষ, তাহা অনুমান করিয়া বলা যায় না। কাঁঠাল, আম, জাম প্রভৃতি ফল-বৃক্ষ সকলেরও এ জঙ্গলে অভাব দেখিলাম না। এখানে এ সকল সযত্নরোপিত ও উদ্যানপালিত ফলবৃক্ষ কোথা হইতে আসিল? কে তাহাদিগকে যত্ন করিয়া রোপণ করিয়াছে? আর কেই বা তাহাদের ফল-ভোগী হয়? এরূপ

সতেজ ফলবৃক্ষ ত কোন উদ্যানেও দেখি নাই। আমরা যে এ অরণ্যে কত অজানিত বৃক্ষরাশি দেখিলাম, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারা যায় না। সে সকল বৃক্ষ জীবনে আর কখন দেখি নাই। স্থানে স্থানে বৃক্ষতলও কি সুন্দর! কে সে বৃক্ষতল পরিষ্কার করিয়া থাকে? হয়ত কোন স্থানে একটী শুষ্ক পত্রও পড়িয়া থাকিতে দেখিলাম না! জঙ্গল যে কেবল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিপূর্ণ তাহাও নহে। প্রকাণ্ড বৃক্ষের সঙ্গে সঙ্গে সেই জাতীয় ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতর ও ক্ষুদ্রতম বৃক্ষ সকলও বিরাজ করিতেছিল। যেন তরুবর পুত্র, পৌত্র, এবং প্রপৌত্রাদি সঙ্গে লইয়া সুখে এই জঙ্গল ভোগদখল করিতেছে। দুই এক স্থানে নানাবর্ণের পুষ্পশোভিত ফুলগাছও দেখিতে পাইলাম। কে এই সকল ফুলগাছ এই জঙ্গলে রোপণ করিল? এ ফুলের গন্ধত কেহ আঘ্রাণ করে না। ফুলের তাহাতে যে কোন ক্ষতি হইয়াছে, সেই প্রস্ফুটিত ফুল স্বচক্ষে দেখিয়া কিন্তু কিছুই অনুমান করা যায় না। আমি যে কিরূপ জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছি, এখন তাহা কতক পরিমাণে আপনারা বুঝিলেন কি?

আমরা যখন এইরূপ জঙ্গলের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন বেলা ৮ টা। এই টেলিগ্রাফের তার ধরিয়া গেলে আমরা জয়পুরে পৌঁছিব, আমি এইরূপ উপদেশ পাইয়াছিলাম। কিন্তু সে জয়পুর যে জঙ্গল হইতে কতদূর, তাহাত কিছুই জানি না। জয়পুর হইতে শিবসাগরে যাওয়া যায়। শিবসাগরে পৌঁছিলে নিশ্চয় কোন রকমে আমরা দেশে পৌঁছিতে পারিব। আমরা এই আশায় চলিয়াছিলাম। সমস্ত দিন

অবিশ্রান্ত চলিলাম, ক্ষুধাতৃষ্ণা আমাদিগের একপ্রকার নাই বলিলেই হয়। একস্থানে একটি ক্ষুদ্র নদী দেখিতে পাইলাম। বুঝিলাম—ইহা সেই ডিহিং নদীরই ক্ষুদ্র শাখা মাত্র। সেই খানে চিঁড়া ভিজাইয়া উভয়ে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া লই-লাম। তখন বেলা প্রায় চারিটা। তাহার পর আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। ক্রমে দিবা অবসান হইল। সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকার ধীরে ধীরে সেই জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল।

এই অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে আমরা দুই বন্ধুতে হাত-ধরাধরি করিয়া চলিয়াছি। নিজেদের পদশব্দে নিজেরাই মধ্যে মধ্যে ভীত হইতেছি। এখন আর ধৃত হইবার ভয় নাই। এখন কেবল হিংস্র জন্তুর ভয়। না চলিয়াই বা কি করিব? এ জঙ্গলে ত আর কোন আশ্রয় নাই। আমি দেখিলাম —আমা অপেক্ষা সারদা অধিকতর ভীত হইয়াছে। ক্রমে তাহাকে লইয়া এই অন্ধকারময় জঙ্গলের মধ্যে চলাও আমার পক্ষে বড় কষ্টকর হইয়া উঠিল। এই সময় সারদা কহিল— "গিরীশ, আমার বড় ভয় কর্‌ছে, এই রাত্রিতে অন্ধকারের মধ্যে যাওয়া যায় না, জঙ্গলে রাতটা কাটাই আয়।" আমি উত্তর করিলাম—"এখন আর ভয় কর্‌লে চল্‌বে না, খুব সাহস ক'রে চল। কোথায় রাত কাটাই বল? কোনরূপ আশ্রয় ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না।"

সারদা। একটা গাছের তলায় শুয়ে একটু ঘুমুই আয়।

আমি। তা হ'লে নিশ্চয়ই বাঘের পেটে গিয়ে একবারে চিরকালের জন্য ঘুমুতে হ'বে।

সারদা। তবে একটা গাছে উঠে, ব'সে থাকি আয়।

এই সময় কথায় কথায় আমরা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার স্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম। সে দিন কি তিথি ছিল জানি না, কিন্তু দেখিলাম—আকাশে অর্দ্ধ চন্দ্র উঠিয়াছে। সেই ক্ষীণ চন্দ্রালোকে আরও দেখিলাম,—অদূরে ডিহিং নদী সেইরূপ অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতিতে সেইস্থানে বক্রভাবে চলিয়াছে। সুতরাং আমি সারদাকে কহিলাম,—"আমরা ত এ জঙ্গল একপ্রকার পার হইলাম। এখন আর এখানে অপেক্ষা কর্‌বার কোন দরকার নাই। এখন এই রাত্রিতেই বরং নদী-পারের উপায় দেখ্‌তে হবে। রাত্রি ভিন্ন আমাদের পার হ'বার সুবিধা হ'বে না।"

আমার কথা শেষ হইতে না হইতে এই সময় অতি নিকটেই একটা বাঘের গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম। সে শব্দ যেন সম্মুখের নদীর ধারের বন হইতে আসিতেছে মনে হইল। তখন রাত্রি প্রায় দশটা আন্দাজ করিলাম। কিন্তু ইহার মধ্যে জঙ্গলে আমরা ত আর কোন হিংস্র জন্তুর শব্দ শুনিতে পাই নাই। হঠাৎ এই ব্যাঘ্রগর্জ্জন শুনিয়া আমারও প্রাণ ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। আমার সে পূর্ব্ব সাহস তখন কোথায় পলায়ন করিল। আর সারদা ত ভয়ে একবারে জ্ঞানশূন্য। পাছে সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যায়, আমার তখন সে ভয়ও হইয়াছিল। যাহা হউক, তখন পূর্ব্বের ন্যায় অন্ধকার ছিল না, আমরা দ্রুতপদে সে স্থান হইতে চলিয়া আসিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। কিছু দূরে আসিয়াই কুকুরের রব শুনিতে পাইলাম। সে রব শুনিয়া বুঝিলাম যে, নিকটেই লোকালয় আছে। সেই রব যে দিক হইতে আসিতেছিল, সেই দিকেই চলিলাম। অদূরে আলো দেখিতে পাইলাম। সে আলো দেখিয়া সাহসও হইল, আবার

সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও হইল। একটি আলো নয়, ৩।৪ টা আলো দেখিতে পাইলাম। তখন বুঝিলাম—নিকটে কোন বস্তি আছে। এ সকল লোকের স্বভাব চরিত্র জানি না, সুতরাং টাকা লইয়া তাহাদের সম্মুখে যাইতে সাহস হইল না। সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড গাছ দেখিলাম। কি গাছ রাত্রিতে চিনিতে পারিলাম না। যাহা হউক, সেই গাছের গোড়ায় চাউলের পুঁটুলীর মধ্যে টাকা কয়েকটি রাখিয়া, পুঁটুলীটি রাখিয়া গেলাম। কেবল কয়েক আনা পয়সা মাত্র সঙ্গে লইলাম। আর আমাদের দুই জনের হস্তে যে দুই খানি দাউলী ছিল, তাহাও সঙ্গে লইলাম। প্রথমেই একটি ক্ষুদ্র কুটীর দেখিতে পাইলাম। কুটীরস্বামীর নিকটে গিয়া তামাক খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। কুটীরস্বামী একবার তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে আমাদের মুখের প্রতি চাহিল। তাহার সে চাহনি দেখিয়া আমাদের মনে বড় ভয় হইল। সে যাহা হউক, কি মনে করিয়া আমাদিগকে তামাক খাইতে দিল, কিন্তু কলিকাটি হাতে দিয়াই কোথায় চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে দেখি—প্রায় ২৫।৩০ জন লোক আমাদের চারি দিক একবারে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া বুঝিলাম, তাহারা জঙ্গলী টীক্‌লা জাতি। টীক্‌লারা মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী, দয়ামায়াহীন, বড়ই ভীষণ প্রকৃতির লোক। তাহাদের দলের মধ্যে এক দীর্ঘাকৃতি স্থূলকায় ব্যক্তিকে দেখিলাম। তাঁহাকে দেখিয়া বুঝিলাম, সেই তাহাদের সর্দ্দার বা দলপতি। কারণ সেই ব্যক্তি আমাদিগকে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল। সে সকল প্রশ্নের ভাষা আপনারা বুঝিতে পারিবেন না। আমি আমাদের ভাষাতেই তাহা বলিতেছি।

দলপতি প্রশ্ন করিতে লাগিল, এবং আমাদের মধ্যে আমি সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলাম। এইরূপ প্রশ্নোত্তর চলিতে লাগিল।

প্রশ্ন। তোমরা কোথা থেকে আস্‌ছ?

উত্তর। ডিব্রুগড় থেকে।

প্র। সোজা রাস্তায় না এসে, জঙ্গল দিয়ে এলে কেন?

উ। পথ ভুলে জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়েছিলাম।

প্র। কোথা যাবে?

উ জয়পুরে।

প্র। সেখানে কি প্রয়োজন?

উ। জয়পুরে আমাদের কুটুম বাড়ী আছে।

প্র। মিথ্যা কথা—তোমরা পলাতক কুলী। আজ এইখানে আবদ্ধ থাক, কাল যে বাগিচার কুলী সেই বাগিচায় পাঠিয়ে দেবো।

উ। আমরা পলাতক কুলী নই, আমাদের আজ রাত্রিতেই জয়পুরে যেতে হবে। কেন বৃথা কষ্ট দেবে, তোমাদের পায়ে পড়ি, শতসহস্র সেলাম করি—আমাদের দয়া ক'রে ছেড়ে দাও।

এই সময় যে লোক সকলকে ডাকিয়া আনিয়াছিল, সেই লোক সর্দ্দারের কানে কানে কি কথা বলিল। তখন সর্দ্দারের সহিত তাহার কি পরামর্শও হইল। সে পরামর্শ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, কেবল নদী পারের কথাটা আমার কর্ণে গিয়া পৌঁছিল। আমার বোধ হইল—সেই লোকটি যেন বলিতেছে, তাহারা ছাড়িয়া দিলেও আমরা নদী পার হইতে পারিব না।

যাহা হউক, সেই পরামর্শের পর সর্দ্দার আবার প্রশ্ন করিল—"তোমার কাছে টাকা কড়ি কি আছে দাও।"

আমার নিকট যে কয়েক আনা পয়সা ছিল, আমি তৎক্ষণাৎ তাহা বাহির করিয়া দিলাম। কিন্তু ৮।১০ আনার পয়সায় তাঁহারা সন্তুষ্ট হইল না। সকলের মুখে আরও ক্রোধের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে দেখিলাম। তাহার পর আমাদের নিকট আর কিছু টাকা পয়সা আছে কি না, তাহার রীতিমত খানা-তল্লাসি হইল। কিন্তু যখন তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করিয়াও আর কিছু পাইল না, তখন আমাদিগকে ছাড়িয়া দিল। আমরা প্রাণ লইয়া দ্রুতপদে সে স্থান হইতে চলিলাম। অবশ্য সেই টাকা সমেত চাউল পুঁটুলী সঙ্গে লইতে ভুলি নাই। একটা সুঁড়ী রাস্তা দেখিতে পাইলাম। এই বার সেই রাস্তা ধরিয়া চলিলাম, এবং প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ রাস্তা গিয়া আমরা নদীর ঘাটে আসিয়া পৌঁছিলাম। বুঝিলাম—এই সেই পার-ঘাটা—কিন্তু এখানে কোন ঘাট-পারের মাঝিকেও দেখিতে পাইলাম না। সুতরাং চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম।



ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

আশ্রয়ে।

আমরা যখন সেই পারঘাটায় আসিয়া পৌছিলাম, তখন রাত্রি আন্দাজ তিনটা, প্রভাত হইতে তখনও ৩।৪ ঘণ্টা বিলম্ব। সুতরাং এরূপ সময়ে ঘাট-মাঝির কখনই ঘাটে আসা সম্ভব নহে। ঘাটের উপর একখানি ছোট চালা ঘর ছিল, আমরা অবশিষ্ট রাত্রি টুকুর জন্য সেই ঘরে বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। সমস্ত দিন ও রাত্রি আহার-নিদ্রা নাই, সুতরাং আমরা যে কিরূপ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সারদা ত সেই ঘরের মাটির মেঝের উপর শয়ন করিয়া নিদ্রা আরম্ভ করিয়া দিল। ঘুমে আমারও চক্ষু

বুজিয়া আসিতেছিল। আমি ঝিমাইতে লাগিলাম। একটু ঘুমাই, আবার হঠাৎ সে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। এই অবস্থায় কতক্ষণ গেল জানি না, ভোরের সময় একটা ঝম্ ঝম্ শব্দে আমার সে তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তন্দ্রা ভাঙ্গিবার পর দেখি—চারিদিক পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। একজন ডাকবাহক ঝম্ ঝম্ শব্দ করিতে করিতে দৌড়িয়া আমাদিগের নিকট আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়া বুঝিলাম—এই ডাক-বাহক নিশ্চয়ই এখনই এই ঘাটে ডিহিং নদী পার হইবে, সুতরাং এই সুযোগে কোন রকমে পার না হইতে পারিলে, আর উপায় নাই। ডাকবাহক আসিয়াই, প্রথমে আমাদের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিল। তাহার পর আমাকে নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিল। তাহার কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম,—সে ব্যক্তি আমাদের অঞ্চলেরই লোক। পরিচয়ে জানিলাম যে, তাহার নিবাস কামদেবপুর। কামদেবপুর আমাদের গ্রাম হইতে তিন ক্রোশ দূর মাত্র; সুতরাং এরূপ স্থলে একজন দেশের লোকের দেখা পাইয়া, মনে বড় আনন্দ হইল। ডাকবাহকের নাম হারু বাগ্দী। আমি তখন সেই বাগ্দী-পুত্রের দুই হাত ধরিয়া অকপটে আমাদের সমস্ত পরিচয় দিলাম। হারু আমার ভ্রাতাকে চিনিত, সুতরাং আমার প্রতি তাহার দয়া হইল। সে আমায় কহিল—“আমি তোমাদিগকে দেখেই, পলাতক কুলী ব’লে চিন্‌তে পেরেছিলাম, কিন্তু তোমরা যখন আমার দেশের লোক, তখন তোমাদের উপকার আমায় করতেই হ’বে। বিশেষতঃ তোমার দাদা এক সময় আমার বড় উপকার করেছিলেন। এখন এক কাজ কর, তোমাদের দাউলী দু’খানা শিগ্‌গীর নদীতে ফেলে দাও, ওরূপ অস্ত্র

বাগিচার কুলী ভিন্ন আর কেউ ব্যবহার করে না। ও অস্ত্র সঙ্গে থাক্‌লেই নিশ্চয়ই তোমরা ধরা পড়্‌বে।”

হারুর কথা শুনিয়া আমি তাড়াতাড়ি দাউলী দুইখানা নদীতে ফেলিয়া দিলাম। এই সময় সারদার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। আমি যে পার হইবার জন্য কত কাণ্ড করিতেছি, তাহা সে কিছুই জানিল না। তাহার পর ঘাট-মাঝিও আসিয়া উপস্থিত হইল। সুতরাং হারু আর আমাদিগকে কোন কথা শিখাইতে পারিল না। কিন্তু ঘাট-মাঝি আসিবামাত্র, তাহার সে দিন ঘাটে আসিতে কিছু বিলম্ব হওয়ার দরুণ, হারু তাহাকে দুই চারিটা কড়া কথা শুনাইয়া দিল। সেও সরকারী ডাক পার করিতে বিলম্ব করিয়াছে বলিয়া, সে কথা নীরবে সহ্য করিল, এবং বিশেষ অপ্রতিভও হইল। তাহার পর তাড়াতাড়ি তাহার সঙ্গে আমরাও নৌকায় আসিয়া বসিলাম, তখন মাঝি জিজ্ঞাসা করিল—“এরা দুজন কে ?”

আমরা কোন উত্তর করিবার পূর্ব্বে, হারু কহিল—“এরা আমাদের এক গ্রামের লোক, তারপুরের কেরোসিনের খনিতে চাক্‌রী ক’রে দেবো ব’লে নিয়ে যাচ্ছি।”

তখন মাঝি আমাদিগকেও দুই চারি কথা জিজ্ঞাসা করিল। আমরাও হারুর সুরে সুর মিলাইয়া সে প্রশ্নের উত্তর দিলাম। আমাদের কথার উচ্চারণ পর্য্যন্ত হারুর উচ্চারণের সহিত একরূপ হইল দেখিয়া বোধ হয়, মাঝির মনে আর কোনরূপ সন্দেহ রহিল না। মাঝি তখন নৌকা খুলিয়া দিল। প্রায় ১৫ মিনিটের মধ্যে আমরাও অপর পারে আসিলাম। নদী হইতে কিছু দূরে আসিয়াই, হারুকে আনন্দে আলিঙ্গন করিলাম।

নদীতীর হইতে তারপুর প্রায় দেড় ক্রোশ হইবে। তারপুরেই ডাক ঘর। হারু প্রথমে ডাক ঘরে ডাক পৌঁছাইয়া দিল, তাহার পর আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া তাহার বাসায় লইয়া গেল। সে আমাদিগকে বিশেষ যত্নও করিল। আহারাদির উদ্যোগ করিয়া দিল, আমি স্বহস্তে পাক করিলাম। পাক শেষ হইলে, তিন জনে পরিতোষের সহিত আহার করিলাম। আহারান্তে বিশ্রাম। এই বিশ্রামে আমি একবারে গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন হইয়া পড়িলাম। যখন আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন বাস্তবিক সন্ধ্যা, কিন্তু আমার মনে হইল—ভোর হইয়াছে। আমি সারদাকে ডাকিয়া বলিলাম—"সারদা, ভোর হয়েছে, এই বেলা এখান থেকে যাই চল্।"

সারদা নিকটেই ছিল, সে আমার কথায় বিস্মিত হইয়া কহিল—"ভোর কি! এই ত সন্ধ্যা হ'চ্ছে।"

আমি নিজেও একটু অপ্রস্তুত হইলাম। আমি যে আহারান্তে দুই প্রহরের পর শয়ন করিয়াছিলাম, এই সময় আমার সেই কথা মনে উদয় হইল। হারু আমার কথা শুনিতে পাইয়াছিল, সে উত্তর করিল—"অনেকক্ষণ ঘুমুলে ওরকম মনে হয়। কিন্তু সে যা হ'ক, এখান থেকে যাবার জন্য তুমি এত ব্যস্ত কেন?"

আমি উত্তর করিলাম—"ভাই, তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না—আমাদের অবস্থা কি? যত দূরে গিয়ে পড়্‌তে পারি, ততই যেন নিরাপদ মনে ক'র্‌বো।"

হারু। এখানে ধরা পড়্‌বার কোন ভয় নাই। এখন কোথায় যাবার মৎলব বল দেখি?

আমি। শিবসাগরে যেতে চাই।

হারু। তবে নিশ্চয়ই সেখানে গেলেই ধরা পড়্‌বে।

আমি। দেশে যাবার আর রাস্তা কোথায়?

হারু। হাঁ, দেশে যেতে হ'লে, শিবসাগরে যেতে হ'বে বটে। কিন্তু রাস্তা দিয়ে গেলে, নিশ্চয়ই রাস্তাতেই ধরা পড়্‌বে। এমন কত কুলী ধরা পড়েছে।

আমি। তবে উপায়? ভাই, তোমাকে এর উপায় ব'লে দিতে হবে।

হারু। উপায় ব'লে দিতে পারি। কিন্তু সে উপায় কাজে করা ত কঠিন।

আমি। যতই কঠিন হ'ক, আমি তা' পার্‌বো। তুমি আমায় বল—আমার মন বড় অস্থির হ'য়েছে।

হারু। জঙ্গলে জঙ্গলে তোমাদের যেতে হবে।

আমি। এই কথা—সে ত আমি জানি, তার জন্য ত প্রস্তুত হ'য়েই এসেছি। জঙ্গল দিয়ে রাস্তা চল্‌তে খুব পার্‌বো। এই ত কাল দিন রাত্ত জঙ্গল দিয়েই চলে এখানে এসেছি।

হারু। এ তাহা অপেক্ষা আরও ভয়ঙ্কর জঙ্গল। আর এ জঙ্গল পার হওয়াও বড় কঠিন।

আমি। কঠিন কি রকম, আমায় খুলে বল না ভাই।

হারু। এ জঙ্গল এত বড় যে, পার হওয়া ২।১ দিনের কর্ম্ম নয়, পার হ'তে অন্ততঃ ১৫।১৬ দিন যাবে।

আমি। তার পর?

হারু। বাঘ আর বুনো হাতীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়াও বড় কঠিন।

আমি। তারপর?

হারু। এ জঙ্গলে ফল-মূলের গাছ, কি পুষ্করিণী বা নদী বড় দেখ্‌তে পাবে না, সুতরাং এই ১৫।১৬ দিন না খেতে পেয়ে, ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় ম'রে যাবার সম্ভব।

আমি। তারপর?

হারু। তারপর রাস্তা চিনে যাওয়াও কঠিন, হয় ত ১৫।১৬ দিনের স্থলে যত কাল বাঁচ্‌বে, জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে হবে।

আমি। আর কিছু কঠিন আছে কি?

হারু। এই ১৫।১৬ দিন রাত্রিতে ঘুমুবে কোথায়? একদিন না ঘুমিয়ে শরীর কি রকম হয়েছে, বুঝ্‌তে পাচ্ছ ত?

হারুর এই সকল কথায় বাস্তবিক আমি ভীত হইলাম। কিন্তু ভীত হইলে এখন আর কি উপায় আছে? যেরূপেই হউক, এ জঙ্গল আমাদিগকে পার হইতেই হইবে। আমি হারুর এক একটি কথা লইয়া এইরূপ মীমাংসা করিলাম। হারুকে প্রকাশ্যেই কহিলাম—"জঙ্গল যে বড়, সে কথা আমি পূর্ব্বেও জ্ঞাত ছিলাম, তার আর অন্য উপায় কিছুই হ'তে পারে না। বড় জঙ্গলকে ছোট করতে আমরা কখনই সক্ষম হবো না। সুতরাং ১৫ দিনই হ'ক, আর ২০ দিনই হ'ক, যতদিনে পারি—এ জঙ্গল আমাদের পার হ'তে হ'বে। তার পর—তোমার বাঘ আর বুনো হাতীর হাত থেকে রক্ষা হওয়ার উপায় কি বল? তুমি ভাই, বহুকাল এদেশে আছ, তুমি নিশ্চয়ই এর উপায় জান।"

হারু উত্তর করিল—"তার আর অন্য উপায় কি? দিনের বেলায় তোমাদের সে সব ভয় কিছুই নাই। রেতের বেলায়

যেখানে থাক্‌বে, আগুন ক'রে থাক্‌তে হ'বে, আগুন দেখ্‌লে আর সেখানে তারা কেউ যাবে না। আর যদি হঠাৎ এসে পড়ে, তবে দু'জনে মিলে খুব একটা গোলমাল চীৎকার ক'রে উঠ্‌বে। তা' হ'লেও তারা পালিয়ে যাবে।"

আমি। আচ্ছা, জঙ্গলে যদি ফল মূল না পাওয়া যায়, তার উপায় এখান থেকে ক'রে নিয়ে যেতে হবে। ১৫।২০ দিনের মত কিছু চাউল, আলু, চিঁড়া, গুড় নিয়ে গেলে চল্‌বে। কিন্তু জল যদি না পাওয়া যায়, তার উপায় কি হ'বে?

হারু। তারও উপায় হ'তে পারে। এ অঞ্চলের জঙ্গলের মধ্যে আমাদের দেশের বাঁশের কোঁড়ের মতন এক রকম গাছ জন্মায়, তার ভেতর পরিষ্কার জল থাকে,—আমি সে গাছ তোমায় চিনিয়ে দিতে পারবো।

আমি। আচ্ছা ভাল। এইবার রাস্তা দিয়ে যাবার কথা। এ জঙ্গলে কি টেলিগ্রাফের তার নাই?

হারু। তার আছে, সে তার আমি তোমায় দেখিয়ে দেবো। আর তার দেখ্‌তে পেলেই রাস্তাও পাবে। তারের নীচে দিয়ে বরাবর আলি-কাটা রাস্তা আছে।

আমি। তা' হ'লেও রাস্তা সম্বন্ধে আর ভাবনা কি আছে? বরং বড় সুবিধাই হ'বে। এখন ঘুমুবার কি ব্যবস্থা হ'তে পারে? না হয়—এক কাজ করা যাবে। দিনের বেলায় ঘুমুবো, আর রাত হ'লে একটা গাছে উঠে বসে থাক্‌বো।

হারু। তা' হ'লে কত কালে সে জঙ্গল পার হবে? ১৫।১৬ দিনের স্থলে যে ১৫।১৬ মাস কেটে যাবে।

আমি। তা ভিন্ন আর কি উপায় হ'তে পারে?

হারু। তারও উপায় আছে। তুমি যদি তারের নীচের আলি রাস্তা ধরে বরাবর যাও, তবে নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে হাতীধরা মাচা দেখ্‌তে পাবে। সেই মাচার উপর শুয়ে, স্বচ্ছন্দে রাত কাটাতে পার্‌বে।

হারুর এই সকল কথায় আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। রাত্রিতে পুনরায় আহারাদির উদ্যোগ হইল। আমাকে এ বেলাও রন্ধন করিতে হইল। রাত্রি প্রায় ১১টার সময় আমাদের আহারাদি শেষ হইয়া গেল। আহারান্তে আমরা শয়ন করিলাম। অনেক ক্ষণ নিদ্রা আসিল না। কোথা হইতে নানা চিন্তা আমার মনের মধ্যে প্রবেশ করিল। শয্যায় পড়িয়া আমি আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। দিনের বেলায় অধিক ক্ষণ নিদ্রা যাওয়ায়, আমার আর নিদ্রা আসিল না। শেষ রাত্রিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। প্রভাতে উঠিয়া দেখিলাম—অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে

প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া আমি হারুকে কহিলাম—"ভাই, এইবার আমাদের যাবার উদ্যোগ ক'রে দাও। যে যে জিনিস সঙ্গে নিতে হ'বে, সব কিনে দাও; কত লাগ্‌বে বল—আমি টাকা দিচ্ছি।"

হারু উত্তর করিল—"সে সব আমি ঠিক ক'রে দেবো। তোমায় আর টাকা দিতে হ'বে না। কিন্তু আজ আর তোমাদের যাওয়া হ'তে পারে না।"

আমি যাইবার জন্ত বড়ই উৎসুক, তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেন?"

হারু। নিকটেই কি তোমার হাট বাজার কি দোকান

আছে, যে, মনে ক'র্‌লেই কিনে আন্‌বো? এখান থেকে দু'ক্রোশ রাস্তা গেলে, তবে সে সকল জিনিস কিন্‌তে পাওয়া যাবে।

আমি। তবে এমন দেশে থাক কি ক'রে?

হারু। আমাদের রোজই সেখানে যেতে হয়। ডাক দিয়ে যখন ফিরে আসি, তখন কিনে-টিনে নিয়ে আসি। তোম্‌রা এসেছ ব'লে, আমি দু' দিনের ছুটী নিয়েছি। আজ আর ডাক নিয়ে যাবো না, আজ কেবল তোমাদের জন্য হাট বাজার ক'রতে যাবো।

আমি। তোমার গুণ আমি জীবনে কখন ভুল্‌তে পা'র্‌বো না। তুমি আমাদের যে উপকার ক'র্‌লে, তা প্রকাশ ক'রে বল্‌বার ক্ষমতাও আমাদের নাই। বাগ্দীর ঘরে তোমার মত ভদ্রলোক আমি আর কখন দেখি নাই।

হারু। আমি আর তোমাদের কি উপকার ক'রেছি? তোম্‌রা দেশের লোক, এ অঞ্চলে দেশের লোক ত দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। আর বিশেষতঃ তোমার দাদা আমার এক সময়ে বিশেষ উপকার করেছিলেন। তোমার দাদার জন্যই আমার দেশে অন্ন সংস্থান হ'য়েছে। তিনি অনুগ্রহ ক'রে আমায় সে জমী না দিলে, আমার বড়ই কষ্ট বোধ হ'ত।

আমি। আচ্ছা ভাই, তুমি খাবার জিনিসের সঙ্গে আমার জন্য আর এক জিনিস এনো। খানিকটা তামাক, আর এক ডজন দেশ্‌লাই। এখানে দেশলাই পাওয়া যায় ত?

হারু। তা পাওয়া যায়। তবে দাম একটু চড়া। তা' যা' হ'ক, আমি সব আন্‌বো। সে জন্য তোমার কোন

চিন্তা নাই। এখন সকাল সকাল রান্না চড়িয়ে দাও, আমি খেয়ে দেয়ে তোমার জিনিস পত্র কিনে নিয়ে আস্‌বো। আমি রাঁধ্‌লে ত আর তোমরা খাবে না? তা হ'লে কি তোমাদের কষ্ট দি?

আমি সেইরূপই করিলাম। বেলা ১১টার মধ্যেই আমাদের সেদিনকার আহারাদি শেষ হইয়া গেল। আহারান্তে হারু আমার দ্রব্যাদি কিনিয়া আনিতে চলিয়া গেল। যাইবার সময় আমার নিকট কোন টাকা কড়িও চাহিল না। আমার নিকট টাকা ছিল; কিন্তু রাস্তায় কত টাকা দরকার হইবে, কিছুই জানি না। সেই কারণে টাকা লইবার জন্য হারুকে আর কোন জেদ করিলাম না। বৈকালে দেখিলাম—হারু আমাদের জন্য ⁄৪ সের চাউল, ⁄১ সের ডাউল, ⁄॥০ সের গুড়, ⁄।০ পোয়া তামাক, ১ সের চিড়া, আর এক ডজন দেশালাই আনিয়াছে। কত খরচ হইল—একথা আমি একবার জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু আমার সে কথার উত্তরে হারু আমায় কহিল—"এর দাম আর তোমাদের দিতে হবে না।"

আমি আর কোনরূপ উচ্চবাচ্য করিলাম না। সে দিন রাত্রিতেও আহারাদি বিলক্ষণ হইল। খুব প্রত্যুষে উঠিয়া রহনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি, এমন সময় হারু কহিল—"আহারাদি করিয়া যাও, তবুও আজকার দিনটা নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌বে।"

আমি কহিলাম—"আজ ত তোমায় কাজে বেরুতে হবে। তুমি আমাদের জন্য ক'দিন কাজ কামাই ক'র্‌বে?"

হারু সে কথার উত্তরে কহিল—"আজ সকাল সকাল

খেয়ে, তোমাদের জঙ্গলের পথ দেখিয়ে দিয়ে, আমি আপনার কাজে চলে যাবো। আজ ত আমার আর ছুটী নাই।”

অগত্যা হারুর এ অনুরোধ রক্ষা করিতে আমরা বাধ্য হইলাম। সেই দিন আহারাদির পর হারু আমাদিগকে জঙ্গলে লইয়া গিয়া রাস্তা দেখাইয়া দিল। আমরা ঊর্দ্ধে সেই টেলিগ্রাফের তার আর নিম্নে সেই আলি রাস্তা ধরিয়া জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। যাইবার সময় হারুকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতে লাগিলাম। হারু কিন্তু আমার সে সকল কথায় কান দিল না, একদৃষ্টে আমার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। আমি সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলাম—হারুর চক্ষু হইতে টস্ টস্ জল পড়িতেছে! হারু মানুষ না দেবতা?



চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

জঙ্গলে জঙ্গলে।

এ জঙ্গলও সেইরূপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শাল, সেগুন, শিশু প্রভৃতি বৃক্ষে পরিপূর্ণ; তবে এ জঙ্গলের আর শেষ নাই—সীমা নাই—অন্ত নাই—যে দিকে চাহিয়া দেখ, সেই দিকই অনন্ত জঙ্গলে পরিপূর্ণ। সে সকল স্বভাবজাত বৃক্ষ কোনরূপ নিয়মাধীনে ছিল না। এলোথেলো ভাবে যথায় তথায় জন্মিয়াছিল। তাহাদের ঘনাচ্ছাদিত শাখা প্রশাখার অধিকাংশ স্থলে সূর্য্যরশ্মি প্রবেশেরও পথ ছিল না। নানা জাতীয় পক্ষিগণের কূজন শুনিতে শুনিতে আমরা ছুইজনে সেই আলি পথ ধরিয়া চলিয়াছি। স্থলে স্থলে সে পথ ত্যাগ করিতেও হইত, কারণ

সে স্থান এরূপ দুর্ভেদ্য জঙ্গলে পরিপূর্ণ, যে তাহাতে প্রবেশ করা একবারেই দুঃসাধ্য। আবার অনেক কষ্টে সে পথ পুনরায় খুঁজিয়া লইতাম। এইরূপে আমরা সমস্ত দিনই চলিলাম। বেলা পাঁচটার সময় একস্থানে আসিয়া একটা হাতী-ধরা মাচা দেখিতে পাইলাম। তাহা দেখিয়া আমি সারদাকে কহিলাম—"সারদা, আজ এইখানে রাত কাটা'তে হ'বে।"

সারদা কহিল—"কেন—এখনও বেলা ত অনেক আছে?"

আমি উত্তর করিলাম—"যদি এর পর আর এমন মাচা না পাই, তবে বড় বিপদে পড়্‌বো। আর বেলাও অধিক নাই, বড় জোর এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা মাত্র বেলা আছে।"

সারদা। মাচাতে যেন শুয়ে রাত কাটালুম, কিন্তু তৃষ্ণা নিবারণের কি করি? আমার যে তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্চে।

আমি। তবে এস, এই স্থানে এই বাঁশের কোঁড়ের মতন গাছের—অনুসন্ধান করা যা'ক।

এই কথা বলিয়া আমি সেই গাছের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। আমাকে অধিকক্ষণ অনুসন্ধান করিতে হইল না। নিকটেই সেইরূপ অনেক গাছ দেখিতে পাইলাম। সঙ্গে যে অস্ত্র ছিল, তাহা দ্বারা সে গাছ কাটিয়া দেখি, তাহার ভিতর সুন্দর পরিষ্কার জল। সে জল পান করিয়া দেখা গেল, একটু কষা লাগে; তাহা না হইলে এরূপ পরিষ্কার শীতল জল সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। সারদা ত যত পারিল, সেই জল পান করিল। আমরা আহারাদি করিয়া বাহির হইয়াছিলাম, সুতরাং সেরূপ ক্ষুধা এখনও আমাদের হয় নাই। সেই কারণ, আহার আর কিছু করা হইল না। জলপানের

পর সারদা একটু সুস্থির হইয়া কহিল—"গিরীশ, এ জঙ্গল যে কি ক'রে পার হ'বো, আমার সেই ভাবনা হ'চ্ছে।"

আমি কহিলাম—"এখন আর সে ভাবনা ক'র্‌লে চ'ল্‌বে কেন? সে ভাবনা এখন আর মনে স্থান দিও না।"

সারদা। বড় দুঃসাহসের কার্য্য করা হ'য়েছে।

আমি। তার আর সন্দেহ আছে? কিন্তু এ কাজ ক'র্‌তে একটু দেরী হয়েছিল ব'লে, তুমি তখন আমার উপর কত রাগ ক'রেছিলে।

সারদা। যদি এ জঙ্গলটা পার হ'য়ে একবার শিবসাগরে গিয়ে পৌঁছিতে পারি, তবেই দেশে যাবো; নইলে এ জঙ্গল দেখে আর মনে সে আশা স্থান পায় না।

আমি। এ জঙ্গল পার হ'লেও আমরা নিরাপদ হ'তে পার্‌বো না।

সারদা। সে কি! এই রকম আরও জঙ্গল আছে না কি?

আমি। জঙ্গল আর নাই বটে, কিন্তু ধরা পড়্‌বার সম্ভাবনা আছে। তুমি কি মনে কর—আমরা যে পালিয়ে এসেছি, সে সংবাদে তারা কি নিশ্চিন্ত আছে? নিশ্চয়ই সে সংবাদ ডিব্রুগড় আর শিবসাগরে দেওয়া হ'য়েছে।

সারদা। সেখানে কার কাছে সংবাদ গেছে?

আমি। বোধ হয় পুলিসের কাছে সে সংবাদ গেছে। আর সাহেবের লোকও সেখানে থাক্‌তে পারে।

সারদা। তবেই ত সর্ব্বনাশ! কেন ম'র্‌তে পালিয়ে এলুম।

আমি। এখন আর সে ভাবনায় কাজ নাই। সে বিপদ

যখন হ'বে, তখন তার উপায়ও করা যা'বে। এখন জঙ্গল থেকে কিছু শুক্‌নো কাঠ সংগ্রহ কর দেখি।

সারদা। রাত্রে রান্না হবে না কি? আর সে হাঙ্গামায় দরকার নাই।

আমি। রান্না হবে না।

সারদা। তবে শুক্‌নো কাঠ নিয়ে কি হবে?

আমি। ঐ মাচার নীচে একটা আগুন জ্বেলে রাখ্‌তে হ'বে। আগুন দেখ্‌লে কোন হিংস্রক জানোয়ার আর এদিকে আস্‌বে না।

সারদা। হাঁ, সে কথা হারু ব'লেছিল বটে।

এই কথা বলিয়া সারদা কাষ্ঠ অন্বেষণে গেল। আমি এই সময় একবার সেই মাচার উপর উঠিয়া দেখিলাম—চারি দিকেই জঙ্গল। সে জঙ্গলের যে শেষ কোথায়, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সেইস্থানে বসিয়া নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলাম। এমন সময় দেখি—সারদা অনেক কাষ্ঠ লইয়া আসিয়াছে। তখন সন্ধ্যা হইবারও অধিক বিলম্ব ছিল না, সুতরাং দেশালাই জ্বালিয়া সারদাকে সেই কাষ্ঠে অগ্নি দিতে বলিলাম। অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে, এই সুযোগে আমরা তামাক খাইতে আরম্ভ করিলাম। একে একে দুই ছিলিম তামাক খাওয়া হইল।

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা হইল। তখন তথায় আর কাল-বিলম্ব না করিয়া আমরা উভয়ে সেই হাতী-ধরা মাচায় গিয়া শয়ন করিলাম। কিন্তু শয়ন করিলাম ঐ পর্য্যন্ত—নিদ্রার কোন সুযোগই দেখিতে পাইলাম না। সেই জঙ্গলের মধ্যে মাচার উপর

শয়ন করিয়া কে আর নিদ্রা যাইতে পারে বল? অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত নিদ্রা আসিল না। না আসিবার আরও এক কারণ ঘটিল।

দিনের বেলায় পক্ষিগণের কোমল সুমধুর কূজন শুনিতে শুনিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু রাত্রিকালে এ কি এক ভীষণ কোলাহল! আমরা চারিদিক হইতেই মধ্যে মধ্যে হিংস্রক জন্তুগণের বিকট চীৎকার শুনিতে লাগিলাম। ব্যাঘ্রের গর্জ্জন ত স্পষ্টই শুনা যাইতে লাগিল; আর মনে হইতে লাগিল, সে গর্জ্জন যেন অতি নিকট হইতেই আসিতেছে। এরূপ অবস্থায় কি নিদ্রা হইতে পারে? সুতরাং সে রাত্রি এক প্রকার জাগরণেই কাটাইলাম। প্রভাতে উঠিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলাম। বেলা দুইটা পর্য্যন্ত ক্রমাগত চলিলাম। তাহার পর ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় একবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। একটু পরিষ্কার স্থান পাইয়া সেই থানে আহারাদির জোগাড় করিবার মনস্থ করিলাম। সারদার ইচ্ছা রন্ধন করা হউক, কিন্তু আমি গুড় ও চিড়ার ব্যবস্থা করিলাম। সারদার কিন্তু মনোমত হইল না। সারদা কহিল—"ভাই গিরীশ, দুটি ভাত রাঁধা যা'ক এস। কেবল ভাতে ভাত।"

আমি কহিলাম—"সে কেমন ক'রে হ'বে?"

সারদা। কেন আমাদের সঙ্গে ত সবই আছে। চাল, আলু, তেল, নুন যখন র'য়েছে, তখন না হ'বে কেন?

আমি। সব আছে বটে, কিন্তু একটি জিনিসের অভাবে সে সব থেকেও নাই হ'য়েছে।

সারদা। কি সে জিনিস?

আমি। হাঁড়ি কই? কিসে ক'রে রাঁধ্‌বে?

সারদা। তাই ত, বড় ভুলই হ'য়েছে। এখন ত আর তার কোন উপায় হ'তে পারে না।

তখন কাজে কাজেই আমার ব্যবস্থাতেই সারদাকে সম্মত হইতে হইল। কিছু কিছু চিড়া ও গুড় খাইয়া সেই খানে বিশ্রাম করা গেল। কিন্তু অধিকক্ষণ বিশ্রাম করিতে সাহস হইল না। একটা হাতীধরা মাচা না পাইলে রাত্রি কাটাইব কি প্রকারে? সুতরাং সে স্থান হইতে উঠিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলাম। তখন বেলাও অনেক ছিল, সুতরাং অনেক দূর গেলাম, কিন্তু কোথাও সেইরূপ হাতী-ধরা মাচা আর দেখিতে পাইলাম না। মনে মনে বড় ভয় হইল, কারণ এখন আর সন্ধ্যা হইবার অধিক বিলম্ব ছিল না।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল—রাত্রিও হইল। চারিদিকে হিংস্রক জন্তুর কোলাহলও শুনিতে পাইতে লাগিলাম, কিন্তু সেরূপ একটা আশ্রয় আর কোথাও দেখিতে পাইলাম না। তখন কি করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। অবশেষে দুইজনে একটা বৃক্ষের উপর উঠিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিবার মনস্থ করিলাম। ইহা ব্যতীত অন্য উপায় আর কি আছে? কার্য্যেও তাহাই করা গেল। সে রাত্রি কি ভয়ঙ্কর রাত্রিই গিয়াছে! জীবনের সমস্ত ঘটনা ভুলিয়া যাইতে পারিব, কিন্তু সেই রাত্রির ঘটনা এ জীবনে কখনই ভুলিতে পারিব না।

পূর্ব্ব-রাত্রিতে নিদ্রা হয় নাই, সুতরাং এ রাত্রিতে নিদ্রার বিশেষ আবশ্যক। একটা সেরূপ মাচা পাইলে নিশ্চয়ই আজ নিদ্রায় অভিভূত হইতে পারিতাম। চক্ষুও ঘুমে বুজিয়া আসিতে

লাগিল। কিন্তু বৃক্ষের ডালে বসিয়া আর কিরূপে ঘুমাই বল? সুতরাং ঘুমের জন্য বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। তাহার উপর আজ আর সে বৃক্ষের তলায় আগুন ছিল না, কারণ প্রায় ২ ঘণ্টা রাত্রি পর্য্যন্ত আমরা আশ্রয়ের জন্য জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইলাম, শেষে আশ্রয় না পাওয়ায় এই রাত্রিকালে বৃক্ষের উপর উঠিতে হইল। সুতরাং সে রাত্রিকালে কোথায় শুষ্ক কাষ্ঠ পাওয়া যাইবে? সেই কারণ বৃক্ষের নিম্নে আগুন আর জ্বালা হইল না। আর সেরূপ আগুন রাখা যে বিশেষ আবশ্যক, সে কথা তখন আমরা জানিতামও না। খানিক রাত্রিতে দেখি—একটা ফেউ ক্রমাগত ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। ফেউএর ডাক শুনিয়া, বুঝিতে পারিলাম যে শীঘ্রই ব্যাঘ্র বাহির হইবে। অল্পক্ষণ পরেই দুইটা প্রকাণ্ড বাঘ—সঙ্গে দুই শাবক লইয়া আমাদের গাছের তলায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে দেখিলাম। দেখিয়াই ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গেল। সারদা আমা অপেক্ষাও ভীরু, সে ত একবারে ভয়ে কাঁপিতে আরম্ভ করিল। আমার আরও ভয় হইতে লাগিল—পাছে সে ভয়ে বৃক্ষ হইতে নিম্নে পড়িয়া যায়। বৃক্ষতলস্থিত ব্যাঘ্রদ্বয় নিশ্চয়ই আহার-অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছিল। আমরা দুইজনে তাহাদের সেই আহার, সুতরাং আমাদের ত ভয় হইবারই কথা। তবে ভরসার মধ্যে এই, আমরা গাছের উপরে রহিয়াছি। ব্যাঘ্র কি গাছে উঠিতে পারে না? কিন্তু নাই পারুক, এরূপ অবস্থায় বাঘ দেখিলে মন কিরূপে স্থির রাখিতে পারা যায় বল দেখি! সেই যে ঘুমে চক্ষু একবারে বুজিয়া আসিতেছিল, সে ঘুম যেন কোথায় পলায়ন করিল। আমরা বৃক্ষের ডালে বসিয়া

ত্রাহি—ত্রাহি ডাক ছাড়িতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে সে ব্যাঘ্র দুইটাকে আর দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু দূরে ব্যাঘ্রের গর্জ্জন প্রায়ই মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাইতে লাগিলাম।

তাহার পর সেই রাত্রিতে আর এক ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়জনক। তখন আকাশে চন্দ্র উঠিয়াছিল। সুতরাং জঙ্গল হইলেও সেখানে জ্যোৎস্না আসিয়া পৌঁছিল। সেই জ্যোৎস্নালোকে আমরা দেখিলাম—নিম্নে একদল হাতী চরিতেছে। তাহারা সংখ্যায় অল্প নহে, ২৫।৩০টা হইবে। সেই হাতীর দল দেখিয়া সারদার মনে বড়ই আহ্লাদ হইল। কারণ তাহার পূর্ব্বে সারদা আর কখন হাতী দেখে নাই। আমি ইহার পূর্ব্বে হাতী দেখিয়াছিলাম, আর বন্য হাতীধরার কথা প্রসঙ্গে এই সকল হাতীর প্রকৃতিও কিছু কিছু জানিতাম; সুতরাং সে বুনো হাতীর দল দেখিয়া আমার মনে কোনরূপ আনন্দের ভাব উদয় হইল না, বরং ভয়ই হইল। এই সময় সেই হাতীর দলে একটা হস্তিশিশু দেখিয়া সারদা একবারে চীৎকার করিয়া উঠিল—"গিরিশ, ঐ বাচ্ছা হাতীটাকে ধরি আয়।"

আমি কহিলাম—"এ পরামর্শ মন্দ নয়, তা হ'লে আর রাস্তা চল্‌তে হ'বে না, হাতীর পিটে চেপে মজা ক'রে জঙ্গল পার হওয়া যাবে।"

অবশ্য একথা আমি বিদ্রূপচ্ছলেই কহিয়াছিলাম, কিন্তু সারদা আমার সে বিদ্রূপ বুঝিতে না পারিয়া কহিল—"তবে কি নীচে গিয়ে একবার চেষ্টা ক'রে দেখ্‌বো না কি?"

আমিও পূর্ব্বের ন্যায় বিদ্রূপচ্ছলেই কহিলাম—"তাতে আর দোষ কি?"

তাহার পরই দেখিলাম—সারদা বৃক্ষ হইতে নীচে নামিতে আরম্ভ করিয়াছে। একটু মজা দেখিবার জন্য আমি আর সে সময় তাহাকে কোন নিষেধ করিলাম না। কতক নামিয়া সারদা আমায় চীৎকার করিয়া ডাকিল। এইবার সে চীৎকার বৃক্ষতলস্থিত একটা হাতীর কর্ণেও গিয়া পৌঁছিল। আমি দেখিলাম—সেই হাতীটা একদৃষ্টিতে সারদাকে দেখিতেছে। তাহার পরেই দেখি—হাতীটা দৌড়িয়া সারদাকে ধরিতে আসিতেছে। তখন আমি সারদাকে শীঘ্র উপরে উঠিতে কহিলাম, এবং এই আকস্মিক বিপদের সংবাদ দিলাম। আমার কথায় সারদার চৈতন্য হইল, তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া পড়িল। সে সময় কিন্তু সারদার সে দিকে কোন লক্ষ্যই ছিল না। এদিকে সারদা এতদুর নীচে নামিয়াছিল যে, সেই হাতী শুঁড়ের দ্বারা অনায়াসেই তাহাকে ধরিতে পারিত। আর এক মুহূর্ত্ত দেরী হইলেই সে কার্য্যও শেষ হইয়া যাইত। কি সর্ব্বনাশ!

সারদাকে ধরিতে না পারিয়া হতাশে সেই হাতীটা একটা ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সেই গর্জ্জন শুনিয়া, দলস্থিত সমস্ত হাতী অতি ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে করিতে আমাদের সেই বৃক্ষের দিকে ছুটিয়া আসিল। সারদা তখন ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে উচ্চে উঠিয়াছিল; সুতরাং সে সকল হাতীর শুঁড় ততদুর উচ্চে পৌঁছিল না। তখন সেই বৃক্ষের একটা মোটা শাখা তিন চারিটা হাতীতে শুঁড়ের দ্বারা ধরিয়া মড় মড় শব্দে ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তাহার পর সেই উন্মত্ত হস্তীর দল অন্য একটা বৃহৎ শাখা ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিল। টানের জোরে সেই প্রকাণ্ড বৃক্ষ দুলিতে আরম্ভ করিল। আমরা তখন মনে মনে 'ত্রাহি

মধুসূদন' ডাকিতে ডাকিতে ভয়ে একটা ডাল জড়াইয়া ধরিয়া কাঁপিতেছিলাম। প্রতি মুহূর্ত্তেই সেই স্থানচ্যুত হইবার আশঙ্কা। সুতরাং আমাদের মনের অবস্থা যে কিরূপ ভয়ঙ্কর, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। তখন প্রাণের আশায় এক প্রকার নিরাশ হইলাম। প্রতি টানেই মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কিন্তু প্রায় দুই ঘণ্টা কাল টানাটানি করিয়াও সেই উন্মত্ত হস্তীদল সেই সুদৃঢ় প্রকাণ্ড বৃক্ষ উপড়াইতে পারিল না। এমন সময় অন্য দিক হইতে অন্য এক দল হস্তীর গর্জ্জনে জঙ্গল কম্পিত হইয়া উঠিল। সেই বৃংহণ শুনিয়া আমাদের আক্রমণকারী হস্তীর দল আমাদের আশ্রয়-বৃক্ষ পরিত্যাগ করিয়া সেইদিকে দলবদ্ধ হইয়া ছুটিল। তখন আমাদের মৃতপ্রায় দেহে যেন প্রাণ আসিল। কিন্তু ভয়ে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা নীরবে সেই ভাবে রহিলাম। কেহ কাহারও সহিত কোন কথা কহিতে আর সাহস করিল না।

ক্রমে প্রভাত হইল। জঙ্গল মধ্যস্থিত পক্ষিগণের মধুর স্বর-লহরী ছুটিতে আরম্ভ করিল। প্রভাত-সমীরণে আমাদের ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত দেহ একটু স্নিগ্ধ হইল। তখন আমার কথা কহিতে সাহস হইল। আমি সাহস করিয়া সারদাকে ডাকিয়া কহিলাম—"সারদা, তোমার বুদ্ধির দোষে আমরা এই বিপদে পড়ে'ছিলুম। তুমি যদি বাচ্ছা হাতী ধরতে নীচে না নেমে যেতে, তা'হ'লে কখনই আমাদের এ বিপদ হ'ত না। আমরা গাছের উপর যে আছি, হাতীরা তা কখনই জান্‌তে পারত না।"

সারদা আমার কথার উত্তরে কহিল,—"তা' আমি কেমন

ক'রে জান্‌বো যে, হাতী এমন ভয়ঙ্কর জানোয়ার! আমি যখন সে কথা তুল্লুম, তুমি ত আমায় বারণ কর্‌লেই পার্‌তে।"

আমি। আমি তোমার কথা তামাসা মনে কর্‌ছিলাম, তাই তোমায় নিবারণ করি নাই। বুনো হাতী কি ভয়ঙ্কর জীব তুমি যে জান না, তা' সে সময় আমি মনেও করি নাই।

সারদা। আমি জীবনে কখন হাতীই দেখি নাই, তা' বুনো আর পোষা।

আমি। সে যা' হ'ক, এখন এ গাছ থেকে নামা যা'ক্ চল।

সারদা। আমার, ভাই, এখনও নাম্‌তে কেমন ভয় কর্‌ছে।

আমি। না, এখন আর কোন ভয় নাই।

এই কথা বলিয়া আমি নামিতে আরম্ভ করিলাম। সারদাও আমার সঙ্গে সঙ্গে নামিতে লাগিল, কিন্তু বৃক্ষ হইতে নামিয়া মাটীতে পা দিবার পূর্ব্বে সে একবার চারিদিক ভালরূপ দেখিয়া তবে নামিল। আমরা পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলাম। সেইরূপ বন আর সেইরূপ জঙ্গল—নূতনত্ব কিছুই নাই, সুতরাং সে সকল কথা আর কি বর্ণনা করিব? দুই প্রহর পর্য্যন্ত আমরা এইরূপ অবিশ্রান্ত চলিতে লাগিলাম। তাহার পর ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া এক বৃক্ষের তলায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। সারদা বড়ই কাতরভাবে কহিল,—"ভাই, গিরীশ, দুটী ভাতের জন্য আমার প্রাণ বড়ই আকুল হ'য়েচে। দুটী ভাত রাঁধ্‌বার কি কোন উপায় হ'তে পারে না?"

সারদার সেইরূপ কাতরোক্তি শুনিয়া আমার প্রাণ বড়ই ব্যথিত হইল। আমি কিছুক্ষণ মনে মনে চিন্তা করিয়া ভাত রাঁধিবার এক উপায় স্থির করিয়া সারদাকে কহিলাম—

"সারদা, তুমি খুব বড় বড় দেখে কতকগুলা শালপাতা ভাঙ্গিয়া আন দেখি।"

সে জঙ্গলে ত শাল-পাতার অভাব ছিল না, সুতরাং সারদা তৎক্ষণাৎ রাশীকৃত কাঁচা শালপাতা আনিয়া হাজির করিল। আমি সেই সকল পাতা জুড়িয়া এক হাঁড়ি প্রস্তুত করিলাম। পাতা একহারা না রাখিয়া তেহারা করিয়া দিলাম। তাহার পরে পূর্ব্বোক্ত উপায়ে জল সংগ্রহ করিয়া সেই পাতার হাঁড়িতে জল ঢালিয়া দিলাম। দেখিলাম—সে জল এক বিন্দুও পড়িল না। তখন সারদাকে উনুন প্রস্তুত করিয়া অগ্নি জ্বালিতে কহিলাম। সারদা অবিলম্বে তাহা প্রস্তুত করিলে, আমি চাল চড়াইয়া দিলাম। অগ্নির উত্তাপে সেই কাঁচা পাতা পুড়িল না। আমরা সেই কাঁচা পাতার হাঁড়িতে আলুভাতে ও ডাউল-ভাতেভাত প্রস্তুত করিলাম, এবং শালপাতায় তাহা ঢালিয়া লইয়া পরিতোষের সহিত আহার করিলাম। আহারান্তে প্রায় একঘণ্টা কাল বিশ্রাম করিলাম। দুই তিন ছিলিম তামাকুও সেবন করা হইল। সারদার স্ফূর্ত্তি আজ আর দেখে কে?

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বাঘের মুখে।

বেলা আন্দাজ তিনটার সময় আমরা পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলাম। সেইরূপ একই রকম বৃক্ষাদি পরিপূর্ণ জঙ্গল ব্যতীত আর কিছুই নয়নগোচর হইতেছিল না, সুতরাং সে সকলের বর্ণনা আর কি করিব? সন্ধ্যা হইবার যখন প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা মাত্র বিলম্ব ছিল, তখন আমরা এক ক্ষুদ্র নদীতীরে আসিয়া পৌঁছিলাম। নদী ক্ষুদ্র হইলেও তাহার জল অতি পরিষ্কার দেখিয়া আমাদের মনে বড় আনন্দ হইল। আজ তিন চারি দিন স্নান হয় নাই, রাত্রিতে নিদ্রা না হওয়ায় শরীরও বড় গরম বোধ হইতে লাগিল; সেই কারণে আমি সার-

দাকে কহিলাম—"সারদা, আমার শরীর বড় গরম বোধ হই-তেছে, এই নদীর জলে স্নান করা যা'ক এস ।"

সারদা উত্তর করিল—"এমন অবেলায় স্নান করবে ?"

আমি। তা'তে কোন দোষ নাই, কারণ আরও কত দিন যে আমাদের এই জঙ্গলে কাট্‌বে, তার কিছুই স্থিরতা নাই। আবার যে এমন নদীর জল এ জঙ্গলে পা'ব, আমি ত সে আশা করি না ; সুতরাং আমার এ নদীতে স্নান কর্‌তেই হ'বে।

সারদা। তবে তুমি স্নান কর, আমি আর এ অবেলায় স্নান কর্‌ব না। জল খেয়ে প্রাণ ঠাণ্ডা করি।

এই বলিয়া সারদা জলপান করিতে গেল। আমি তখন তৈল মাখিতে আরম্ভ করিলাম। আমার তৈলমাখা শেষ হইলে আমি নদীতে স্নান করিতে নামিলাম। তাহার প্রায় দশ মিনিট পরে সারদা একটা ভয়ানক চীৎকার করিয়া উঠিল। আমি তাহার সে চীৎকারের অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, কেবল বিস্মিতনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। এমন সময় দেখি—সারদা "বাঘ—বাঘ" করিয়া দৌড়িয়া পলাইতেছে। আমি তৎক্ষণাৎ তাহার চীৎকারের অর্থ বুঝিতে পারিলাম, এবং উচ্চৈঃস্বরে একটা কোলাহল করিয়া সারদাকে নদীতে নামিতে কহিলাম। সারদা জলে নামিতে নামিতে তাহার পশ্চাতে একটা প্রকাণ্ড বাঘ আসিয়া নদীতীরে দাঁড়াইল। তখন আমরা নদীর জল চাপড়াইয়া একটা ভয়ঙ্কর কোলাহল উত্থিত করিতে লাগিলাম। বোধ হয়, ঈশ্বর আমাদিগকে তখন সেই বুদ্ধি খাটাইতে বলিয়া দিয়াছিলেন ; কারণ আমাদের এই কার্য্যে প্রথমে বাঘটা ক্রোধে ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

তাহার পর কি মনে করিয়া আমাদিগকে আর আক্রমণ করিল না, এক লম্ফে নদী পার হইয়া অপর পারস্থিত জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমরা তখনও কিন্তু সেই রূপ কোলাহল করিতে নিবৃত্ত হইলাম না। হৃদয়ের আবেগে কোথা হইতে একটা উৎসাহ আমাদিগকে বিশেষরূপ উৎসাহিত করিয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে যখন চারিদিক চাহিয়া দেখিলাম, যে, কোন দিকে আর কোন ব্যাঘ্রের চিহ্ন নাই, তখন তাড়াতাড়ি তীরে উঠিয়া আমাদের দ্রব্যাদি লইয়া আমরা নদী পার হইয়া গেলাম। কিন্তু একবারে বাঘের মুখে পড়ায় আমার প্রাণে ভয় হইয়াছিল। এ দিকে সন্ধ্যাও আগতপ্রায়। তখন আমি একটা আশ্রয়ের জন্য বড় ব্যগ্র হইলাম, এবং মনে কেবল ভগবানকে ডাকিতেছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের প্রতি ভগবানের কৃপা হইল। আমরা সম্মুখেই একটা হাতী-ধরা মাচা দেখিতে পাইলাম। তখন আর কালবিলম্ব না করিয়া আমরা উভয়ে তাড়াতাড়ি সেই মাচার উপর উঠিলাম। মাচায় উঠিয়া কিছুক্ষণ আমরা উভয়েই নীরব, কাহার মুখে কোন কথাই নাই! কিছুক্ষণ পরে সারদা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল—"গিরীশ! আজ কি বিপদ থেকেই রক্ষা পেয়েছি!"

আমি উত্তর করিলাম—"কেবল আজই কেন? কোন্ দিন না আমরা এমন বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছি?"

সারদা। কিন্তু ভাই, এমন বাঘের মুখে এক দিনও পড়ি নাই!

আমি। নিত্য নূতন নূতন রকমের বিপদ দেখা দিচ্চে—যেমন পাপ করে'ছি, তার উপযুক্ত শাস্তি হ'চ্ছে। কিন্তু সারদা,

আমিই তোমাদের ভুলিয়ে এনেছিলুম, শাস্তিটা কেবল আমারই হওয়া উচিত। সঙ্গদোষে পড়ে, তুমিও অনেক কষ্ট পা'চ্ছ। তোমার জন্যই আমার বড় কষ্ট হয়।

সারদা। তোমার দোষ কি? আমার অদৃষ্টের দোষে কষ্টভোগ ক'র্‌চি। আমি তোমায় কোন দোষ দি' না, কেবল অদৃষ্টের দোষই দি। আর পাপের কথা যা বল্‌লে—আমিও একজন কম পাপী নই! আমি নিশ্চয় বল্‌ছি—কারু দোষ নাই, আমি আপনার পাপের ফল আপনি ভোগ কর্‌চি।

আমি। যা'ক সে কথা—আমি বল্‌ছিলাম কি—আজও ত মাচার তলায় কোন আগুণ করা হ'ল না। যদি বুনো হাতী কি বাঘ আসে, তুমি তখন যেন আর কোন গোল-যোগ ক'র না। নদীর অতি নিকট বলে, আমার বড় ভয় হ'চ্ছে।

সারদা। নদীর ধারে বলে, ভয় হ'চ্ছে কেন?

আমি। তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না—এ জঙ্গলে নদী বড় একটা নাই। আমরাও এই তিন চারি দিন ঘুরে এই একটী ছোট নদী দেখ্‌লাম। সেই জন্য এই জঙ্গলের হিংস্রক জন্তুরা এই নদীতেই জলপান করতে এসে থাকে। আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে নদীতে নাইতে নামা আমার ভাল হয় নাই।

সারদা। আমি ত তোমায় বারণই ক'রেছিলুম। তুমি যদি সব জান—তবে সে কাজ করলে কেন?

আমি। সব সময় কি ছাই সকল কথা মনে থাকে? একবার না ঠেক্‌লে শিক্ষা হয় না।

সারদা। আচ্ছা ভাই, বাঘটা এক লাফে যখন নদী পার

হ'য়ে চ'লে গেল, তখন মনে কর্‌লেই সে ত আমাদের ঘাড়ে এসে পড়্‌তে পার্‌তো; আর নদীতে অধিক জলও ছিল না।

আমি। মনে করলে বাঘটা নিশ্চয়ই আমাদের ঘাড়ে পড়্‌তে পারতো—কিন্তু ভগবান্ আমাদের বাঁচাবেন কিনা—তাই বাঘটা ভয় পেয়ে পালালো! ভাই, তিনি রক্ষা করলে কার সাধ্য মারে, আর তিনি মার্‌বার ইচ্ছা কর্‌লে কার সাধ্য রক্ষা করতে পারে? আমরা এত বড় বড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেলেম, হয় ত একদিন একটা সামান্য বিপদে প'ড়ে আমাদের মর্‌তে হ'বে।

সারদা। ভাই, তোমার কথা শুন্‌লে জ্ঞান হয়। তুমি এ সকল জ্ঞানের কথা শিখ্‌লে কোথা থেকে? আগে ত তোমার মুখে এমন জ্ঞানের কথা কখন শুনি নাই।

আমি। ভাই, এ সকল শিক্ষা আমার বিপদের সময় শিখেছি। বিপদে পড়্‌লে যেমন শিক্ষা হয়, এমন শিক্ষা আর কিছুতেই হয় না।

সারদা। কিন্তু ভাই, আমার বড় ঘুম পাচ্ছে। তাই বলি—এখন এ সকল থাক্, আমাকে একটু ঘুমুতে দাও।

আমি। তবে তুমি ঘুমাও, আমিও একটু ঘুমুবার চেষ্টা করি।

এই কথা বলিয়া আমি নীরব হইলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি—সারদা নাসিকাধ্বনি করিয়া নিদ্রা যাইতেছে। তখন আমারও একটু একটু তন্দ্রা আসিতেছিল। অল্পক্ষণ পরে আমিও গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। রাত্রিতে যে কি হইল, আমাদের উভয়ের কেহই কিছু জানিতে পারিলাম না। যখন আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন দেখি—

প্রভাত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব গগনে দিবাকর ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে। জঙ্গলের উচ্চবৃক্ষ-চূড়ায় সেই বালসূর্য্যের কিরণ আসিয়া পড়িয়াছে। পক্ষিগণ অতি মধুর রবে চারিদিকে যেন মধু ঢালিয়া দিতেছে। প্রভাত-সমীরণের স্পর্শে আমাদের অঙ্গ সুশীতল হইতেছে। এখনও কিন্তু সারদার নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই, তাহার নাসিকাধ্বনি এখনও হ্রাস-প্রাপ্ত হয় নাই। আমি আর থাকিতে পারিলাম না—সারদাকে ডাকিয়া তুলিলাম। তাহার পর উভয়ে ধীরে ধীরে সেই মঞ্চ হইতে নামিয়া, গন্তব্যপথে পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলাম।



ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

আবার চা-বাগানে।

সে দিন বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত চলিলাম। তাহার পর এক বৃক্ষতলায় আহারাদির উদ্যোগ আরম্ভ করিয়া দিলাম। সারদার আর চিড়াগুড় ভাললাগে না, কিন্তু সে দিনও আমায় রন্ধন করিতে হইল। আজ কেবল ভাতে ভাত নহে, ভাতের পর ডাউলও রাঁধিলাম; সুতরাং অদ্যকার আহারও কিছু গুরুতর হইল। আহারান্তে বিশ্রাম ও তামাকু সেবনও হইল; কিন্তু সে স্থলে নিদ্রা যাইতে আর আমাদের সাহস হইল না। বেলা আন্দাজ সাড়ে তিনটার সময় পুনরায় আমরা চলিতে আরম্ভ করিলাম।

এইরূপ অবস্থায় আট দিন আট রাত্রি আমাদের জঙ্গলে কাটিয়া গেল। তাহার মধ্যে পাঁচ দিন রাত্রি-যাপনের জন্য হাতী-

ধরা মঞ্চ পাইয়াছিলাম, আর তিন দিন বৃক্ষশাখাতেই রাত্রি যাপন করিতে হইয়াছিল। এই আঁট দিনে অনেক রকম বিপদেও পড়িয়াছিলাম; কিন্তু সে সকল এক ঘেয়ে কথা আপনাদের ভাল লাগিবে না বলিয়া, এখানে আর তাহার বিস্তারিত বিষয় প্রকাশ করা আবশ্যক বোধ করিতেছি না। ফল কথা—একদিন প্রাতঃকালে অনাহারে অনিদ্রায় ক্লান্তদেহে জঙ্গল অতিক্রম করিয়া আমরা খোলা মাঠে আসিয়া পড়িলাম। সে মাঠ দেখিয়া আমাদের মনে হইল, যেন জীবন পাইলাম।

কিছু দূর সেই মাঠ অতিক্রম করিয়া দেখিলাম, আমরা এক চা-বাগিচার সীমানায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। তখন প্রাণে বড় ভয় হইল;—জনমানবশূন্য ও হিংস্রক-জন্তু-সমাকুল জঙ্গল অপেক্ষা যে এই চা-বাগিচা আমাদের অধিকতর ভয়ের কারণ, তাহার সন্দেহ নাই। এই চা-বাগিচার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই ত আমরা নিজের জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া সেই জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম। সুতরাং আমরা বড় আশায় নিরাশ হইলাম। আরও অগ্রে যাইব, কি পশ্চাতে ফিরিব, চিন্তা করিতেছি, এমন সময় দেখিলাম—একজন অশ্বারোহী সাহেব দ্রুতবেগে আমাদের দিকে আসিতেছেন। তাহাকে দেখিয়াই আমাদের প্রাণ উড়িয়া গেল। একবার মনে করিলাম, জঙ্গলের দিকে দৌড়িয়া পালাই; কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে হইল যে, অশ্বারোহীর নিকট হইতে আমরা দৌড়িয়া পলাইতে পারিব না, তাহাতে কেবল বৃথা তাঁহার সন্দেহের উদ্রেক করা হইবে মাত্র। এই ভাবিয়া আমি সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলাম,

এবং সারদাকেও দৌড়িয়া পলাইতে দিলাম না। সাহেব আমাদের সম্মুখে আসিয়াই অশ্বের গতি সংযত করিলেন। আমি তখন সাহেবকে এক লম্বা সেলাম করিলাম। কিন্তু সাহেব আমার সে সেলামের প্রতি কোন লক্ষ্য না করিয়া কহিলেন—"তোম্ কোন্ লোক হ্যায় ?"

আমি বিনীতভাবে উত্তর করিলাম—"পরদেশী হ্যায় হুজুর।"

সাহেব। কাঁহাসে আতা ?

আমি। ডেব্রুগড়সে আতা হুজুর।

সাহেব তখন অগ্নিমূর্ত্তিধারণ করিয়া কর্কশ-স্বরে কহিলেন—"ঝুঠাবাৎ—এ ডেব্রুগড়কা রাস্তা নেহি হ্যায়।"

আমি। রাস্তা ভুল্‌কে ইধার আয়া হুজুর।

সাহেব। ফিন্ ঝুঠা বোলতা! তোম্ লোক কুলি হ্যায়—কই বাগিচাসে ভাগ্‌কে আয়া।

আমি। হুজুর মা বাপ হ্যায়—আপ্‌কা বাৎকা উপর হাম্ নেহি কহেনে স্যেকৃতা।

সাহেব তখন একবার পশ্চাতে ফিরিয়া ডাকিলেন,—"দেবী সিং!"

তখন কোথা হইতে দুইজন হিন্দুস্থানী জোয়ান সেলাম করিয়া সাহেবের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সাহেব আজ্ঞা করিলেন "এ দোনো কুলী কই বাগিচাসে ভাগ্‌কে আয়া। দোনোকে বাগিচামে লে জাকে গারদমে রাখো।"

"যো হুকুম খোদাবন্দ"—বলিয়া তাহারা আমাদের দুইজনকে ধৃত করিয়া বাগিচার দিকে লইয়া চলিল। এই আকস্মিক, বিপদে আমরা বড়ই অভিভূত হইয়া পড়িলাম। কি করিব,

কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। উপায়ান্তর না দেখিয়া সেই দেবী সিংকে অনেক অনুনয় বিনয় করিলাম, এবং এমন কি ঘুস্ দিতেও স্বীকৃত হইলাম; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। দেবী সিং আমাদিগকে বাগিচার মধ্যে লইয়া গেল। সেখানে অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘরের মধ্যে আমাদের দুইজনকে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। সে ঘরের মধ্যে আর কিছুই নাই—একটা বাঁশের মাচা পর্য্যন্ত ছিল না। বেলা দুইটা পর্য্যন্ত আমরা সেই ঘরে আবদ্ধ রহিলাম। শৌচ, প্রস্রাব, স্নান, আহার সমস্তই বন্ধ করিয়া মৃতপ্রায় হইয়া আমরা পড়িয়াছিলাম। দুইটার সময় সেই দেবী সিং আমাদের ঘরের দরজা পুনরায় খুলিয়া কহিল—"বেরিয়ে এসো।"

আমরা তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিলাম। আসিয়াই আমি দেবী সিংকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আমাদের প্রতি কি হুকুম হ'য়েছে ভাই?"—

দেবী সিং উত্তর করিল—"সাহেব তোমাদের ডাকছেন।"

তখন বলিদানের ছাগশিশুর ন্যায় আমরা ভয়ে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সাহেবের সম্মুখে আসিয়া যোড়হস্তে দাঁড়াইলাম। সাহেব কহিলেন—"কোন্ বাগিচাসে ভাগ্‌কে আয়া, ব'লো।"

আমি তখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম—প্রাণ যায় সেও স্বীকার, তথাপি কখনই সে কথা স্বীকার করিব না। এই-রূপ একটা প্রতিজ্ঞা করিয়া আমি সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে কহিলাম—"হুজুর, আমরা কোন বাগিচার কুলি নই।"

সাহেব। সচ্ বাৎ বোলো—সচ্ না বোল্‌নেসে হাম্ ছোড়েগা নেহি।

আমি। হুজুর, আমি সত্যই বল্‌ছি,—আমি কোন বাগিচার রেজেষ্টারী-করা কুলী নই।

সাহেব। আরে এ শালা বড় বদ্‌মায়েস্ হ্যায়—তোম্ ক্যা বোলেগা?

এবার এ প্রশ্ন সারদার উপর হইল। সারদাও আমার ন্যায় উত্তর করিল—"আমরা কুলী নই, ডিব্রুগড়ে কুটুম্ববাড়ী গিয়েছিলাম,—রাস্তা ভুলে এদিকে এসে পড়েছি।"

সাহেব। এ শালা কি বদ্‌মায়েস্ হ্যায়! এ দোনো শালাকো আলাক্ করকে দোনো গারদমে রাখ্ দেও। দো-চার রোজ গারদমে নেহি রহেনেসে সচ্ বাৎ বোলেগা নেহি।

দেবী সিং তখন আমাদিগকে সে স্থান হইতে লইয়া গেল, এবং পূর্ব্বে যে ঘরে আমরা আবদ্ধ ছিলাম, সেই ঘরে কেবল আমায় আবদ্ধ করিয়া সারদাকে গৃহান্তরে লইয়া গেল। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল আমি ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া মৃতপ্রায় অবস্থায় পড়িয়া রহিলাম। তাহার পর দেখি—একটা লোক কিছু চিড়া, একটু লবণ, আর এক লোটা জল দিয়া চলিয়া গেল। আমাদের সঙ্গে যে আহারীয় দ্রব্য ছিল, তাহা জঙ্গলেই নিঃশেষিত হইয়াছিল, এমন কি গত তিন দিবস আমরা একপ্রকার অর্দ্ধাশনে ছিলাম। সেই কারণে এই যৎসামান্য খাদ্য আমি বিশেষ আগ্রহের সহিত আহার করিলাম। কতকটা সুস্থও হইলাম। তখন কি উপায়ে এই বিপদ হইতে উদ্ধার হইব, মনে মনে কেবল সেই চিন্তাই করিতে লাগিলাম। কিন্তু এ চিন্তা-সাগরের কোন কূল ত দেখিতে পাইলাম না।

এইরূপে তিন দিন তিন রাত্রি সেই কারাগৃহে কাটিয়া

গেল। চতুর্থ দিনে সেই দেবী সিং পুনরায় দেখা দিল। আমি দেবী সিংকে দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার পায়ে জড়াইয়া ধরিলাম। কি জানি কেন,—দেবী-সিংকে ততদুর নিষ্ঠুর বলিয়া আমার বোধ হয় নাই, এবং এই দেবী-সিংয়ের দ্বারাই আমাদের উদ্ধার হইবে,—এ কথা কে যেন আমাদের কাণে কাণে বলিয়া দিল। আমি সেই জন্যই এখন দেবী-সিংয়েরই শরণাগত হইলাম, এবং কাতরকণ্ঠে তাহাকে কহিলাম—"ভাই, আর এ কারাযন্ত্রণা সহ্য হয় না, তুমি আমাদের উদ্ধারের একটা উপায় ক'রে দাও। তুমি উদ্ধার না করলে আমাদের আর অন্য উপায় নাই।"

আমার কথায় বোধ হয়—দেবী-সিংয়ের আমার প্রতি একটু দয়ার উদ্রেক হইল। কারণ দেবী-সিং উত্তর করিল—"আমি কি করবো, আমার হাত কি? আমি সাহেবের চাকর বই তো নয়—যা হুকুম করবেন—তাই আমায় করতে হ'বে। এখন তুমি কোন্ বাগিচা থেকে পালিয়ে এসেছ—সে কথা স্বীকার করবে কি না, সাহেব আমায় তাই জানতে পাঠিয়েছেন।—সাহেবকে কি বল্‌বো আমায় বল।"

আমি উত্তর করিলাম—"ভাই, তোমায় দেখে আমার ধারণা হ'য়েছে, যে, তুমি খুব ভাল লোক। সুতরাং তোমার কাছে কোন কথা গোপন করবো না। আম্‌রা যে পলাতক কুলী—তা' সত্য; কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি—কোন্ বাগিচা থেকে যে পালিয়ে এসেছি—সে কথা প্রাণ থাকতে প্রকাশ করবো না। যতই অত্যাচার করো না কেন—সে কথা আমাদের মুখ থেকে কখনই বা'র করতে পারবো না।"

আমার কথায় দেবী-সিং কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল—"সাহেব তাঁহার পরিচিত কয়েকটী বাগিচায় পত্র লিখিয়াছেন, যদি তাহার কোন একটী বাগান থেকে পালিয়ে এসে থাক, তা' হ'লে, আর উপায় নাই—সাহেব তোমাদের সেই বাগিচায় পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু সে সকল বাগিচা থেকে সেরূপ কোন যদি উত্তর না আসে, তা' হ'লে আমি তোমাদের কোন উপায় কর্‌তে পার্‌বো।"

আমি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তবে তুমি ভাই, শীঘ্রই আমাদের একটা উপায় কর।"

দেবী। শীঘ্র উপায় কি ক'রে কর্‌বো? সে সকল পত্রের উত্তর না এলে, এখন সে সম্বন্ধে কিছুই বল্‌তে পার্‌বো না।

আমি। সে সকল পত্রের উত্তর কতদিনে আস্‌বে?

দেবী। এখনও পাঁচ ছয় দিন বিলম্ব হবে।

আমি। কিন্তু যে ভাবে আছি, এই ভাবে আরও ৫।৬ দিন থাক্‌লে ত এই খানেই মারা যাবো।

দেবী। তোমার কাছে টাকা আছে ব'লেছিলে নয়? টাকা খরচ কর্‌লে এই ফাটকেও তুমি সুখে থাক্‌তে পারো।

আমি। টাকা সামান্যই আছে। যা হ'ক্, যা' আছে, আমি তোমার কাছে বিশ্বাস ক'রে রেখে দিচ্ছি, তুমি যা কর্‌লে ভাল হয়, তাই করো।

এই বলিয়া আমার নিকট যে টাকা ছিল, আমি সমস্তই দেবী-সিংকে দিলাম। দেবী-সিং টাকা কয়েকটি পাইয়া আহ্লাদিত হইল এবং আমার আর কোন কষ্ট হইবে না—এইরূপ আশ্বাস দিল। আমি তখন কহিলাম—"কেবল আমার

কষ্ট নিবারণ কর্‌লে হ'বে না, আমার সঙ্গী সাব্দারও যাতে কোন কষ্ট না হয়, সে কাজ তোমায় কর্‌তে হ'বে।"

দেবী-সিং সে কথা স্বীকার করিয়া চলিয়া গেল। সেই দিন হইতে আমাদের আহারাদির বন্দোবস্ত হইল এবং এরূপ অবস্থায় যতদূর স্বচ্ছন্দে থাকা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধেও কোন ত্রুটি হইল না।

এইরূপ দশদিন আবদ্ধ থাকিবার পর আমরা উভয়ে মুক্তিলাভ করিলাম। সেও কেবল দেবী-সিংয়ের অনুগ্রহে। বিদায় লইবার সময় দেবী-সিং আমাদের দুইজনকে মাত্র দুইটি টাকা দিল। দেবী-সিংয়ের অনুগ্রহে মুক্তিলাভ করিয়াছি এবং সে কয়েক দিবস বিশেষ যত্ন করিয়াছিল বলিয়া, আমি সে টাকার কথা আর কোন উল্লেখ করিলাম না। দেবী সিং আমাদিগকে শিবসাগরের রাস্তা দেখাইয়া দিল। আমরা সেই রাস্তা ধরিয়া নগরের দিকে চলিলাম।



সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

বৈরাগী বেশে।

পূর্ব্বোক্ত চা-বাগান হইতে শিবসাগর প্রায় তিন ক্রোশ দূর। আমরা প্রাতঃকালে যাত্রা করিয়াছিলাম, সহরে পৌছিতে প্রায় বেলা নয়টা বাজিয়া গেল। কিন্তু শিবসাগরে পৌছিয়াই বা এখন কি করিব? আমাদের সম্বলের মধ্যে দুইটি টাকা মাত্র, তাহাতে দেশে যাইবার রাহা-খরচ কথনই কুলান হইতে পারে না। আর এক কথা, আমাদের বাগিচার বড় সাহেব নিশ্চয়ই শিবসাগরে আমাদিগকে ধরিবার একটা ষড়যন্ত্র করিয়া রাখিয়াছেন। এত কষ্ট করিয়া এখানে আসিয়া ধরা পড়িলে সর্ব্বনাশ! আমি মনে মনে এই সকল চিন্তা করিতেছি,

এমন সময়ে অদূরে একটা ভয়ঙ্কর কোলাহল শুনিতে পাইলাম। আমরা তখন যে রাস্তা দিয়া চলিয়াছিলাম, সেইটি সহরের প্রধান রাস্তা। অল্পক্ষণ পরেই দেখিলাম, সেই রাস্তা দিয়া লোকজন সকল ছুটিয়া পলাইতেছে। তাহার পর-মুহূর্ত্তেই দেখিলাম,—একটা মত্ত হস্তী দৌড়িয়া আমাদেরই দিকে আসিতেছে, এবং তাহার অগ্রে অগ্রে অনেক লোকও ছুটিয়া আসিতেছে। হঠাৎ এরূপ দৃশ্য দেখিয়া প্রথমে একটু থতমত খাইয়া গেলাম। কিন্তু দেখিতে দেখিতে সেই হস্তী অতি নিকটে আসিয়া পৌঁছিল! আবার ও কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! দৌড়াইতে দৌড়াইতে একটি বালক সেই রাস্তার উপর পড়িয়া গেল! এখনই যে বালকটি হস্তীর পদতলে দলিত হইবে! আমি আর থাকিতে পারিলাম না, দৌড়িয়া গিয়া সেই বালকটিকে ক্রোড়ে লইয়া রাস্তার পার্শ্বের খাদে দিয়া দাঁড়াইলাম। মত্তহস্তী দ্রুতবেগে চলিয়া গেল, বালকটিরও জীবন রক্ষা হইল। আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিলে নিশ্চয় হস্তী-পদতলে বালকটির জীবন নষ্ট হইত। অল্পক্ষণ পরে দেখি, বালকটির পিতা কাঁদিতে কাঁদিতে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল এবং আমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে দিতে আমার ক্রোড় হইতে বালকটিকে আপন ক্রোড়ে লইয়া, বারম্বার তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিল। রাস্তায় আরও অনেক লোক একত্র হইল, সকলেই একবাক্যে আমার সাহসের প্রশংসা করিতে লাগিল।

সেই বালকটির পিতার নাম রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী। নিবাস বর্দ্ধমান জেলার কোন পল্লীগ্রামে। এখানকার ফৌজদারী

আদালতে মোক্তারী করেন, এবং এই সূত্রে সপরিবারে এই সহরে বাসও করেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমায় বিদেশী জানিতে পারিয়া যত্নের সহিত আমাকে তাঁহার বাসায় লইয়া গেলেন। সারদা আমার সঙ্গী বলিয়া তাহাকেও আমার সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিলেন। সেদিন তাঁহার বাসায় আমাদের উত্তমরূপ আহারাদি হইল। অনেক দিনের পর নানা ব্যঞ্জন সহিত প্রস্তুত অন্নের থাল যখন আমার আহারের জন্য সম্মুখে প্রদত্ত হইল, তখন আমার গৃহের কথা মনে পড়িল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে জননীর স্নেহ, ভ্রাতার ভালবাসা, ভ্রাতৃজায়ার আদর প্রভৃতি একে একে সমস্তই স্মৃতিপথে জাগরিত হইতে লাগিল। আমি দুইবিন্দু চক্ষুর জল মুছিয়া পরিতোষের সহিত আহার করিলাম।

আহারান্তে চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বগ্রাম ত্যাগ করিয়া বাহির হওয়া হইতে অদ্য শিবসাগরে পৌছান পর্য্যন্ত আমার জীবনের সমস্ত ঘটনা আমি অকপটচিত্তে তাঁহার নিকট বর্ণনা করিলাম। তিনি সে সমস্ত কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ বিস্মিত হইয়া রহিলেন। এই সময় আমি তাঁহাকে কহিলাম,—"অনুগ্রহ ক'রে, আপনাকে আমার একটি উপকার করিতে হইবে। পলাতক কুলী ব'লে আমাদের নামে কোন ওয়ারেণ্ট এখানে এসেছে কি না, এই সংবাদটি জানতে হ'বে।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় উত্তর করিলেন—"এ'ত অতি সামান্য কথা, তুমি আজ আমার যে উপকার ক'রেছ, তা'তে আমার জীবন দিলেও তোমার এ উপকারের প্রতিশোধ হ'বে না। আমি এখনই সে সংবাদ জেনে আসছি। এখানকার পুলিস

ইন্‌স্পেক্টারের সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব আছে। এ সংবাদ জান্‌তে আমায় অধিক কষ্ট কর্‌তে হ'বে না।"

এই কথা বলিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন। এবং প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, আমাদের দুইজনেরই নামে গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্ট আছে। এই সংবাদ পাইয়া আমরা উভয়ে বড়ই ভীত হইলাম। তখন চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাদিগকে অভয় দান করিয়া কহিলেন,—"ভয়ের কোন কারণ নাই। তবে এরূপ অবস্থায় আমি তোমাদের এখানে থাক্‌তে পরামর্শ দিই না। আর তোমরা এখানে কখনই জাহাজে উঠো না—এখানে জাহাজে উঠ্‌তে গেলে, নিশ্চয়ই ধরা পড়্‌বে। তোমরা এখান থেকে জোড়হাটে চলিয়া যাও। সেখান থেকে জাহাজে উঠে ধুবড়ী যেও।"

আমি তখন ব্যস্ত হইয়া কহিলাম—"তবে অনুগ্রহ ক'রে আপনি আমাদের সেই জোড়হাটের রাস্তাটা দেখিয়ে দিন। আমরা এখানে আর এক মুহূর্ত্তও থাক্‌বো না।"

চক্রবর্ত্তী। এত তাড়াতাড়ির কর্ম্ম নয়। তোমাদের এক কর্ম্ম কর্‌তে হ'বে। এ বেশ-পরিবর্ত্তন ক'রে—একটা ছদ্মবেশ ধর্‌তে হ'বে। আচ্ছা, বৈরাগীর বেশ ধর্‌লে হয় না?

আমি। আজ্ঞে, আপনার পরামর্শই আমাদের শিরোধার্য্য। আপনি সে বেশ-পরিবর্ত্তনের একটা উপায় ক'রে দিন।

তখন চক্রবর্ত্তী মহাশয় একজন পরামাণিক ডাকিয়া আমাদের মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিলেন। তাহার পর কোথা হইতে বৈরাগীর পোষাকও সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। নামাবলী, তিলক প্রভৃতিরও কোন ত্রুটি রহিল না। সে দিন

আমরা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ীতে রহিলাম। শেষ রাত্রিতে তিনি নিজে সঙ্গে লইয়া আমাদিগকে জোড়হাটের রাস্তা দেখাইয়া দিলেন। আমরা রাস্তা দিয়া তখন দ্রুতবেগে চলিতে আরম্ভ করিলাম। তিন দিন হাঁটিয়া আমরা জোড়হাটে পৌছিলাম। কিন্তু এখানে আসিয়াও আমরা এক বিপদে পড়িলাম। সঙ্গে যে দুইটি টাকা ছিল, তাহা প্রায় নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল, এখন কোথা হইতে জাহাজ ভাড়া দিয়া ধুবড়ী পর্য্যন্ত যাই! চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট কিছু অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিলে, নিশ্চয় দিতেন। কিন্তু তাঁহাকে সকল কথা বলিয়াছিলাম, কেবল আমাদের রাহা-খরচের অভাব, সে কথা বলি নাই। এখন এই অপরিচিত স্থলে রাহা-খরচের উপায় কিরূপে করিব? সুতরাং আমার এইবার হরিষে বিষাদ হইল!



অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

চাকুরীতে।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে চাকুরীর দ্বারা রাহা-খরচের অর্থ সংগ্রহ করিবার মনস্থ করিলাম। কিন্তু এরূপ সম্পূর্ণ বিদেশ ও অপরিচিত স্থলে কে আমাদিগকে চাকুরী দিবে? এ দিকেতো—আমাদের বৈরাগীর বেশ, এ বেশে চাকুরী হওয়াও বড় সুকঠিন। এক ভিক্ষার দ্বারা উদরান্নের সংস্থান হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে রাহা-খরচের অর্থ-সংগ্রহ হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। সম্ভব হইলেও অধিক সময়-সাপেক্ষ। তত বিলম্ব কিরূপে সহ্য করিব? তবে অন্য এক উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন হইতে পারে। কেবল বৈরাগী সাজিয়া ভিক্ষা করিলে চলিবে না। যদি একটা আস্তানা গাড়িয়া জম্‌কাইয়া

বসিতে পারি, আর কিছু শিষ্য ও শিষ্যার যোগাড় হয়, তবে বিলক্ষণ দশ টাকা উপার্জ্জন হইতে পারে। বাল্যকাল হইতে অনেক বুজরুকী ও বদমায়েসীতে অভ্যস্ত আছি, সুতরাং এরূপ ব্যবসায়ে অর্থ-সংগ্রহের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে; কিন্তু একবার চাতুরী করিয়া তাহার ফল আজও ভুগিতেছি, যৎপরোনাস্তি কষ্টও পাইয়াছি, পুনরায় সেরূপ ছল চাতুরীর ব্যবসায় আমার প্রবৃত্তি হইল না। ইহা অপেক্ষা বরং ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করা ভাল। কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তিই বা অবলম্বন করিতে যাইব কেন? খাটিয়া খাইবার আমার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে—একটা খানসামাগিরী চাকুরীও কি জুটিবে না? তখন আমি যে কোন চাকুরী হউক,—করিতে প্রস্তুত হইলাম। আমি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় একজন ভদ্রলোক আমায় কহিলেন—"কি বৈরাগী ঠাকুর, তোমাদের এ সহরে নূতন দেখ্‌ছি যে? নবদ্বীপ থেকে আসছেন, না শ্রীপাঠ বৃন্দাবন থেকে আসছেন?"

ভদ্রলোকটী আমার এ কথা বিদ্রূপচ্ছলেই কহিলেন। কিন্তু তখন আমার মন বড়ই অস্থির; সুতরাং বিদ্রূপের উত্তরে কোন-রূপ বিদ্রূপ না করিয়া, আমি কাতরকণ্ঠে উত্তর করিলাম—"মহাশয়, আপনি আমায় বিদ্রূপ ক'র্‌বেন না, আমরা যথার্থ বৈরাগী নই। গ্রহে পড়ে আমাদের এ বেশ ধারণ ক'র্‌তে হ'য়েছে—এ আমাদের ছদ্মবেশ।"

ভদ্রলোকটী পুনরায় বিদ্রূপ আরম্ভ করিলেন—"বুঝেছি—বৈষ্ণবীর পাল্লায় পড়ে বুঝি এ ছদ্মবেশ ধারণ কর্‌তে হ'য়েছে।"

আমি এ বারও অতি বিনীতভাবে কহিলাম—"আজ্ঞে না মহাশয়, সে জন্য নয়। প্রাণের দায়ে এ ছদ্মবেশ ক'রতে হ'য়েছে।"

আমার কথায় সেই ভদ্রলোকটী যেন একটু বিস্মিত হইয়া আমার মুখের প্রতি কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর কহিলেন "আমি না বুঝে তোমাদের ঠাট্টা ক'রেছি—তোমরা কিছু মনে ক'রো না বাবু। এখন তোমাদের ব্যাপারখানা কি বল দেখি।"

আমি উত্তর করিলাম—"এরূপ রাস্তায় দাঁড়িয়ে সে সকল কথা আপনাকে বল্‌তে পারি না। কোথা থেকে কেউ শুন্‌তে পেলে আমরা ভয়ঙ্কর বিপদে প'ড়্‌বো।"

আমার এই কথায় ভদ্রলোকটীর কৌতূহল বিশেষ বৃদ্ধি পাইল। তাঁহার বাসা অতি নিকটেই ছিল, তিনি তখন আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া সেই বাসায় গেলেন। তারপর সেখানে আমাদিগকে বসিতে বলিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই দেখি, দুই রেকাবী জলখাবার আনিয়া আমাদের দুইজনকে খাইতে দিলেন। জলযোগের পর তিনি আমাদের ছদ্ম-বেশের কথা উত্থাপন করিলেন। আমি তাঁহার নিকট কোন কথা গোপন না করিয়া সমস্তই প্রকাশ করিলাম এবং তাহার পর বিশেষ মিনতি করিয়া কহিলাম—"মহাশয়! যদি অনুগ্রহ ক'রে আমাদের চাকরী ক'রে দিতে পারেন, তা' হ'লে বড়ই উপকার করেন। কোন রকমে দেশে যাবার রাহা-খরচটা যোগাড় হ'লেই আমরা দেশে চ'লে যাই।"

ভদ্রলোকটী কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন,—"আচ্ছা, তোমার একটা চাকরী ক'রে দিতে পারবো। আমাদের বার-

লাইব্রেরীতে পান তামাক ও খাবার জল দেবার জন্য একজন লোকের আবশ্যকতা আছে। মাসে ছয় টাকা বেতন পাবে। সেখানে দশটা থেকে পাঁচটা পর্য্যন্ত থাক্‌তে হ'বে। তবে তা'র ভিতর খেতে গেলে তোমার আর কি থাক্‌বে? তা'র একটা উপায় কর্‌তে পারি। তুমি আমার বাসায় সকাল সন্ধ্যা কাজ কর্‌বে, আমি তোমায় দুবেলা খেতে দেবো— তোমার বাজে খরচ কিছুই লাগ্‌বে না। তার পর মক্কেলদের তামাক টামাক দিলে—কি তারা মোকর্দ্দমায় জয়ী হ'লে, তোমার কিছু কিছু উপরিও হ'বে।"

আমি তাঁহার এরূপ অনুগ্রহের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া কহিলাম—"আপনার অনুগ্রহে আমার এক রকম ভালই হ'ল,—কিন্তু আমার এই সঙ্গীটীর উপায় কি হ'বে?"

তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন,—"আচ্ছা, ওর চাকরীরও ভাবনা নাই, একটা দেখে শুনে আমিই ক'রে দেবো। এখন ও আমার বাসাতেই থাকুক।"

আমি এখন নিশ্চিন্ত হইলাম। যে ভদ্রলোকের বাসায় আমরা আশ্রয় পাইলাম, তাঁহার নাম হরিদাস চট্টোপাধ্যায়। ইনি এখানকার মুন্সেফী কোর্টের একজন প্রধান উকিল। হরিদাস বাবু অতি সজ্জন লোক, এবং বড়ই পরোপকারী। আর তিনি বড় রহস্যপ্রিয় লোক, সর্ব্বদাই আমোদ আহ্লাদ লইয়া থাকেন। তবে তাঁহার দোষের মধ্যে তিনি বড় পান-দোষা-সক্ত। উন্মত্ত অবস্থায় কখন কখন বড় অত্যাচারও করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক, পরদিন আহারান্তে হরিদাস বাবুর সঙ্গে কাছারীতে গেলাম। তিনি আমায় বার-লাইব্রেরীতে

লইয়া গিয়া আমার কার্য্য বুঝাইয়া দিলেন, এবং অন্যান্য উকিলদিগের নিকট আমায় পরিচিত করিলেন। আমার কয়েক ঘণ্টার কার্য্য দেখিয়া উকিল বাবুগণের মধ্যে অনেকেই আমার বিশেষ সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন। তখন হরিদাস বাবু আমার মতন আর একজন চাকরের চাকরী কোথাও হইতে পারে কি না—সেই কথা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। একজন উকিল বাবু কহিলেন,—"আমাদের দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবুর একজন চাকরের বিশেষ প্রয়োজন। তিনি আমায় এর জন্য দুই তিন দিন ব'লেছিলেন।" অন্য একজন উকিল বাবু কহিলেন,—"তিনি ত এখান থেকে বদলী হ'য়ে চল্লেন। এখানে এখন তাঁ'র আর চাকর নিয়ে কি হ'বে?"

এই সময় হরিদাস বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবু কোথায় বদলী হ'য়ে যাচ্ছেন।" দ্বিতীয় উকিল বাবু উত্তর করিলেন,—"লোকটী যেমন উপযুক্ত, বদলী তেম্নি উপযুক্ত স্থানেই হ'য়েছেন। তিনি শিয়ালদহে বদলী হ'য়েছেন। কল্‌কেতায় তাঁ'র শ্বশুর বাড়ী, সুতরাং তাঁ'র পরিবারদের এতে বড় আনন্দ হ'য়েছে।"

তাহার পর উকিল বাবুদিগের মধ্যে এই দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবুর কার্য্য-সমালোচনা আরম্ভ হইল। এমন সময় একজন চাপরাসী সেই গৃহে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া হরিদাস বাবু কহিলেন,—"ও রাম, তোর মুন্সেফ বাবুকে জিজ্ঞাসা ক'রে আয় দেখি—তাঁ'র কোন চাকরের দরকার আছে কি না।"

সেই রাম চাপরাসী অনেকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া হরিদাস বাবুকে কহিল—"আজ্ঞে হাঁ, তাঁর একজন চাকরের

বড় দরকার। আপনার সন্ধানে যদি তেমন লোক থাকে, তবে অদ্যই সন্ধ্যার মধ্যে আপনি তাঁর বাসায় পাঠিয়ে দেবেন।"

সারদারও একটা চাকরী হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া আমি মনে মনে বড় আহ্লাদিত হইলাম। আদালতের ছুটীর পর আমি যখন হরিদাস বাবুর বাসার দিকে চলিয়াছি, তখন হরিদাস বাবু রাস্তায় যাইতে যাইতে আমাকে কহিলেন,—"দেখ গিরীশ, তোমায় দেখে, আর তোমার কথাবার্ত্তা শুনে, আমার কেমন তোমার উপর খুব বিশ্বাস জন্মেছে। আমি তোমার জন্য সব ক'রতে পারি। এখন তোমার সঙ্গীটীর যে আমি চাকরী ক'রে দিচ্ছি, যদি সে খারাপ লোক হয়, তবে আমাকেই তা'র দায়ী হ'তে হ'বে। আমি সেইজন্য বল্‌ছিলাম কি—তোমায় আমি চিঠি দিয়ে মুন্সেফ বাবুর কাছে পাঠিয়ে দি, আর তোমার সঙ্গীটী না হয় আমার বাসায় থাকুক, আর তোমার এই চাকরী করুক। এতে তোমার পক্ষেই ভাল হ'বে। তুমি কেবল রাহা-খরচের জন্য এই চাকরী স্বীকার ক'রেছ বই ত নয়? এ চাকরী হ'লে তুমি বিনা-রাহা-খরচে কল্‌কেতা পর্য্যন্ত পৌছিতে পার্‌বে। তার পর কল্‌কেতা থেকে তোমার দেশে যাওয়ার খরচ বেশী হ'বে না।"

আমি উত্তর করিলাম—"মহাশয়, যদি এ চাকরীতে দেশে যাওয়ার এমন সুবিধা হয়, তবে অনুগ্রহ ক'রে, আমার সঙ্গীটী-কেই এই চাকরীটী ক'রে দিন। আমি নিজে দেশে গিয়ে যেরূপ আনন্দিত হ'ব, আমার সঙ্গীটী দেশে গেলে তা'র চেয়ে অধিক আনন্দিত হ'ব। তবে বিশ্বাস আর অবিশ্বাস সম্বন্ধে আমি এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি, আপনি দয়া ক'রে

যখন আমায় বিশ্বাস ক'রেছেন, তখন আমার সঙ্গীকেও স্বচ্ছন্দে বিশ্বাস ক'রতে পারেন। তার জন্য আমি আপনার নিকট দায়ী থাকলাম। আর এক কথা, আপনি যাঁ'কে বিশ্বাস ক'রে ভদ্রলোকের কাছে, চাকরী ক'রে দিতে কিন্তু হ'চ্ছেন, তাঁ'কে আপনার নিজের বাসায় রাখ্‌বেন কি ক'রে?"

হরিদাস বাবু তখন একটু মুচকিয়া হাসিয়া উত্তর করিলেন—"ও বাপু, তা' আমি খুব পারি। সে আমার কাছে থাক্‌লে আমারই কেবল কোন অনিষ্ট করতে পারে। কিন্তু আমার কথায় যদি বিশ্বাস ক'রে, অন্যের কোন অনিষ্ট হয়, তা' হ'লে আমার বড়ই কষ্ট হ'বে। সে যা' হ'ক—তুমি যখন এ কথা বলেছ, তখন আমি তা'ই করবো। তোমার এ কথায়, তোমার প্রতি আমার আরও বিশ্বাস জন্মালো। নিজের অপেক্ষা সঙ্গীকে দেশে পাঠাতে পারলে তোমার অধিক আহ্লাদ হয় যে তুমি বললে —এ বড় উচ্চ দরের কথা।"

আমরা বাসার আসিলাম। বাসায় আসিয়া জলযোগের পর, তিনি একখানি পত্র লিখিয়া অন্য একজন চাকরের দ্বারা সারদাকে দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবুর বাসায় পাঠাইয়া দিলেন। সেইদিন হইতেই সারদার সেখানে চাকুরী হইয়া গেল। আরও ৫।৬ দিন সারদা জোড়হাটে রহিল, তাহার পর সেই দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবুর সঙ্গে কলিকাতায় চলিয়া গেল। আমি এই বিদেশেই পড়িয়া রহিলাম।



ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

স্বদেশ-অভিমুখে।

হরিদাস বাবুর বাসায় আমি বড় সুখে রহিলাম। কেবল তিনি যে ভালবাসিতেন, তাহা নহে,—তাঁহার সমস্ত পরিবারবর্গ আমায় বিশেষ স্নেহ করিতেন। তাঁহার সংসারের মধ্যে তিনি নিজে, এক বৃদ্ধা জননী, প্রথমপক্ষের এক পুত্র, দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী এবং তাঁহার গর্ভে উৎপন্ন এক পুত্র ও এক কন্যা; ইহা ব্যতীত এ সংসারে তাঁহার দূর-সম্পর্কীয় বিধবা ভগিনী ছিলেন,—তিনিই সংসারের রন্ধনাদি করিতেন। এতদ্ভিন্ন আর একজন চাকর ও একজন দাসী এই সংসারে ছিল। সে চাকরের নাম জুমন। জুমন আমায় দুই চক্ষে দেখিতে পারিত না, বাবু আমায় ভালবাসিতেন বলিয়া আমি তাহার চক্ষুশূল হইয়াছিলাম। দাসীটি বাবুর স্বদেশীয়া।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, হরিদাস বাবুর সব গুণ; কেবল দোষের মধ্যে তাঁহার পান-দোষ ছিল। তিনি এ দোষ পরিত্যাগ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু পারিয়া উঠিতেন না। বিশেষতঃ তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহাকে সে দোষ পরিত্যাগ করিতে দিতেন না। অন্যান্য দিন অপেক্ষা প্রতি শনিবার এ সম্বন্ধে বিশেষ বাড়াবাড়ি হইত। এক শনিবারের ঘটনার কথা বলি শুনুন। সে দিন সন্ধ্যার সময় বাবু বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন, এমন সময় রামবাবু ও গোপাল বাবু নামক তাঁহার দুইজন বন্ধু বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আড্ডা করিবার পূর্ব্বেই আমি তাঁহাদিগকে তামাক সাজিয়া দিলাম। আমি তামাক দিয়া চলিয়া আসিতেছি, এমন সময় গোপাল বাবু কহিলেন,—"ওহে, তুমি একটা পাত্র, আর বাড়ীর ভিতর থেকে কিছু মুখশুদ্ধি এনে দাও দেখি।"

গোপাল বাবুর কথা শুনিয়া হরিদাস বাবু কহিলেন,—"মনের কথা কি গোপাল বাবু?"

গোপাল। আজি শনিবার, অন্য মতলব আর কি হ'তে পারে? মতলব এই।—

এই কথা বলিয়া বস্ত্রমধ্য হইতে গোপাল বাবু একটী বোতল বাহির করিলেন। হরিদাস বাবু বোতল দেখিয়া কহিলেন,—"কিন্তু ভাই আমায় অনুরোধ ক'রো না, তোমরা দুজনে খাও, আমি বরং তোমাদের ঢেলে ঢুলে দিতে প্রস্তুত আছি।" আমাকে বলিলেন "গেলাসটা আর কিছু খাবার যা পাও বাড়ীর ভিতর থেকে নিয়ে এস!"

আমি একটী গেলাস, আর একখানি রেকাবী করিয়া কিছু খাবার আনিয়া দিলাম। গোপাল বাবু গেলাসটী লইয়া বোতলটি মন্ত্রপূত করিলেন। সে বোতলটী পাইন্ট বা অর্দ্ধ বোতল মাত্র। তাহার পর গেলাসে ঢালিয়া প্রথমেই হরিদাস বাবুকে পান করিতে বলিলেন। হরিদাস বাবু কহিলেন,—"আমায় ভাই, মাপ কর। আমি আজ খাব না। খেলেই বড় কেলেঙ্কারী হয়।"

রামবাবু কহিলেন "অল্প খেলে কি আর কেলেঙ্কারী হ'বে? এই পাঁইটে আমাদের মত তিন জনের আর কি হ'বে বল?"

হরি। এই রকম অল্প অল্প ক'র্‌তে বেশী বেশী হ'য়ে যায়। ঠিক রাখ্‌তে পারি না ব'লেই, আমি খেতে চাচ্ছি না।

গোপাল। আচ্ছা. আজ ঠিক্ থাক্‌বে। এখন সুধার পাত্র সাম্‌নে ফেলে রাখ্‌তে নাই—শীগ্‌গীর পান কর!

হরি। কিন্তু ভাই, তোমার অনুরোধে ঐ টুকু খাবো, আমায় আর দিতে পার্‌বে না।

এই কথা বলিয়া হরিদাস বাবু সেই গেলাসটি শূন্য করিয়া রাখিয়া দিলেন। তখন রামবাবু ও গোপাল বাবু এক এক গেলাস পান করিলেন। আমি মধ্যে মধ্যে তামাক দিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণ পরে পুনরায় গোপাল বাবু আর এক গেলাস মদ ঢালিয়া হরিদাস বাবুকে পান করিতে দিলেন। হরিদাস বাবু কহিলেন,—"আবার!"

গোপাল বাবু উত্তর করিলেন,—"কেন, তোমার নেশা হ'য়ে গেছে নাকি? তিন পাত্র ত খাওয়া চাই। এক পাত্র খেয়েছ বই ত নয়।"

হরিদাস বাবু আর কোন দ্বিরুক্তি করিলেন না, ধীরে ধীরে পান করিলেন। তাহার পর আরও এক পাত্র করিয়া সকলের পান করা হইল। তাহাতেই বোতল কি শেষ! তখন আমায় তামাক দিবার হুকুম হইল। আমি একবারে দুই ছিলিম তামাক সাজিয়া দিলাম। তামাক টানিতে টানিতে হরিদাস বাবু বলিলেন,—"ওহে ভাই, তোমার এতে ত কিছুই হ'ল না, আর আধ খানা আন্‌তে দি।"

এই কথা বলিয়া তিনি আমায় ডাকিয়া আর অর্দ্ধ বোতল মদ আনিতে আমায় একটা টাকা দিলেন। আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে আজ্ঞা পালন করিলাম। সে অর্দ্ধবোতলও দেখিতে দেখিতে শূন্য হইয়া গেল। এবার গোপাল বাবু কহিলেন,—"হরি ভায়া, আর একটু সুধা চাই বাবা—এখনও শুদ্ধি যখন র'য়েছে, তখন শূন্য পাত্রটা সুমুখে প'ড়ে থাক্‌লে ভাল দেখায় না।" রামবাবুও এখন আহ্লাদে উল্লসিত হইয়া কহিলেন,—"তথাস্তু।"

তখন হরিদাস বাবুও মহাহ্লাদে কহিলেন,—"তবে আমি একটি প্রস্তাব করি—এবার এক বোতলই আনা যা'ক। বার বার গিরীশকে কষ্ট দেওয়া যায় না। আর বেশী রাত হ'লে এর পর পাওয়াও যাবে না! না হয়, কাল্‌কের জন্য কিছু রেখে দেওয়া যা'বে।"

তখন গোপাল বাবু ও রামবাবু উভয়েই একটা জয়োল্লাস শব্দে "তথাস্তু—তথাস্তু" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। হরিদাস বাবু আমায় পুনরায় টাকা দিলেন। অগত্যা আমি আর এক বোতল মদ আনিয়া দিলাম। সেই বোতলেই তিন

জনে বিশেষরূপ উন্মত্ত হইলেন। আমি অনেক কষ্টে বাবুকে বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেলাম। অপর দুইজন বাবু সেইখানেই পড়িয়া রহিলেন। সে রাত্রিতে বাবু আর আহারাদি কিছুই করিলেন না—বরং বাড়ীর মধ্যে পরিবারদিগের উপর নানারূপ অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিলেন। তিনি এই সময় মুখে যে সকল অশ্রাব্য কথা ব্যবহার করিতে লাগিলেন, তাহা শুনিয়া আমি লজ্জায় মরিয়া গেলাম এবং তাড়াতাড়ি বাহির বাটীতে চলিয়া আসিলাম। হরিদাস বাবুর মতন ভদ্রলোক সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু মদ খাইলে তিনি একবারে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হন, তখন পশুবৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই কারণে তিনি মদ খাইতে ইচ্ছুক নন, কিন্তু তাঁহার বন্ধুগণই তাঁহার সর্ব্বনাশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রথমে নিজ হইতে একটু মদ খাওয়াইয়া দিয়া, তাহার পর তাঁহার স্কন্ধে নির্ভর করিয়া আনন্দ করেন। এইরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিত।

আমি এই হরিদাস বাবুর গৃহে এইরূপে তিন মাস রহিলাম। তিন মাসে আমার ১৮৲ টাকা সঞ্চয় হইল। তখন বাড়ী যাইবার জন্য আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম। সারদারও দুই তিন খানা চিঠি পাইয়াছিলাম। সে কলিকাতায় আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। আমি হরিদাস বাবুকে আমার আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। তিনি আমায় আরও কিছুদিন থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তখন আমি বাড়ী যাইবার জন্য এরূপ অধীর, যে তাঁহার ন্যায় উপকারী ব্যক্তিরও অনুরোধ রক্ষা করিতে আমি সক্ষম হইলাম না।

একদিন প্রাতঃকালে আমি তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করিলাম।

ষ্টীমার ঘাটে আসিয়া দেখিলাম, ভয়ঙ্কর লোকের জনতা। টিকিট ক্রয় করাই দুঃসাধ্য। আমার সহিত একটি পুঁটুলি ছিল, সেই পুঁটুলিটী লইয়া ভিড়ের মধ্যে গিয়া টিকিট ক্রয় করিবার সুবিধা হইবে না, বিবেচনা করিয়া, আমি সেই পুঁটুলিটী সেই ষ্টীমারের একজন চাপরাসীর নিকট রাখিয়া টিকিট ক্রয় করিতে গেলাম। অনেক কষ্টে টিকিট ক্রয় করিলাম। কেবল ষ্টীমারের ভাড়া দিয়া ধুবড়ী পর্য্যন্ত টিকিট ক্রয় করা হইল। তাহার পর সেই চাপরাসীর নিকট হইতে পুঁটুলিটী লইয়া তাড়াতাড়ি ষ্টীমারে উঠিলাম। আমি ষ্টীমারে উঠিবার পরই, ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল।

ষ্টীমার ছাড়িয়া দিবার পর আমি আমার পুঁটুলির দিকে চাহিয়া দেখি—পূর্ব্বে সেটি যেরূপ ভাবে বাঁধা ছিল, এখন সেরূপ ভাবে নাই, কে যেন পুঁটুলি খুলিয়া পুনরায় বাঁধিয়াছে, আমার এইরূপ সন্দেহ হইল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত তাড়াতাড়িতে সে দিকে আমার কোন লক্ষ্যই ছিল না। তখন তাড়াতাড়ি পুঁটুলী খুলিয়া দেখি—সর্ব্বনাশ! পুঁটুলীর মধ্যে যাহা কিছু টাকাকড়ি ছিল, সমস্তই গিয়াছে!' সেই চাপরাসীই আমার এই সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তখন বুঝিতে পারিলাম; কিন্তু এখন তাহা বুঝিয়া আর উপায় কি হইবে? আমার মাথায় যেন বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইল। অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম! তাহার পর আর থাকিতে পারিলাম না, আমি ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। কিন্তু সে ক্রন্দনে

আর কি ফল হইতে পারে? যে টিকিট আছে, তাহাতে ধুবড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছিব, তাহার পর উপায়? সঙ্গে কয়েক আনার পয়সা মাত্র অবশিষ্ট আছে, আর কিছুই নাই। আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে ধুবড়ী হইতে হাঁটিয়া, কলিকাতা যাইবার মনস্থ করিলাম। সহ-যাত্রীদিগের মধ্যে রাস্তাঘাটের বিষয় অনুসন্ধান আরম্ভ করিলাম। অনুসন্ধানে জানিলাম—ধুবড়ী হইতে রঙ্গপুর পর্য্যন্ত রেলে গেলে, রঙ্গপুর হইতে কলিকাতায় হাঁটিয়া যাইবার বাঁধা রাস্তা আছে। আমার আর এক সুবিধাও হইল। চারিজন চা-বাগানের ফেরত কুলী আমার সঙ্গে কলিকাতা পর্য্যন্ত হাঁটিয়া যাইতে সম্মত হইল। আমি চারিজন সঙ্গী পাইয়া কতকটা সুস্থির হইতে পারিলাম।

যথা সময়ে ষ্টীমার ধুবড়ীর ঘাটে আসিয়া লাগিল। তখন আমরা পাঁচজনে ধুবড়ী হইতে রঙ্গপুর পর্য্যন্ত টিকিট করিয়া রেলগাড়ীতে উঠিলাম। দেখিতে দেখিতে গাড়ী রঙ্গপুর ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। আমরা গাড়ী হইতে নামিলাম। নামিয়া ষ্টেশনের একজন লোককে কলিকাতায় যাইবার রাস্তার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে ব্যক্তি আমাদিগকে বরাবর পূর্ব্ব-মুখে যাইতে কহিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে—রাত্রি প্রায় আটটা হইবে। আমরা রাস্তা ধরিয়া যে দিক পূর্ব্ব-দিক মনে হইল, সেইদিকেই চলিলাম। রাস্তায় কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইল না, সুতরাং কাহাকে কোন কথা আর জিজ্ঞাসা করিতেও পারিলাম না। কতক দূর গিয়া কোন

দোকানে সে রাত্রি যাপন করিবার মনস্থ করিয়া চলিলাম। একটা বড় মাঠ পার হইয়া আমরা একটা নগরে আসিয়া পৌঁছিলাম। সেইখানে সে রাত্রি যাপন করিবার মনস্থ করিলাম। কিন্তু সে নগরে সেরূপ কোন আশ্রয় দেখিতে পাইলাম না। রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত আমরা কোন আশ্রয়ের অনুসন্ধানে ঘূরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এমন সময় একজন পুলিস কনষ্টেবল আমাদিগকে দেখিয়া আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। আমরা কলিকাতা যাইতেছি কহিলাম। সে কথা শুনিয়া, সেই কনষ্টেবল আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া অন্য চারিজন কুলীকে আমি কোথায় পাইলাম—আমায় এই প্রশ্ন করিল। আমি সকল কথা সত্যই বলিলাম। তখন সেই কনষ্টেবল আমায় গালি দিয়া কহিল—"তুই নিশ্চয় একজন আড়কাটী, এই চারিজন কুলীকে ভুলাইয়া পুনরায় আসামে নিয়ে যাচ্ছিস্! এই কি তোর কলিকাতার রাস্তা নাকি? এ ত আসামের রাস্তা।"

আমি তাহাকে আমার দিগ্‌ভ্রমের কথা বুঝাইতে চেষ্টা পাইলাম। কিন্তু এই সময়—সেই কুলী চারিজনও আমাকে যথার্থই আড়কাটী মনে করিয়া আমার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, সত্য সত্যই সেই পুলিশ কনষ্টেবলের শরণাগত হইল। তখন সেই কনষ্টেবল সেই চারিজন কুলী সমেত আমায় থানায় লইয়া গেল। সুতরাং আমার পাপের এখনও সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই বুঝিলাম—তাহা না হইলে পদে পদে এরূপ ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর বিপদে পড়িব কেন?



বিংশ পরিচ্ছেদ।

উপসংহারে।

সে দিন সমস্ত রাত্রি থানাতেই রহিলাম। অনুসন্ধানে জানিলাম—এ সহরের নাম মাহিগঞ্জ। মাহিগঞ্জ রঙ্গপুর সহর হইতে তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত। পরদিন বেলা দশটার সময় আমি রঙ্গপুরের ডেপুটী—ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে বিচারার্থে প্রেরিত হইলাম। আমার অনুপস্থিতিতে সেই চারিজন কুলীকে পুলিশ আমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে ভালরূপ শিক্ষা দিয়াছিল। সুতরাং আমি নির্দ্দোষ হইলেও বড়ই ভীত হইলাম। কিরূপে আত্মপক্ষ সমর্থন করিব—তখন এই চিন্তাই আমার প্রধান চিন্তা হইয়া দাঁড়াইল। আদালতে গিয়া প্রায় দুই তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া রহিলাম, তথাপি আমার মোকদ্দমার ডাক হইল না। আমি আদালত-গৃহের এক প্রান্তে পুলিস-প্রহরীর অধীনে এইরূপ অপেক্ষা করিতেছি; এবং আকাশপাতাল নানারূপ

চিন্তা করিতেছি—এমন সময় দেখি, আমাদের গ্রামের অবিনাশ ঘোষ এক গেলাস জল ও একটা পানের ডিবা লইয়া আমার নিকট দিয়া যাইতেছে। তাহাকে এরূপভাবে এই স্থানে দেখিয়া আমার মনে বড় আনন্দ হইল। আমি তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলাম। অবিনাশ আমায় দেখিয়া বিস্মিত হইয়া কহিল—"কেও গিরিশ দাদা—তুমি এখানে কেন?"

আমি তখন তাহাকে আমার অবস্থার কথা সমস্ত বিস্তারিত কহিলাম। সমস্ত শুনিয়া অবিনাশ কহিল,—"কোন ভয় নেই, একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনই আস্‌ছি।"

এই কথা বলিয়া অবিনাশ সেই স্থান হইতে চলিয়া গেল। আমি তাহার আশ্বাসবাক্যে আশান্বিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাহাকে আমার দৃষ্টের বহির্ভূত হইতে দিলাম না। দেখি—অবিনাশ সেইস্থান হইতে বরাবর ডেপুটী-বাবুর নিকট উপস্থিত হইল, এবং সেই জলের গেলাস ও পানের ডিবা সেই ডেপুটী বাবুকেই দিল। তাহার পর সেই-খান হইতে আমাকে দেখাইয়া দিয়া, ডেপুটী-বাবুকে কি কথা বলিতে লাগিল। যদিও আমি সে সকল কথা শুনিতে পাইলাম না, তথাচ বুঝিতে পারিলাম যে, অবিনাশ আমার অবস্থার বিষয়ই সেই ডেপুটী-বাবুকে জানাইতেছে। তখন আমার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। এ যাত্রা উদ্ধার পাইবার আশা মনে জাগিয়া উঠিল। মনে মনে সকল বিপদের উদ্ধারকর্ত্তা ভগবানকে ডাকিতে লাগিলাম।

তাহার পর দেখি—অবিনাশ পুনরায় আমাকে দেখাইয়া দিয়া কোর্ট-ইন্‌স্পেক্‌টার বাবুকেও কি কথা বলিল। তাহার

পর কোর্ট-ইন্‌স্পেক্‌টার বাবু আমার নিকট আসিলেন, এবং আমাকে নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। সে সময় অবিনাশ সেইখানে উপস্থিত ছিল, সে আমার স্বপক্ষে অনেক কথা কহিল। আমি যে নিজেই একজন কুলী হইয়া আসামে ছিলাম, তাহার প্রমাণস্বরূপ আমার দাদার একপত্র কোর্ট-ইন্‌স্পেক্টার বাবুকে দেখাইলাম। সে পত্র দেখিয়া আমার কথায় তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল। তথন যে কনষ্টেবল আমায় ধৃত করিয়াছিল, তাহাকে দুই চারি ধমক দিয়া তিনি সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

ইহার অল্পক্ষণ পরেই আমার মৌকদ্দমার ডাক হইল। আমি আসামীর স্থানে গিয়া দাঁড়াইলাম। আমাকে কোন কথা বলিতে হইল না, কোর্ট-বাবু ইংরাজীতে ডেপুটী-বাবুকে আমার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। তিনি যে আমার স্বপক্ষে বলিতেছেন, তাহা ইংরাজী না জানিলেও আমি বুঝিতে পারিলাম। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলেই ডেপুটী-বাবু আমায় অব্যাহতি দিলেন। অব্যাহতি পাইয়া আমি আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিলাম।

তাহার পর অবিনাশ আমায় সঙ্গে লইয়া সেই ডেপুটী-বাবুর বাসায় লইয়া গেল। শুনিলাম—এই ডেপুটী-বাবুর নিকট অবিনাশ আজ পাঁচ ছয় বৎসর চাকুরী করিতেছে। পূর্ব্বে আমি জানিতাম—অবিনাশ কলিকাতায় কর্ম্ম করে। যাহা হউক, অবিনাশ সেই ডেপুটী-বাবুর বিশেষ প্রিয়পাত্র, আর ডেপুটী বাবুও বড় ভদ্রলোক। সেই দিন সন্ধ্যার সময় তিনি আমার নিকট আমার অবস্থার কথা শুনিয়া আমায় কলিকাতা যাইবার রাহা-খরচ বাবদ ৪৲ চারিটী টাকা দিলেন।

পরদিন রাত্রির মেলগাড়ীতে আমি কলিকাতা রওনা হই-লাম। অবিনাশ ষ্টেশনে আসিয়া আমায় গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গেল। পরদিন বেলা ১১টার সময় আমি শিয়ালদহের ষ্টেশনে গাড়ী হইতে নামিলাম। চাঁপাতলায় সেই দ্বিতীয় মুন্সেফ-বাবুর বাসায় সারদা চাকুরী করিতেছিল। এখন তাহার নিকট প্রথমে যাওয়া স্থির করিলাম। সে বাসার রাস্তার নাম ও বাটীর নম্বর আমার জানা ছিল, সুতরাং তাহা বাহির করিতে আমায় বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না।

সারদা আমায় দেখিয়া আহ্লাদে নাচিয়া উঠিল। স্নানাহারের পর আমার জীবনের পরবর্ত্তী ঘটনার কথা সমস্ত সারদাকে কহিলাম; এবং আমি যেমন পাপকার্য্য করিয়াছিলাম—তাহার উপযুক্ত শাস্তি যে পাইয়াছি, সে কথাও তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম। সারদা কিন্তু আমার কথার সে ভাব গ্রহণ না করিয়া কহিল—"টাকার জন্য কোন ভাবনা নাই, আমার নিকট যা' আছে, তা'তে আমাদের তুজনের দেশে যা'বার রাহা-খরচ যথেষ্ট হ'বে।"

পরদিন প্রাতঃকালে আমরা উভয়ে দেশে যাত্রা করিলাম। সারদা এক সপ্তাহের মাত্র ছুটী লইয়া আমার সঙ্গে দেশে চলিল। দেশে গিয়া দেখিলাম—বড়ই অশুভ সংবাদ। চারি পাঁচ মাস হইল—আমার মাতা-ঠাকুরাণীর মৃত্যু হইয়াছে, সুতরাং আমি প্রথমেই বড় আশায় নিরাশ হইলাম। তাহার পর—দাদা আমায় সেরূপ আদরযত্ন কিছুই করিলেন না; বরং অযত্নই করিলেন। এদিকে আবার গ্রামের লোকেরও আমার উপর বড়ই রাগ দেখিলাম। গ্রামের তিন চারি জন স্ত্রীলোককে

প্রলোভনে ফেলিয়া আসামে লইয়া যাওয়াতেই আমার উপর তাহাদের এই রাগ। সুতরাং এক সপ্তাহের মধ্যেই আমি দেশের মায়া ভুলিলাম ও সংসারের মায়াও কাটাইলাম।

আবার আমার বিপদের কথা শুনিলে হয় ত আপনারা বিরক্ত হইবেন; কিন্তু পুনরায় আর এক আমার বিপদের সংবাদ পাইলাম। সে সকল কথা সেই কারণে অতি সংক্ষেপেই শেষ করিতেছি। শুনিলাম—আমায় ধরিতে দেশেও ওয়ারেণ্ট আসিয়াছিল, এখনও সে ওয়ারেণ্ট আমার মাথার উপর ঝুলিতেছে। সে কথা শুনিয়া, মনে বড় ধিক্কারও জন্মিল। আমি নিজে একদিন আদালতে গিয়া হাজির হইলাম। আমায় খোলসা করিতে দাদা জামিন হইলেন না, অন্য এক-জন প্রতিবাসী অনুগ্রহ করিয়া আমায় জামিনে খোলসা করিয়া আনিলেন।

বিচারের দিন যথা সময়ে আমি আদালতে হাজির হই-লাম। কিন্তু আমি রেজেষ্টারীভুক্ত কুলী নই, সেই কারণে পলাতক কুলীর ধারা আমার উপর খাটিল না। তাহার পর কুলী ভুলাইয়া আনা অপরাধেরও প্রমাণ অভাব হইল। এক সারদার দ্বারা এ প্রমাণ হইতে পারিত, কিন্তু দুই তিন দিন গ্রামে থাকিয়া সে পুনরায় কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছিল। তাহার কোন সন্ধান অপর কেহই জানিত না। সুতরাং আমি এ যাত্রাও অব্যাহতি পাইলাম।

অব্যাহতি পাইয়া মনের দুঃখে আর গ্রামে ফিরিয়া গেলাম না। মৃত্যুকালীন মাতা ঠাকুরাণী সেই জামিনদার প্রতিবাসীর নিকট আমার জন্য ২৫৲ পঁচিশ টাকা গচ্ছিত রাখিয়া গিয়া-

ছিলেন। প্রতিবাসী মোকদ্দমা খরচের জন্য সে টাকা কয়েকটি আমায় দিয়াছিলেন। আমি মোকদ্দমায় তাহার এক পয়সাও খরচ করি নাই। সেই টাকা কয়েকটী লইয়া আমি জন্মের মত দেশ পরিত্যাগ করিলাম। কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন প্রভৃতি দর্শন করিয়া বেড়াইলাম। তাহার পর অযোধ্যা হইতে ফিরিবার সময় কানপুরে এই শরৎ বাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তখন আমার সমস্ত টাকা নিঃশেষিত হইয়াছিল। সুতরাং আমি একটি চাকুরীর অনুসন্ধান করিতেছিলাম। শরৎ বাবু অনুগ্রহ করিয়া আমায় আশ্রয় দিলেন। সেই হইতে আমি ইঁহার আশ্রয়েই আছি। সুতরাং আমার জীবনী এখন এইখানেই শেষ করিলাম।

সম্পূর্ণ।

ভূমিকা।

"চা-কুলীর আত্ম-কাহিনী" কাল্পনিক উপন্যাস নহে, প্রকৃত সত্যঘটনা-মূলক কাহিনী; সুতরাং প্রকৃত মনুষ্যজীবনে এরূপ ঘটনা সমাবেশ বড়ই বিস্ময়জনক বলিয়া আমি ইহাকে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। তবে অধিকাংশস্থলে নাম ও ধাম প্রভৃতি আমায় পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হইয়াছে, তাহার কারণ সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সুতরাং যে চা-বাগান ও যে সকল কর্ম্মচারীদিগের নাম এস্থলে এই কাহিনীতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা প্রকৃত নহে; কিন্তু ঘটনা সকল প্রকৃত। আমি প্রকৃত নাম ও ধাম গোপন করিয়া কাল্পনিক নাম ও ধাম ব্যবহার করিয়াছি। ইতি—

কলিকাতা।
২রা আশ্বিন,
সন ১৩০৮ সাল।

গ্রন্থকারস্য।

চা-কুলীর

আত্ম-কাহিনী।

[সত্যঘটনা-মূলক।]

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
প্রণীত।

২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরি হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩০৮ সাল।

মূল্য ৷৹ আনা মাত্র।

PRINTED BY R. N. SEN, AT THE
HINDU DHARMA PRESS.
66, Aheereetola Street, Calcutta.